CC/C-DOCS-79-10-P36244

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কিউবার বিপ্লব
পার্টি ও বুদ্ধিজীবীরা (ডব্লিউ. এম. আর-এর আলোচনাচক্র)
কৃষি সমস্যা ও উন্নয়নশীল দেশে কৃষকদের ভূমিকা
আফগানিস্তান : নতুন যুগের সূচনা
ইরানের গণবিদ্রোহের আরো তথ্য
পিকিং সম্পর্কে ভিয়েতনাম

বর্ষ ১ জানুয়ারী ১৯৭৯ ১ম সংখ্যা

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

১ম বর্ষ | জানুয়ারী, ১৯৭৯ | ১ম সংখ্যা

সূচীপত্র

তৃতীয় দশকে পদার্পণ ৩
En barking upon the third Decade ; W. M. R

ডেল কাস্ত্রো রুজ : মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও কিউবার বিপ্লব ৫
del Castro Ruz : Marxism-Leninism and the Cuban Revolution ; W. M. R

পার্টির অভিজ্ঞতা

বার্ট রামেলসন : বৃটেনে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের লেনিনবাদী ও আন্তর্জাতিক দিক ২৫
Bert Ramelson : Leninist and the International Aspect of the Fight for Socialism in Britain ; W. M. R

মত-বিনিময় : আলোচনা

পার্টি এবং বুদ্ধিজীবীরা (ডব্লিউ. এম. আর-এর আলোচনাচক্র) ৪০
The Party and the Intelligentsia : W. M. R. Round Table ; W. M. R

কৃষি সমস্যা ও উন্নয়নশীল দেশে কৃষকদের ভূমিকা (আন্তর্জাতিক তত্ত্বগত সম্মেলন) ৭০
The Agrarian Question and the Peasantry's Role in Developing Countries (International Theoretical Conference) ; W. M. R

মতামত

আফগানিস্তান : নতুন যুগের সূচনা ৮৭
Afghanistan : The Beginning of a New Era ; W. M. R

হামিদ সফরি	:	বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম	৯৬
Hamid Safari	:	Struggle for Revolutionary and Democratic Renewal ; W. M. R	
হোং চুওঙ	:	পিকিং-এর নীতি সম্পর্কে সত্য কথা	১০১
Hong Chuong	:	Telling the Truth about Peking's Policy ; W. M. R	
		বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ভাবাদর্শ	
বরিস গ্রুশিন	:	সমাজতত্ত্ব ও সমাজ বিকাশ	১০৫
Boris Grushin	:	Sociology and Social Development ; W. M. R.	
		তথ্য, সংখ্যা, সংবাদ	
		কিউবায় বিপ্লবী ক্ষমতার সাফল্য	১১২
		The Achievements of Revolutionary Power in Cuba ; W. M. R	
		শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ	১২২
		Steadfast Service in the Cause of Peace and Socialism ; W. M. R	
		ডায়েরী	১২৪
		Diary ; W. M. R	
		গ্রন্থ পরিচয়	
সুনীল মিত্র	:	চিরায়ত প্রশ্নের চিরায়ত উত্তর	১

P3624

সম্পাদক : **জ্যোতি দাশগুপ্ত**

প্রাপ্তিস্থান :

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

সম্পাদকীয় দপ্তর
৪/৩এ, ওরিয়েন্ট রো
কলকাতা-১৭
৪৪-৮৭৬৬

মূল্য : ১·০০ [একটাকা]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপনবিহ গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালী প্রেস, ৩০/৬, রাউতলা রোড কলকাতা-১৭; অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত।

তৃতীয় দশকে পদার্পণ

য় বন্ধুগণ,

ডব্লিউ এম আর-এর ১৯৭৯ সালে পদার্পণ একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই
রে হচ্ছে পত্রিকাটির প্রকাশনা ও প্রচারের বিংশতিতম বার্ষিকী। এই
লক্ষে পত্রিকাটি শতাধিক অভিনন্দন বার্তা পেয়েছে। এই বার্তা পাঠিয়েছেন
তৃপ্রতিম পার্টিগুলোর নেতৃবৃন্দ এবং ঐসব পার্টির মার্কসবাদী গবেষণা কেন্দ্র,
ত্রপত্রিকাগুলো, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং
ান্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক সংস্থার নেতারা। অভিনন্দন-বার্তাগুলো এই
খ্যাতেই সমাপ্ত হলো। তাঁদের বার্তায় পত্রিকাটির কাজকর্মের উচ্চ
্যায়ন ও আরও সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাওয়ায় পত্রিকার সম্পাদক-
ী, সম্পাদকীয় পর্ষৎ ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

প্রথমেই ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ, তাঁদের ইচ্ছাতেই ডব্লিউ এম আর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং পত্রিকাটির কাজকর্মে যৌথ আগ্রহের ফলেই এটা কমিউনিস্ট পত্রিকায় পরিণত হতে পেরেছে। এই পত্রিকায় ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলো সবাই সমান সদস্য ও বাই এর স্বেচ্ছামূলক সদস্য। বহুদেশের কমিউনিস্টদের উদ্যোগে পত্রিকাটি সমস্ত বিষয়গুলোর জন্য ক্রমশ বেশি করে জায়গা দিচ্ছে তা হল, বিভিন্ন র অভিজ্ঞতা বিনিময়, জটিল ও জরুরী সমস্যা নিয়ে আলোচনা, মার্কস-ী ও লেনিনবাদী তত্ত্ব, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গঠন, বিভিন্ন দেশ ও কলের ব্যাপক বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতিতে শ্রেণী সংগ্রামের রণনীতি ও রণ শিল। পত্রিকাটির ক্রমবর্ধমান প্রভাব আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বিশ্বের বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অগ্রগমনের পরিচয়।

সারা দুনিয়ায় আমাদের বহু বন্ধু, আমাদের লেখক, পত্রিকার প্রকাশনা ও রের কাজে দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং আমাদের গ্রাহক ও পাঠকদের প্রতি মরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আপনাদের আগ্রহ, প্রস্তাব, মন্তব্য াহায্যের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আরো চিঠি, আরো লেখা, এবং ব বিষয়-বস্তুর প্রতি এখন কমিউনিস্টদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং মেহনতী

জনগণের নেতৃত্বে থেকে তাঁরা যে-বিষয়ের জন্য সংগ্রাম করছে সেইস
সম্পর্কিত লেখা সাদরে গৃহীত হবে।

ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলো যে-সব কাজ সূত্রায়িত করেছে, ১৯৭৭ সাে
পত্রিকার কাজকর্ম সম্পর্কিত সম্মেলনে ও বর্ষপূর্তির অভিনন্দন বার্তায় যে-স
মন্তব্য ও সুপারিশ করা হয়েছে, তা সবই হচ্ছে পত্রিকার পরিকল্পনার উৎস
পত্রিকাটিকে উন্নত করার প্রয়াসে আমরা মার্কস-এ্যাঙ্গেলস ও লেনিনে
ভাবধারা এবং ইতিহাসের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা ও বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টি
গুলোর সংগ্রামের শিক্ষার দ্বারা এবং তত্ত্ব ও প্রয়োগের নতুন নতুন সিদ্ধান্তে
দ্বারা পরিচালিত হই। সব সময়ের মতোই পত্রিকাটি শান্তি, গণতন্ত্র, জাতী
মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্যে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর সংগ্রামের এবং কমিউনিস্ট
ও সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির গভীর আন্তর্জাতিক সংহতির ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য
সহযোগী হবে।

পার্টি নেতৃত্ব, খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গ, জননেতা, এবং বিশ্ব সংস্কৃতির বিশিষ্ট
ব্যক্তিদের প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করার নীতি আমরা অব্যাহত রাখব। এই
পত্রিকায় যেসব বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলো
প্রকাশিত হতে থাকবে এবং বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে নতুন ধারাবাহিক
আলোচনাও প্রকাশিত হবে। যুগোপযোগী বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক
আলোচনা, সম্মেলন, আলোচনাচক্রের গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদি পত্রিকাটির
বিষয়বস্তু হবে।

আমরা যখন তৃতীয় দশকে, কাজে পদার্পণ করছি সেই সময়ে সম্পাদক-
মণ্ডলী, সম্পাদকীয় পর্ষদ ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী আন্তরিকভাবে আপনাদের
কল্যাণ, সুস্বাস্থ্য, আপনাদের সংগ্রামে ও কর্মে সাফল্য কামনা করে এই
শুভ নববর্ষের অভিবাদন জানায়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কিউবার বিপ্লব

ফিদেল কাস্ত্রো রুজ
কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক এবং
কিউবা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও মন্ত্রিসভার সভাপতি

এই জানুয়ারি মাসে কিউবার বিপ্লবের বিংশতিতম বার্ষিকী পালিত হবে ; এই বিপ্লবের ফলে একটা ক্ষুদ্র আধা-ঔপনিবেশিক দেশ আমেরিকার প্রথম স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছে ; দেশটি সাফল্যের সাথে নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করে চলেছে। এই গৌরবময় বার্ষিকীর প্রাক্কালে ডব্লিউ. এম. আর-এর সাংবাদিক ও বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লুই প্যাডিল্লা হাভানায় ফিদেল কাস্ত্রোর সাথে দেখা করেছিলেন।

কাস্ত্রো পত্রিকার কাজকর্ম ও সংগঠন সম্পর্কে, বিশেষকরে পশ্চিম গোলার্ধে এর প্রচার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিশ বছরের মধ্যে পত্রিকার যে-অগ্রগতি ঘটেছে তা তিনি উল্লেখ করে বলেছেন যে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি এই পত্রিকার প্রচার ও প্রভাব বৃদ্ধির কার্যে তার সাহায্য অব্যাহত রাখবে। কিউবায় এই পত্রিকা প্রকাশ করার সম্ভাবনা সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

নিচে ফিদেল কাস্ত্রোর সাথে সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত অংশ তুলে দেওয়া হল।

প্রঃ কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো, আমাদের পত্রিকা থেকে যে-প্রশ্নটি প্রায়ই উঠছে তা হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো দেশের বিকাশের বিশেষ পরিস্থিতি ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সাধারণ নিয়মগুলোর মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্ন। এই ক্ষেত্রে কিউবার অভিজ্ঞতা কী ?

উঃ আমি আপনাদের বলতে পারি (এবং এটা আমার দৃঢ় অভিমত বটে) যে আমরা যদি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিগুলোর ওপর নিজেদের

প্রতিষ্ঠিত না করতাম, তাহলে আমরা বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারতাম না। আমি বিশ্বাস করি যে এইসব নীতি সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। যে-কোনো বিপ্লবী দল, যে-কোনো প্রকৃত বিপ্লবী শক্তির কর্তব্য হচ্ছে এইসব নীতি ব্যাখ্যা করা এবং একটা দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা। এই সব নীতি পরিত্যাগ করার নিশ্চয়ই কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা কখনোই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তাৎপর্য অস্বীকার করি নি।

প্রত্যেকেই জানেন যে একজন বিপ্লবীর নির্দিষ্ট কয়েকটি গুণ, প্রধানত বর্তমান অন্যায় সমাজব্যবস্থার প্রতি অনমনীয় অসহিষ্ণুতা, বিদ্রোহী মনোভাব ও ন্যায়বোধ থাকা প্রয়োজন। অবশ্য, এইসব গুণই সব নয়, কারণ বিপ্লবী তত্ত্বই একজন ব্যক্তিকে বিপ্লবীতে পরিণত করতে পারে। আমরা, বিশেষকরে আমি এর একটা দৃষ্টান্ত। বিপ্লবী তত্ত্ব ও তার সাথে যুক্ত নির্দিষ্ট ধরনের চরিত্র ও গুণই আমাকে বিপ্লবী করেছে। এর জন্য আমি সর্বদা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

এই দীর্ঘ বিশ বছর ধরে সমস্ত মহাদেশে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবধারা কিভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে আমি তার একজন সাক্ষী। বর্তমানে শুধুমাত্র উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতেই নয়, তথাকথিত তৃতীয় দুনিয়াতেও কোনো প্রগতিশীল আন্দোলন ও কোনো প্রগতিশীল ব্যক্তিই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতিগুলো অস্বীকার করে না। আমি এটা জোর দিয়ে বলতে পারি যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে আমাদের এই গ্রহে সর্বাধিক প্রচারিত মতবাদ। বর্তমানে এটা সত্য যে অনেক ব্যক্তি এমনকি বুর্জোয়ারাও এর বৈজ্ঞানিক মূল্য স্বীকার করে। যাইহোক, এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রগতিশীল নেতা অন্যদের চাইতে বেশি দৃঢ়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাবধারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, এটাই আমাদের কালের বাস্তবতা।

এটা বলাই বাহুল্য যে কিউবায় আমরা যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতির ভিত্তিতে আমাদের বিশ্লেষণ না করতাম, তা হলে আমরা কখনোই বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারতাম না। এটা একটা প্রধান ঘটনা, যার ওপর আমি জোর দিতে চাই। আমার গভীর বিশ্বাস যে পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বগত প্রশিক্ষণ ছাড়া আমরা সঠিক ও বিজয়ী রণনীতি রচনা করতে পারতাম না। আমাদের যদি দৃঢ় তত্ত্বগত ভিত্তি না থাকত, তাহলে আমরা বিপ্লবী ভাবধারায় পৌঁছাতে পারতাম না; আমরা শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ভাবধারায় পৌঁছাতাম: বিপ্লবী রণনীতি ছাড়া আমরা আমাদের দেশে গভীর সামাজিক সংস্কার

কার্যকর করতে পারতাম না এবং কখনোই সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে পারতাম না।

প্রঃ আপনি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার প্রসার ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বললেন···

উঃ আমি মনে করি যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগ সম্পর্কে আমার বলা উচিত, ব্যাখ্যা সম্পর্কে নয়। অনেক লোকই সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বিপ্লব, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ফলাফল ভোগ করে; কখনো কখনো এমনকি শত্রুরাও এর মূল্যকে অবলম্বন করে এবং তাকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে চেষ্টা করে।

আমি বিশ্বাস করি যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে কর্মের পথপ্রদর্শক হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় ও ব্যাখ্যা করা উচিত; কিন্তু এর মর্মকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যিনি এর মর্ম অস্বীকার করেন তিনি আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও বিপ্লবী থাকতে পারেন না। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে তৃতীয় দুনিয়ার বর্তমান প্রগতিশীল আন্দোলনগুলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

আমাদের কাছে, কিউবাবাসীদের কাছে জীবন প্রমাণ করেছে যে এই শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে হবে ও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে; কিন্তু এর কোনো সাধারণ নীতি অস্বীকার বা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। আমরা যদি সঠিক না হতাম, আমরা যদি এবিষয়ে দৃঢ় না হতাম, আমরা যদি এইসব নীতির যে-কোনো একটা নীতি ত্যাগ করতাম, তাহলে আমরা বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারতাম না, এই বিশ বছরে আমরা আমাদের দেশকে ধরে রাখতে পারতাম না, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও অবরোধ প্রতিহত করতে পারতাম না।

এই সব নীতি আমরা প্রয়োগ করার ফলেই আমরা বিপ্লবী ক্ষমতা গ্রহণ করতে পেরেছিলাম। এমনকি যখন আমরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ তুলে ধরি নি, আমরা যখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বলতাম না, তখনও এটা স্পষ্ট। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের সময়, বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামের সময় আমরা সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য স্থির করি নি, কিন্তু এক অগ্রসর কর্মপন্থা, মনকাড়া কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলাম; এই কর্মসূচীকে বর্তমানে জাতীয় মুক্তির, গণতান্ত্রিক ও জনগণের বিপ্লবের কর্মসূচী বলা যেতে পারে। আমরা বুঝেছিলাম যে ঐ সময় কিউবার পরিস্থিতিতে আশু লক্ষ্য

হিসেবে সমাজতন্ত্রের কথা বলা অসম্ভব ছিল। তত্ত্বগতভাবে এই লক্ষ্যটা স্থির করা যেত, যেমনভাবে তৎকালীন মার্কসবাদী সঙ্ঘগুলোও মার্কসবাদী সংগঠন, পিপল্‌স সোশ্যালিস্ট পার্টি (পি সি পি) স্থির করেছিল। যাই হোক, ঐ সংগঠন ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিবেশে কাজ করছিল বলে অধিকাংশ জনগণকে জয় করার ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে বিরাট বাধা কাটিয়ে ওঠার খুব কম সুযোগই তাদের ছিল।

অন্য কথায়, জনগণ রাজনীতিগতভাবে সচেতন হবার বহুপূর্বে ও তারা রাজনীতি সম্পর্কে কিছু ধারণা অর্জন করার বহু পূর্বে, ২৬শে জুলাইয়ের আন্দোলনই তাদের গভীর অসন্তোষ, প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য সম্পর্কে তাদের বিক্ষোভকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করতে পেরেছিল। এটা স্মরণ রাখা উচিত যে কিউবা ছিল একটা ইয়াঙ্কী, আধা-উপনিবেশ—যেখানে সমস্ত গণ-প্রচার মাধ্যম সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়া কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত এবং এরা কিছু পরিমাণে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিল।

দেশের মধ্যে বিরাট সংখ্যক জনগণ বিক্ষুব্ধ ছিল, পশুর মতো শোষিত হত, বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ছিল এবং তাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও রাজনৈতিক বিভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল। আমি বিশ্বাস করি যে ২৬শে জুলাইয়ের আন্দোলনের মূল্য হচ্ছে এইখানে যে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে, তাদের রাজনৈতিক চেতনার স্তর অনুন্নত থাকা সত্ত্বেও জনগণ হচ্ছে সম্ভাবনাময় বিপ্লবী শক্তি। আমি বিশ্বাস করি যে এই আন্দোলন কতকগুলো বাস্তব লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল; এই সব লক্ষ্য হচ্ছে অত্যাচার উচ্ছেদ করা, জনগণের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা, দুর্নীতি ও অবিচার নির্মূল করা, কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের দাবি-সমূহ পূরণ করা; অন্য কথায় এই সব লক্ষ্য তখনও সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর চরিত্র অর্জন করে নি। আমি বিশ্বাস করি যে যখন আমরা এই সব বাস্তব সম্মত লক্ষ্য স্থির করেছি তখনই এটা ছিল আমাদের পক্ষে এক বিরাট সাফল্য, যদিও কার্যত আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং বলাই বাহুল্য যে আমরা সঠিকভাবে ও ঠিক সময়ে আমাদের দেশে সম্ভাবনাময় বিপ্লবী পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেছিলাম এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ-ভিত্তিতে আমরা যে-কর্মসূচী রচনা করেছিলাম তার মধ্যে ব্যাপক জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা

প্রকাশ পেয়েছিল এবং তাদের আমরা বিপ্লবী পথে, প্রধানত রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করেছিলাম।

প্রঃ বিপ্লবের পথ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের বিচারের মানদণ্ড কী ছিল বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আপনারা কোন মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন ?

উঃ মনকাডা কর্মসূচীতেই এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ, আমাদের দেশে বেকারি ছিল অত্যন্ত বেশি—পঞ্চান্ন লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষেরও বেশি ছিল বেকার।

গ্রামাঞ্চলে পরিস্থিতি ছিল আরো ভয়াবহ: বেশিরভাগ কৃষকদের না ছিল জমি, না ছিল কাজ, বা তাদের জমির জন্য উচ্চ হারে কর দিতে হত। শ্রমিকদের ওপর শোষণের হার (প্রধানত গ্রামীণ শ্রমিক, কারণ দেশের সমগ্র অর্থনীতি ছিল চিনি শিল্পের ওপর নির্ভরশীল) ছিল অত্যন্ত তীব্র। জনগণের সাংস্কৃতিক মান ছিল অত্যন্ত নিচু; নিরক্ষরতা ছিল অত্যন্ত তীব্র এবং বিদ্যালয়ের অভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। প্রায়ই মহামারী ও নানা ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাবের ফলে স্বাস্থ্যের পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অনেক পরিবারে দুই বা তিন শিশুর মৃত্যু ছিল এক সাধারণ ঘটনা, বাসস্থানের অবস্থা ছিল শোচনীয় এবং দুর্নীতি, কর্তৃত্বের অপপ্রয়োগ, চুরি, বেশ্যাবৃত্তি ও জুয়াখেলা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

বেশিরভাগ লোক বেকারি দারিদ্র্য ও বিদ্যালয় ও হাসপাতালের অভাবের জন্য দুর্নীতিকে দোষারোপ করত, সমাজ ব্যবস্থাকে নয়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদই আমাদের শিখিয়েছে যে আমাদের এই পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করতে হবে, সামাজিক শক্তিগুলোকে চালিত করতে হবে এবং শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা জয় করার জন্য আমাদের সামগ্রিক রণনীতিগত পরিকল্পনা ছিল এই যে শ্রমিক-কৃষককে প্রথমে সরকারের বিরুদ্ধে ও পরে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমাবেশ করতে হবে। এটাই ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ব-মুহূর্ত ও অপরিহার্য শর্ত।

আমাদের কাছে মার্কস ও লেনিনের ভাবধারার চরম মূল্য প্রশ্নাতীত। আমরা জনগণের বিপ্লবী একনায়কত্ব অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এই একনায়কত্ব ছাড়া আমরা বুর্জোয়া কাঠামোগুলো ধ্বংস করতে ও বুর্জোয়া শাসন ও মতাদর্শের অবসান ঘটাতে পারতাম না। এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে বুর্জোয়ারা শুধুমাত্র সামরিক

শক্তিগুলোর সাহায্যেই নয়, উৎপাদনের উপকরণের ওপর এর একাধিপত্য ও দেশের অর্থনৈতিক সমাজের ওপর এর চরম নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্র ক্ষমতা ধরে রাখে। বুর্জোয়ারা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে, বিশেষ করে যে বুর্জোয়া মতাদর্শ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিকড় গেড়েছে তার সাহায্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা ধরে রাখে। সুতরাং, আমাদের বুর্জোয়া রাষ্ট্র ধ্বংস করতে হয়েছে।

জমিদার ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজি, প্রধানত মার্কিন পুঁজির বুর্জোয়া সম্পত্তি কেড়ে নিতে হয়েছে; কারণ মার্কিন পুঁজিপতিরা আমাদের দেশের এক বিরাট অংশের মালিক ছিল। বুর্জোয়া সেনাবাহিনী আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে হয়েছে; আমরা শ্রমিক ও কৃষকের সেনাবাহিনী গঠন করে এটা করেছিলাম। অধিকন্তু আমরা বিরাট মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু করেছিলাম। আমাদের দেশে এটা ঘটেছিল, যেখানে জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ বুর্জোয়া মতাদর্শ, ও বিশেষ করে অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পর গণপ্রচার মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত বুর্জোয়া প্রচার দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

কিভাবে এই মতাদর্শগত সংগ্রামে আমরা জয়লাভ করেছি?

আমরা বিপ্লবী সাফল্য অর্জন করেই এই সংগ্রামে জয়লাভ করেছি। বিপ্লবী বাস্তবতা জনগণের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং বিপ্লবী চিন্তা-ধারা বিপ্লবী কর্মে পরিণত হয়েছে। এর ফলে বিপ্লবী প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে।

যাইহোক, বেশ কিছু সময় ধরে বিপ্লবের প্রথম স্তরে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি, কমিউনিজম সম্পর্কে আরো কম বলা হয়েছে, কারণ এসব বললে জনগণের এক বিরাট অংশ আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। জনগণ সবসময় রাষ্ট্রকে তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের বিরোধী ও অত্যাচারী যন্ত্র হিসেবে মনে করত। বিপ্লব জয়ী হবার পর ও শ্রমিক-কৃষকের বাহিনী গঠিত হবার পর জনগণ এই প্রথম তাদের নিজেদের হাতিয়ার নিল, এই প্রথম ক্ষমতা পেল এবং এই প্রথম দেখল যে রাষ্ট্রসংস্থাগুলো তাদের এবং এইসব সংস্থা তাদের স্বার্থ রক্ষা করছে। এইসব হাতিয়ার এখন আর জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়; এইসব হাতিয়ার এখন তাদের হাতে। বিপ্লবের পর শ্রমজীবী জনগণ এই প্রথম আশীর্বাদ লাভ করল।

প্রঃ বুর্জোয়া পার্টিগুলোর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল ?

উঃ স্বাভাবিকভাবেই বুর্জোয়া পার্টিগুলো বিপ্লবের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। প্রথম কয়েক মাস তারা "অপেক্ষা কর ও দেখ" এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে কিন্তু যতই এই ধারা উত্তরোত্তর পরিবর্তনশীল ও বৈপ্লবিক হয়ে উঠতে থাকে ততই তারা বিপ্লব থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে ও এর বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করল।

এক বিশেষ সময়ে আমাদের গণপ্রচার মাধ্যম কেড়ে নিতে হয়েছিল। আমাদের জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তারপর থেকেই শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হতে শুরু করল। একদিকে ছিল শোষকশ্রেণীগুলোর অসন্তোষ ও বিরোধিতা; এবং অন্যদিকে ছিল জনগণ অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যস্তরের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল অংশগুলোর পক্ষ থেকে বিপ্লবী আইনকানুনগুলোকে রক্ষা করার তৎপরতা। আমি অবশ্যই বলব যে মধ্যস্তরের মধ্যে ভাঙন ঘটেছিল: এর একটা অংশ দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোকে সমর্থন করেছিল, এবং অন্য অংশ বিপ্লবের পক্ষ নিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতিদের একটা অংশ দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোর পক্ষ নেয়, এবং অন্য অংশ বামপন্থী অবস্থান গ্রহণ করে। বিপ্লব মধ্যস্তরের জনগণের কাছে কিছু আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিল, যেমন একটা শহর সংস্কার আইন গ্রহণ করা হয়েছিল। আগে যেখানে বাড়িভাড়া ছিল অত্যন্ত চড়া, এবং অনেক লোকের কোনো বাসস্থান ছিল না, সেখানে নতুন আইনের ফলে তারা বাসস্থান পায়। এই স্তরের জনগণের প্রতি যখন সম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন তারা সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। এই কারণে তাদের এক বিরাট অংশ বেশ্যাবৃত্তি, জুয়াখেলা, মদের প্রতি আসক্তি ও অন্যান্য বদ অভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমর্থন করেছিল। স্মরণ রাখা উচিত যে কোনো ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলী দেখে গড়ে ওঠে না। যদিও এইসব অর্থনৈতিক পদক্ষেপের চূড়ান্ত গুরুত্ব রয়েছে, তথাপি এমন অনেক নৈতিক, সাংস্কৃতিক, ও আত্মিক উপাদান আছে, যার দ্বারা অনেক লোককে বিপ্লবের পক্ষে নিয়ে আসা যায়। বিপ্লব যদি ন্যায়, সততা, নৈতিকতা ও প্রশাসনিক নীতির পক্ষে দাঁড়ায়, তাহলে এইসব স্লোগান জনগণের এক বিরাট অংশকে বিপ্লবের পক্ষে নিয়ে আসতে পারে। এইভাবেই বিপ্লব শুধুমাত্র

সামাজিক ন্যায়ের পক্ষেই দাঁড়ায় না, এর পতাকার ওপরও সেইসব স্লোগান লেখা থাকে যা আগে উদারনৈতিক হিসেবে বিবেচিত হত।

স্মরণ করা যায় যে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের স্লোগান ফরাসি বিপ্লবের সময় দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই এই সব স্লোগানকে মূর্ত করে তোলে ও বাস্তবে পরিণত করে। এই নৈতিক দিকটাই —স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—জনগণের কাম্য। আমি শুধু এটা মনে করি না যে কয়েকজনের খাজনা মকুব করা হয়েছে, তাদের এক খণ্ড জমি ও একটা বাড়ি দেওয়া হয়েছে এবং তারা বিষয়সম্পদের দিক থেকে উন্নত জীবনযাপন করতে শুরু করেছে। বিপ্লব শুধুমাত্র জনগণের জীবনধারণের মানই উন্নত করে না। শুরু থেকেই বিপ্লব তাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করে। বিপ্লবী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এইসব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কৃষি সংস্কারের পর (রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে, কৃষকরা ঋণ পেয়েছে, বৈষয়িক সুযোগসুবিধা ইত্যাদি) যেসব জেলায় সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি ঘটেছে, সেসব জেলার কৃষকদের মতামত নিয়ে ভোট নেওয়া হয়েছিল। এই ভোটাভুটি প্রমাণ করে যে বিপ্লবে তারা যা সবচেয়ে পছন্দ করে তা হচ্ছে যে, বিপ্লব তাদের সবাইকে সমান করে। অবশ্য, কৃষক ভালোমতো বাস করতে শুরু করেছে, কিন্তু সর্বোপরি সে অনুভব করে যে সে সমাজের একজন সদস্য। আগে, সে ছিল সমাজের পেছনে, তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিক। কেউ তাকে স্বীকার করত না; সবাই তাকে প্রতারণা করত, অত্যাচার ও অবহেলা করত। কৃষকরা সবসময় বহু মনিবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে তারা হঠাৎ মনে করতে শুরু করেছে যে, তারাও অন্যদের সমান। অন্য কথায় নিজেদের সম্পর্কে তাদের একটা সম্ভ্রমবোধ জেগেছে এবং সমাজের একজন ব্যক্তি বলে নিজেকে মনে করতে পারছে। এই দিকটাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এর সাথে আমরা অবশ্যই আন্তর্জাতিক উপাদানগুলো যোগ করব। বিপ্লবের বিজয়ের পর সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের বিরুদ্ধে এক অবরোধ গড়ে তুলছে, এর বিরুদ্ধে আগ্রাসী কাজকর্ম চালিয়েছে এবং তার হাতে যেসব উপকরণ ছিল সেসব উপকরণ দিয়ে বিপ্লব ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে। একই সময় ইউ. এস. এস. আর ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ বিপ্লবকে সমর্থন করছে, কিউবা যাতে এই অবরোধ কাটিয়ে উঠতে পারে, তার জন্য তাকে জ্বালানি সরবরাহ করে, ঋণ দেয় ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার

জন্য অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিয়ে তাকে সাহায্য করছে। এই সবের ফলে জাতির চেতনায় এক সাত্যিকারের অসাধারণ জাগরণ ঘটেছে।

আমি মনে করি যে বিপ্লবের সবচেয়ে চমকপ্রদ সাফল্য হচ্ছে এই, যে, নিপীড়িত জনগণ যারা আগে লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের চেয়ে সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের কঠিনতর নাগপাশে আবদ্ধ ছিল, তাদের মধ্যে উন্নত চেতনার বিকাশ ঘটেছে। কিউবায় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দৃঢ়, জঙ্গী দেশপ্রেমের ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু কোনো গণ-সমাজতান্ত্রিক চেতনা ছিল না।

তাহলে কিভাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ও বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ ব্যাখ্যা করা যায়? বিপ্লবী পরিস্থিতি ও বিপ্লবী তত্ত্ব আয়ত্ত করেই এটা ব্যাখ্যা করা যায়। মৌলিক বিপ্লবী আইন ও পদক্ষেপ কার্যকর করার পর জনগণ বিপ্লবী তত্ত্ব অনুধাবন করতে আরম্ভ করে এবং এই সব আইন ও পদক্ষেপ রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। এই কারণে ১৯৬১ সালের ১৬ই এপ্রিল পিগ্‌স উপসাগরে মার্কিন ভাড়াটে নৌবহরের আক্রমণের আগেই বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র ঘোষণা করা হয়েছে; এই সময় আমরা বিশ্বাসঘাতক বিমান আক্রমণের যারা শিকার হয়েছিল, তাদের সমাধিস্থ করেছিলাম। শ্রমিক ও কৃষক জনতা অস্ত্র হাতে নিয়ে ঐ ঘোষণার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্ষা করতে পিগ্‌স উপসাগরে যে-লড়াই চলছিল সে লড়াইতে অংশ গ্রহণ করে।

প্রঃ এই প্রক্রিয়ার অন্তরালে বুর্জোয়া পার্টিগুলোর অন্তর্ধান কি স্বাভাবিক মনে করা যায়?

উঃ এটা স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত। তাদের বাধ্য হয়ে সরে যেতে হয়েছে।

প্রঃ তাহলে এটা কি কোনো খামখেয়ালী পদক্ষেপ, কোনো প্রশাসনিক কাজ, রাজনৈতিক স্বাধীনতার ওপর কোনো বিধিনিষেধ নয় যা বুর্জোয়া প্রচারে দাবি করা হয়?

উঃ এটা ঠিক, আমরা কোনো পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনো আইন জারি করি নি। অন্য কথায়, বুর্জোয়া পার্টিগুলো এত দুর্বল ছিল, সাম্রাজ্যবাদের ওপর এত নির্ভরশীল ছিল যে আমাদের দেশে তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। তাদের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক কিন্তু এর সাথে আইনসঙ্গত কোনো পদক্ষেপ বা বিপ্লবী আইনের কোন সম্পর্ক নেই। বিপ্লবী পার্টি ও শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে এই ঘটনা ঘটেছে।

প্রঃ কীভাবে এই ঘটনা চলেছিল ?

উঃ আমি মনে করি যে এটাও বিপ্লবের প্রধান শিক্ষা। আমাদের দেশে বিপ্লবকে সংহত করার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিপ্লবী শক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা ছিল ইঙ্গিতবাহী।

যে আন্দোলন আমরা ঘোষণা করেছিলাম ও পরিচালিত করেছিলাম, তা ছিল নিশ্চিতভাবে এক বৃহত্তম শক্তি এবং জনগণের ওপর এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল বিরাট। আবার এই আন্দোলন ছিল ব্যাপকতম এবং বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। এইভাবে এক প্রকৃত শক্তিতে পরিণত হয়ে ও ব্যাপকতম গণ-সমর্থন অর্জন করে আমাদের ঐক্য সম্পর্কে এক বিরাট উপলব্ধি সৃষ্টি হয়েছিল এবং দাম্ভিকতা, সংকীর্ণ অহংবোধ ও সংকীর্ণতাবাদের আমরা বিরোধী ছিলাম। আমরা সবসময় সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে ছিলাম, কারণ যারা পাহাড়ে ও সমতলে লড়াই করছিল, তাদের মধ্যে প্রথম স্তরে এই বিপদ ছিল। যারা পাহাড়ে, পর্বতে গেরিলা লড়াই চালিয়েছিল অন্যান্যদের সম্পর্কে তাদের যে-অহংকার বা তারা যে-বড়, এই বোধের বিরুদ্ধে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, কারণ ২৬শে জুলাই-এর আন্দোলনে এটা ছিল সংকীর্ণতাবাদের অভিব্যক্তি। অবশ্য আমাদের আন্দোলন সমপ্রকৃতিসপন্ন নয় বলেই, এই আন্দোলনে বিভিন্ন প্রবণতা সৃষ্টি হচ্ছিল। এটা স্বাভাবিক ছিল এবং আমাদের যথেষ্ট শিক্ষামূলক কাজকর্ম পরিচালনা করতে হয়েছে। যারা সিয়েরা মেইস্ট্রার পাহাড়-পর্বতের লড়াই এ অংশ গ্রহণ করেছিল, এবং যারা সমতলভূমিতে সামরিক কাজকর্ম পরিচালনা করেছিল তারা প্রায় সবাই এইভাবে সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ-লেনিন-বাদকে গ্রহণ করেছিল। আমরা এটা ভালোভাবেই জানতাম যে বিপ্লবের শক্তি তার ঐক্যের মধ্যে নিহিত ; এই জন্যই প্রাথমিক স্তরে বিভেদপন্থী প্রবণতা ও কমিউনিস্ট-বিরোধী ধারণাগুলোর বিরুদ্ধে সুসঙ্গত লড়াই চালাতে হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম চালাবার জন্য এইসব বিভেদপন্থী প্রবণতা, কমিউনিজম-বিরোধিতা বা কমিউনিজম সম্পর্কে ভীতিকে ব্যবহার করে।

কিন্তু বিষয়টা হল যে আমরা ২৬শে জুলাই আন্দোলনের নেতারা ছিলাম মার্কসবাদী, আমরা পি এস পি-র সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতাম এবং তাদের সদস্যদের সাথে অনুরূপ মতামত পোষণ করতাম। এর ফলে, ঐক্যের মতাদর্শগত ভিত্তি সৃষ্টি হয়। বিপ্লবী পরিষদের নেতৃত্বও ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল ; তাদের অবস্থান ছিল সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি। ফলে,

এই তিনটি সংগঠন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ করত, যদিও অবশ্য এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম ছিল।

এর ফলে, আমাদের পরস্পরের কাছাকাছি আসতে সুবিধা হয়েছিল কিন্তু আমি মনে করি যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে যে আমরা কোনো আত্মকেন্দ্রিক অবস্থান নিই নি। আমরা এটা ভালোমতো জানতাম যে প্রতিটি শক্তির অবস্থান ও প্রভাব নির্বিশেষে সমস্ত শক্তির ঐক্যই হচ্ছে বিপ্লবের অপরাজেয়তার শর্ত।

এ ছাড়াও, আমরা আরেকটি প্রশ্ন সম্পর্কে অত্যন্ত সর্তক ছিলাম। অনেক ছোট ছোট সংগঠন ছিল; কিন্তু ঐক্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া থেকে আমরা তাদের বাদ দিই নি; কারণ তারা বাতিস্তার বিরোধিতা করেছিল। আমরা তাদের আমাদের সাথে যোগ দিতে ও সাধারণ প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে সুযোগ দিয়েছিলাম। বিপ্লব বাতিস্তার বিরোধীদের মধ্যে কোনো বুর্জোয়া পার্টিকে নিষিদ্ধ করে নি, তাদের কাছে দরজা কখনো বন্ধ করে দেয় নি। মতাদর্শগত ও সামাজিক কারণেই তারা বিপ্লব থেকে সরে গিয়েছিল।

এর পরিণতি হিসেবে তিনটি সংগঠন—২৬শে জুলাই আন্দোলন, পি এস পি ও বিপ্লবী পরিষদ—ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আমরা দিন দিন উত্তরোত্তর আমাদের কাজের সমন্বয় সাধন করে একত্রে কাজ করেছিলাম। আমি মনে করি ২৬শে জুলাইয়ের আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, পি. এস. পি-নেতৃবৃন্দ ও বিপ্লবী পরিষদের নেতৃবৃন্দ এই ঐক্য অর্জনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল।

অবশ্য, এইসব সংগঠনের নিজস্ব সমস্যা ছিল, যা সমাধান করা যায় নি। প্রথমত, জনগণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার ও তাদের মধ্যে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়োজন ছিল। অবশ্য, অন্যান্য সংগঠনের মতো আমাদের আন্দোলন বিপর্যয়ের সমুখীন হয়েছিল। পি এস পি-র মধ্যে অবস্থাটা ছিল ভিন্ন এবং ঐ পার্টির অন্যান্য সমস্যাও ছিল। একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঐ পার্টির মধ্যে সংকীর্ণতাবাদের লক্ষণগুলো দেখা দিয়েছিল এবং এর ফলে, ঐক্য অর্জনের প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিপ্লব যত সমাজতন্ত্র ও মতাদর্শগত ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাথে একত্র হচ্ছিল, সংকীর্ণতাবাদ ততই আস্থার আবহাওয়া সৃষ্টির পথে বাধা দিচ্ছিল। এই প্রক্রিয়া ছিল একটা নির্দিষ্ট নীতি ও নির্দিষ্ট প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। এইসব

প্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত সংকীর্ণতা-বাদ পরাজিত হয়।

প্রঃ কমরেড কাস্ত্রো, আপনাদের জনগণের প্রভূত প্রচেষ্টা ও বিপ্লবের সাফল্যের আলোতে, আপনি কীভাবে কিউবায় সমাজতন্ত্র গঠনের বর্তমান স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করবেন?

উঃ এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কিউবায় আমরা এখনও উন্নত সমাজতন্ত্রের কথা বলতে পারি না। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের জনগণ অত্যন্ত উচ্চমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অর্জন করেছে এবং তাদের অধিকাংশ সচেতনভাবে, দৃঢ়ভাবে ও উৎসাহের সাথে সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করে।

কিউবার বিপ্লব একটা জীবন-মরণের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল এবং এটা বলা যায় যে প্রথম দশ বছরে প্রধান কাজ ছিল আমাদের বিপ্লবী সাফল্য-গুলো রক্ষা করা। অবশ্য সেই সময়ও কিছু কিছু সামাজিক রূপান্তরের কাজ করা হয়েছে এবং সর্বোপরি, সংস্কৃতি, মতাদর্শ, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আমি অবশ্যই বলব যে অর্থনীতিতে খুব দ্রুত আমরা এগোতে পারি না। আমাদের বিপ্লবীদের অনভিজ্ঞতা ও আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটা পশ্চাৎপদ দেশে হয়েছে, এইসব ঘটনার ফলে যে-জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকেই এই বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

দ্বিতীয় দশকে বিপ্লব যখন সংহত হয়, তখন অভিজ্ঞতার অভাব থাকা সত্ত্বেও যেসব ভুল সাধারণত বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে, সেইসব ভুল ঘটা সত্ত্বেও, প্রতিটি ক্ষেত্রে, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে আমরা প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছি। আমরাও অনুরূপ স্তরের মধ্যে গিয়েছিলাম এবং বিশ্বাস করতাম যে আমরা অন্যান্যদের চেয়ে প্রতিটি কাজই অনেক ভালো ও ভিন্নভাবে করতে পারি। আমি এটা খোলাখুলিভাবেই বলছি যে আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যান্য বিপ্লবীদের কাছে শিক্ষাপ্রদ হতে পারে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাকে কোনোক্রমেই ছোট করে দেখা উচিত নয়, যদিও বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় সৃজনশীলতা এক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ব-পূর্ণ উপাদান। এসব সত্ত্বেও আমাদের বিনয় থাকা উচিত এবং এটা বিপ্লবী-দের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে বিপ্লবী বিনয় না থাকলে যথেষ্ট সৃজনশীল হওয়া যায় না ও বিচার বিবেচনারও অভাব ঘটবে। যদি কোনো বিপ্লবী অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে তার দম্ভেরই পরিচয় দেয়।

আমি মনে করি যে কিউবা, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে বিপ্লবী অভিজ্ঞতার এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আমি নিশ্চিত যে বিপ্লবী পথে অগ্রসরমান অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা তাদের জানাবার ও বিশেষ করে প্রথম বছরগুলোতে আমাদের ব্যর্থতা ও ভ্রান্তি ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাব। আমরা কখনো সে-সব গোপন রাখি নি।

গত দশ বছরে আমাদের দেশে অত্যন্ত দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছে; এই অগ্রগতি অত্যন্ত লক্ষণীয়। সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সামাজিক, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শুধুমাত্র আগামী ৫/১০ বছরেরই নয়, আগামী ২০ বছরেও আরো দ্রুত অগ্রগতি অর্জনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম কয়েক বছরে আমাদের কার্যত কোনো বাৎসরিক পরিকল্পনা ছিল না। আমরা এখন ১৯৮১-৮৫ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের পরিকল্পনা ও ১৯৮১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করছি। বর্তমানে আমাদের বিশ্বাস অনেক বেশি। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসম্পন্ন অনেক কর্মী আমাদের আছে, যারা দায়িত্বের সাথে তাদের কর্তব্য পালন করে।

অবশ্য, অর্থনৈতিক বিকাশের পরিকল্পনার সাহায্যে ও সমস্ত সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করে সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

যেসব অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ দেশ সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে নেমেছে, সে-সব দেশে প্রধান বাধা কী কী? তা হচ্ছে এই যে, সম্পদের যথেষ্ট অভাব ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে তাদের শুরু করতে হয়; দুটি প্রধান সমস্যা অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সমস্যা তাদের সমাধান করতে হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো যেসব পদ্ধতির আশ্রয় নেয় ও মার্কস ও এঙ্গেলস ইংল্যণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করার সময় যে সব পদ্ধতির কথা বলেছেন, এইসব দেশ সেইসব পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে না। এইসব দেশ কীভাবে পুঁজিবাদী স্তরে এসে পৌঁছাল, কীভাবে তারা পুঁজি সঞ্চয় করল? উপনিবেশের জনগণকে লুণ্ঠন করে ও শোষণ করে এবং পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে তারা এই সঞ্চয় করেছে। কোনো অবস্থাতেই কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ এই ধরনের

পদ্ধতি অনুসরণ করে না ; সমাজতান্ত্রিক দেশ কোনো শ্রমিককে দিয়ে দিনে ১৫ ঘণ্টা কাজ করাতে পারে না ; শিশুদের শোষণ করে না। বিপরীতপক্ষে, শিশুদের জন্য স্কুল তৈরি, তাদের জন্য ভাবনা-চিন্তা করা ও তাদের শিক্ষা দিতে সমাজতন্ত্রকে উদ্যোগ নিতে হয়। সমাজতন্ত্র নারীদের শোষণ করে না ; এখানে কোনো দাস নেই ; এর কোনো উপনিবেশ নেই এবং কোনো উপনিবেশকে এ লুণ্ঠন করে না। সমাজতান্ত্রিক দেশ যদি দরিদ্রও হয়, তার যদি অর্থনৈতিক সম্পদের অভাবও থাকে, এখানে এমনভাবে সমাজ-বিকাশের সমস্যাগুলো সমাধান করা হয়, যার ফলে সেখানে কোনো বেকারি, কোনো বেশ্যাবৃত্তি ও কোন নিরক্ষরতা থাকে না। এখানে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যাতে কোনো অসুস্থ বা বৃদ্ধ মানুষ কোনো নিরাপত্তা, পেনশন বা অন্য কোনো সাহায্য ছাড়া না-থাকে। সংক্ষেপে, মানবিক দিক থেকে সমাজতন্ত্র সামাজিক সমস্যা সমাধান করে, এবং সম্পদ সঞ্চয় করে ও অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে তা বিনিয়োগ করে। এটা নিশ্চিতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ।

আমি বলব যে উন্নয়নশীল দেশগুলো, যারা সমাজতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করছে, তারা কিভাবে তাদের সমস্যা সমাধান করে, এই প্রশ্নের আরো ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই অর্থে পশ্চিম গোলার্ধে কিউবা হচ্ছে সংবাদের প্রাথমিক উৎস, কারণ অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে এবং যেসব বাধা সৃষ্টি হচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা সচেতন ; আমরা বাস্তবে এইসব সমস্যা সমাধান করছি ; এবং এর জন্য প্রচুর প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় সমগ্র জনগণের কাজ, অনুশীলন ও কাজের সমন্বয় সাধন ও আন্তর্জাতিক সমর্থন। কিউবা সবসময় সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো, প্রধানত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এই সমর্থন পেয়ে আসছে।

বলা যেতে পারে যে কিউবা বর্তমানে দ্রুত অর্থনৈতিক ও সন্তোষজনক সামাজিক বিকাশের স্তরে রয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে এই উদাহরণ দেওয়া যাক। আখ উৎপাদনের যান্ত্রিকীকরণ এক কঠিন ও জটিল সমস্যা। এটা এত জটিল যে ১৮৭০ সালে আমাদের আখ কাটার কাজে ৩৫০·০০০ মানুষ লাগাতে হয়েছিল। বর্তমানে আমরা ১৩০·০০০ জনকে ব্যবহার করছি, অর্থাৎ আমরা ২২০·০০০ মানুষকে এই কাজ থেকে মুক্ত করেছি। আমরা ফসল কাটা ও আখ বোঝাইয়ের ৫০ শতাংশ যান্ত্রিকীকরণ করতে পেরেছি। আমি মনে করি যে এটা একটা বিরাট সাফল্য, কারণ বিপ্লব যখন জয়যুক্ত হল তখন আখ কাটার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো যন্ত্র ছিল না। ক্রমশ এই যন্ত্রের

পরিকল্পনা তৈরির ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, কারণ আমরা কোনো যন্ত্র কিনতে পারিনি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে নিজেদের যন্ত্র তৈরি করতে হয়েছে। বর্তমানে আমাদের ফসল তোলার যন্ত্র তৈরির কারখানা আছে এবং যে-সব সমস্যা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশকে বন্ধ করে দিয়েছিল সেইসব সমস্যার অন্যতম সমস্যা আমরা সমাধান করেছি।

এখন আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তুলনা করতে চাই। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিবিদ্যার মান অত্যন্ত উঁচু; কিন্তু আমাদের নিরক্ষরতার কোনো সমস্যা নেই; কোনো নিরক্ষর নেই; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিরক্ষর আছে; আমাদের কোনো আধা-নিরক্ষর নেই; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে। অর্থাৎ কোনো কোনো শিক্ষাসূচকের দিন থেকে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছি। লাতিন আমেরিকার কোনো দেশকেই কিউবার সাথে তুলনা করা যায় না। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কের সূচকের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। আমেরিকা মহাদেশে এই সূচক শীর্ষস্থানে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং লক্ষ লক্ষ লোক এই ব্যয় বহন করতে পারে না। আমাদের দেশে, সমগ্র জনগণের জন্যে ব্যবস্থা আছে চিকিৎসার। লাতিন অমেরিকার অন্যান্য দেশের সাথে কিউবাকে তুলনা করলে দেখা যায় যে আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত কম: প্রতি ১,০০০-এর মধ্যে ২৫ জনেরও কম শিশু জন্মের প্রথম বছরে মারা যায়। ম্যালেরিয়া, টাইফাস, টি, বি ও পোলিও-র মতো রোগ আমরা নির্মূল করেছি। টিটেনাস ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ করার জন্য আমরা এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। বিপ্লবের ঠিক পরেই, আমাদের দেশে ৬,০০০ ডাক্তার ছিল এবং তারা প্রায় সবাই শহরে থাকত। ৩,০০০ ডাক্তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের ১৪,০০০ ডাক্তার আছে। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে জনসংখ্যার প্রতি ৮০০ র জন্য ১ জন করে ডাক্তার আছে এবং তাদের চিকিৎসার মান অত্যন্ত উন্নত। ১,০০০-এর বেশি ডাক্তার বাইরে কাজ করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগ ১২,০০০ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়। প্রতি প্রদেশে আমরা উচ্চতর মেডিকেল স্কুল স্থাপন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এবং যেসব কেন্দ্রে বছরে ৩,৫০০ থেকে ৪,০০০ ব্যক্তি ভর্তি হয়।

সংস্কৃতির ক্ষেত্র যদি ধরা যায়, যা অনেক বেশি উন্নত, তাহলে বলা যায় যে উন্নতির গতি যথেষ্ট উন্নত। প্রতিটি প্রদেশে পেশাদারী ও অপেশাদারী কলাভবন নির্মাণ করার কর্মসূচী আমাদের আছে। আমাদের চলচ্চিত্র

বিজ্ঞানও যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। কিউবার ব্যালে সারা পৃথিবী জুড়ে পরিচিত, উৎকৃষ্টদের মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি এর ত্রিশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে।

খেলাধূলা সম্পর্কে কিউবা এক ক্রীড়া শক্তিতে পরিণত হয়েছে; কিউবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এ-ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা ছাড়িয়ে যাচ্ছি। কিউবার এ্যাথলীট্‌রা প্যান আমেরিকান ও অলিম্পিক ক্রীড়ায় তাদের ফলাফল ক্রমাগত উন্নত করে চলেছে। কিউবায় খেলাধূলা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের বহু খেলাধূলা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং কার্যত প্রতিটি প্রদেশে শরীরচর্চার জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

প্রঃ আপনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রচারের কথা বলেছেন। আমরা মনে করি যে এটা প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের সাথে জড়িত ও বর্তমান বিপ্লবী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আছে। এ-ব্যাপারেই বা আপনার মত কী?

উঃ এটা এক মৌলিক প্রশ্ন। আমরা প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করি। এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তি। আমি মনে করি না যে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিগুলো পরিত্যাগ করা সঠিক। আমি মনে করি যে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের, সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং বলা যেতে পারে যে এটা বিপ্লবীদের সবচেয়ে মহৎ গুণ।

মার্কস ও এঙ্গেলস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে বিপ্লবের বিজয়ের একমাত্র শর্ত সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের ঐক্যের মধ্যে নিহিত, এই জন্যই তাঁরা এই কথা দিয়ে তাঁদের **কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার** শেষ করেছেন: "দুনিয়ার শ্রমিক এক হও!" আমাদের চেয়ে কেউই এই সত্য সম্পর্কে বেশি অবগত নয়।

আমরা যখন বিপ্লব করছিলাম, তখন কারা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল? সাম্রাজ্যবাদ, সর্বপ্রথম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কিউবার বিরুদ্ধে অবরোধ গড়ে তুলতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে কে সহায়তা করেছিল? সারা বিশ্বের ভূস্বামীবর্গ, সারা বিশ্বের বুর্জোয়ারা, সারা বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীলেরা। অন্য কথায়, মার্কিন প্রতিবন্ধকতা সেই পরিমাণে তীব্র হয়েছিল, যে-পরিমাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবাকে অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার ক্ষেত্রে বহু বুর্জোয়া সরকারকে জড়াতে পেরেছিল।

আর কারা আমাদের সমর্থন করেছিল ? সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী, বিশ্বের শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রসমূহ।

কেউ কি বলতে পারে যে এই সাহায্য ছাড়া কিউবার বিপ্লব মার্কিন অবরোধ ও মার্কিন বিরোধিতা কাটিয়ে উঠতে পারত। আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য কোথা থেকে আমরা অস্ত্রশস্ত্র পেতাম ? বিশ্বের কোনে পুঁজিবাদী দেশই কিউবাকে অস্ত্র বিক্রি করত না। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোই আমাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছে এবং ঋণ দিয়েছে ; একটা সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিনামূল্যে এই সব অস্ত্র সরবরাহ করেছে।

সেই পরিস্থিতির কথা ধরা যাক, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবাকে জ্বালানি সরবরাহ করা বন্ধ করেছিল। কোন পুঁজিবাদী দেশ, কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই চাপকে সহ্য করতে পারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতিকে অগ্রাহ্য করে কাজ করতে পারত ? তখন এই জ্বালানি একমাত্র একটি দেশ থেকে, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আসত। এবং কোন রাষ্ট্র আমাদের চিনি কিনেছিল ? কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোই তাদের বাজার আমাদের দিয়েছিল ; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের কাছ থেকে তাদের বাজার বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নিজেরাই প্রচুর চিনি উৎপাদন করে, তারা তাদের চিনি শিল্প বিকাশের জন্য যে-পরিকল্পনা করেছিল, সেসব পরিকল্পনা পরিবর্তন করে এবং তাদের অর্থনীতিতে আমাদের স্থান দেয়। কোন কোন দেশ আমাদের খাদ্য ও যন্ত্রপাতি বিক্রি করেছিল ? শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো, প্রধানত সোভিয়েত ইউনিয়ন।

আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাদের বলতে পারি যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংহতি ছাড়া কিউবার বিপ্লব টিকে থাকতে পারত না। আমি এটা বলছি কারণ আমি সব ঘটনা জানি এবং পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই আমি একথা বলছি ; আমাদের বিপ্লবের ২০ বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেই আমার একথা বলার অধিকার জন্মেছে। এই সব অভিজ্ঞতা এত গভীরভাবে আমি অর্জন করেছি যে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ ছাড়া আমাদের বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারত না। আমি মনে করি না যে এই যুক্তি খণ্ডন করা যায়। আমি আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি ; এ্যাঙ্গোলার আন্তর্জাতিক সংহতি ছাড়া এ্যাঙ্গোলার বিপ্লব দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যেত। আমি আপনাদের আরেকটি উদাহরণ

P36244

দিতে পারি : ইথিওপিয়া প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ ইথিওপিয়ার বিপ্লবকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিত ও ধ্বংস করে ফেলত। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ ছাড়া ভিয়েতনামীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতে পারত না।

এরকম বহু উদাহরণ আছে।

ফলে, এমন কোনো দেশ নেই যে আন্তর্জাতিক সমর্থন ছাড়া বিপ্লব করতে পারে; কারণ কোনো না কোনো সময় প্রত্যেকেরই এই সমর্থনের প্রয়োজন হয়। চীনেরও প্রয়োজন হয়েছিল। চীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছে ; যেমন স্বাধীনতার যুদ্ধে অস্ত্র ও বিপ্লবের প্রথম বছরগুলোতে শিল্পের ভিত্তি তৈরি করার জন্য ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন সাহায্য পেয়েছে ; আমি নিশ্চিতে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন না-থাকলে সাম্রাজ্যবাদীরা বিপ্লবের প্রথম বছরগুলোতে চীনের বিরুদ্ধে আগ্রাসন আরো বাড়িয়ে যেত।

আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রকাশ নানাভাবে ঘটতে পারে। যখন কোনো কমিউনিস্ট পার্টি নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয় ; যখন তাদের সদস্যদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, লুণ্ঠিত ও নিহত হয়, তখন আন্তর্জাতিক সংহতির প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় এই ধরনের কার্যকলাপের অবসান ঘটাবার জন্য এবং বন্দীদের মুক্তি অর্জন করার জন্য, তাদের দেশে একটা ন্যায়সম্মত ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করার জন্য বিশ্বের জনমত সংগঠিত করা। যখন কোনো দেশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়, তখন অন্য ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, যেমন হয়েছিল কিউবায়, এ্যাঙ্গোলা, ইথিওপিয়া ও ভিয়েতনামে। এই ক্ষেত্রে সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য বেছে নেওয়া হয়, যাতে আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। প্রযুক্তিগতভাবে পশ্চাৎপদদেশে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে এই সব দেশকে সাহায্য করা প্রয়োজন হয়, যেমন আমরা করছি ; কারণ আমাদের দেশ যথেষ্ট আন্তর্জাতিক সাহায্য লাভ করছে, এই ঘটনা সত্ত্বেও, আমরা আমাদের তরফ থেকে অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করি, কারণ তাদের বৈষয়িক ও সামাজিক অবস্থা তত ভালো নয়।

আমি মনে করি যে আমাদের জনগণের আন্তর্জাতিক চেতনা বিকশিত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদকে কার্যকর করা।

সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে কিউবা যে কোনো ধরনের জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে এমন কি সমাজতন্ত্রের আমলেও জাত্যাভিমানের বিপদ বাতিল করা যায় না। কেন এটা হয়, তা আমি ব্যাখ্যা করব। এই বিপদ বাতিল করা যায় না এই কারণে যে সমাজতন্ত্র জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করার প্রকৃত সুযোগ সৃষ্টি করে; জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করার প্রথম সুযোগ দেয়। আমাদের প্রয়োজন প্রচুর; আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদা বিরাট ও আমাদের সম্পদ সীমিত।

আমাদের দেশের কাছে, সমাজতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে যে উন্নয়নশীল কৃষি ও শিক্ষাকে প্রথম সুযোগ দিতে হবে, স্কুল, হাসপাতাল, নার্সারি স্কুল, খেলাধূলার সুবিধা ও রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এইসব ক্ষেত্রে আমাদের সম্ভাব্য সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। যদিও সমাজতন্ত্র হচ্ছে যুক্তিগতভাবে কাজ করার ও উৎসাহের সাথে নিজের দেশকে বিকশিত করার প্রথম সুযোগ, তথাপি উদীয়মান জাত্যাভিমানের কিছু কিছু প্রবণতার বিরুদ্ধে এ কোনো গ্যারান্টি সৃষ্টি করে না।

আমরা এ বিষয়ে সচেতন। এই জন্যই আমরা মনে করি যে এইসব সুযোগ লাভ করে ও এইসব বিপদ অগ্রাহ্য করে আমাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে দৃঢ় আন্তর্জাতিকতাবাদী হতে হবে। যাই হোক, কিউবায় এমন সব অঞ্চল আছে যেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, কিন্তু তথাপি আমরা জামাইকা ও ও তাঞ্জানিয়ায় স্কুল তৈরি করছি। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও আমাদের হাসপাতালের অভাব আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ভিয়েতনামে হাসপাতাল নির্মাণ করছি। কিউবায় এখনও রাস্তাঘাটের অভাব আছে; এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে আদৌ কোনো রাস্তাঘাট নেই। কিন্তু তথাপি আমরা গিনি ও ভিয়েতনামে রাস্তা ও বড় বড় সড়ক নির্মাণ করে দিচ্ছি।

বিষয়টা হচ্ছে এই যে, সারা পৃথিবী জুড়ে এখনো জাত্যাভিমানের লক্ষণ দেখা যায়। অধিকন্তু, পৃথিবীতে জাত্যাভিমান এখনো অনেক শক্তিশালী, এবং আমি মনে করি যে আমরা, বিপ্লবীরা অবশ্যই আন্তর্জাতিকতাবাদী মানসিকতা পালন করব।

প্রঃ কমরেড কাস্ত্রো, চীনকে জাত্যাভিমানের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, বা চীন কি এর চেয়েও আরো বেশি?

উঃ অবশ্যই। প্রধান ঘটনা হচ্ছে যে চীনে প্রতিটি ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী,

প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। বিপ্লবী নীতিগুলোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে এবং প্রকাশ্যে সাম্রাজ্যবাদও বিশ্ব-প্রতিক্রিয়ার সাথে সহযোগিতা বেড়ে চলছে।

এই নীতি বহু উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে : তত্ত্ব সম্পর্কে এক সংকীর্ণ ও পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে জাত্যভিমানী মানসিকতা আমি চীনের জনগণের জাতীয় অহংবোধ সম্পর্কে বলছি না, কারণ চীনারা হচ্ছে এমন এক জাতি যাদের মধ্যে বিপ্লবী গুণ আছে, এরা হচ্ছে পরিশ্রমী ও উৎসর্গীকৃত জনগণ। আমি চীনা নেতৃত্বের কথা বলছি, যারা জাত্যভিমানী ও বৃহৎ শক্তিসুলভ ধ্যান-ধারণা পোষণ করে; এই নেতৃত্ব নির্লজ্জের মতো ধ্যান-ধারণা ছড়ায়। এই নেতৃত্বের মধ্যে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী প্রবণতা বর্তমানে প্রবল। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বামপন্থী সুবিধাবাদ শক্তিশালী ছিল; কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ প্রবল। এইসব ঘটনা অবশ্যই চীনের জনগণের মধ্যে, চীনের বিপ্লবীদের মধ্যে এক নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। চীন এখন বিচ্ছিন্ন; বিপ্লবী শিবিরে তার কোনো মিত্র নেই। চীন এখন নাটোর সাথে সাথে, সারা বিশ্বের রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলোর সাথে, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদী চিলির ফ্যাসিস্ত, তৃতীয় দুনিয়ার নয়া-ঔপনিবেশিক সরকার, দক্ষিণপন্থী ও অন্যান্য সুবিধাবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে।

চীন পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে চলে গিয়েছে। কোনো না-কোনো সময় চীনের জনগণ অবশ্যই এ-সম্পর্কে সচেতন হবে। তারা বুঝতে পারবে যে এই পথ তাদের কোথায় নিয়ে চলেছে, কারণ ইতিহাসের গতি পাল্টে দেওয়া সোজা নয় এবং অস্বাভাবিক ও অসম্ভব পরিস্থিতি বজায় রাখা ও সম্পূর্ণভাবে জনগণের স্বার্থ-বিরোধী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা অসম্ভব।

ইতিহাস প্রমাণ করে যে কিছুকাল এই ধরনের নীতি চালানো যায়, কিন্তু এর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

প্রঃ বিপ্লবের বিংশতিতম বার্ষিকীর প্রারম্ভে কিউবার জনগণের প্রধান প্রধান আশা-আকাঙ্ক্ষা কী?

উঃ বর্তমানে জনগণের ক্ষমতা অর্জিত ও সংহত হওয়ার পর, আমরা আরো বেশি জটিল কাজের সম্মুখীন হয়েছি। আমি বলতে চাই যে এই কাজ আগের চেয়েও অনেক বেশি জটিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কয়েক দশকে আমাদের যা-অর্জন করতে হয়েছে, তা উন্নত পুঁজিবাদী দেশকে দুই বা তিন শতাব্দী ধরে অর্জন করতে হয়েছে।

বৃটেনে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের লেনিনবাদী ও আন্তর্জাতিক দিক

বার্ট রামেলসন
গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি
ডাব্লু-এম-আর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

সমাজতান্ত্রিক বৃটেন কায়েম করার সংগ্রামের সম্ভাবনাগুলো বিবেচনা কালে, একদিকে দেশে সমাজতন্ত্রের কয়েকটি বৈষয়িক পূর্বশর্তের পরিপক্কতা ও অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্তগুলির অভাব বা অন্ততপক্ষে সেগুলোর স্বল্পতা—এই দুয়ের প্রকট বৈপরীত্যের কথা খেয়াল রাখা উচিত। বৃটেন এমন একটি দেশ যেটি বহুকাল আগেই রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্তরে প্রবেশ করেছে। এটাই হচ্ছে "সমাজতন্ত্রের একটি পুরোপুরি বৈষয়িক প্রস্তুতি, সমাজতন্ত্রের দোরগোড়া" (ভি. আই. লেনিন—**কালেক্টেড ওয়ার্কস**, ২৫শ খণ্ড, ৩৫৯ পৃঃ)। কিন্তু বৃটেনে একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার গড়ার রাজনৈতিক অবস্থা এখন বিরাজ করছে না; সেটা অর্জন করতে হবে।*

বৃটেনের পক্ষে এটা অভিনব কিছু নয়। যে-সব দেশে সমাজতন্ত্র সূচিত হয়েছে সে-সব দেশগুলোর চেয়ে সমাজতন্ত্র অর্জনের বস্তুগত ক্ষমতা যে দেশগুলোতে অনেক বেশি ছিল সেখানে কিন্তু পুঁজিতন্ত্র ভেঙে পড়ে নি। আর এ তো ঘটনা। বিগত ২৫ বছরে কোনো উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় নি। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া তার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য নতুন নতুন উপায় খুঁজছে, বের করছে এবং সেগুলোকে সাংগঠনিক রূপ দিচ্ছে। এ একটা বিপজ্জনক প্রতিকূলতা, এ প্রতিকূলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। আর এই সব দেশে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া যে অসুবিধাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে এটা তার একটা বড় কারণ।

এই ধরনের তথ্যাদি এই দৃষ্টিভঙ্গি চালু করতে সাহায্য করেছে যে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো ধীরে পা ফেলে ফেলে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় উপনীত হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পশ্চাৎপদতা, অনগ্রসর পুঁজিবাদের যোগ আছে বলে

---

* **সমাজতন্ত্রের বৃটিশ পথ**। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী। লণ্ডন, ১৯৭৮, পৃঃ ৩৭।

দেখানো হয়। যুদ্ধোত্তর "দীর্ঘকালীন তেজী" অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কতিপয় 'বাম তাত্ত্বিক' (যেমন মার্কুইস) যুক্তি দেখালেন যে উন্নত দেশগুলোর প্রলেতারীয়রা সেই বৈপ্লবিক শক্তির প্রতিভূ নয় যাদের পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের রূপান্তর সাধনে মূল ভূমিকা পালন করার কথা। আমাদের বক্তৃতা দিয়ে জানানো হল, নতুন বিপ্লবী অগ্রণী বাহিনী গঠিত হবে সাম্রাজ্যবাদের দূর সীমানায় পড়ে থাকা অত্যাচারিত ও অসুবিধাগ্রস্ত মানুষদের নিয়ে, এদের সঙ্গে যুক্ত হবে পুঁজিবাদের শিকার—বড় বড় শহরের বস্তিবাসী শ্রেণীচ্যুত মানুষের দল। সাম্রাজ্যবাদের প্রান্তদেশে সাফল্যের পরই কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কেন্দ্রে পথ করে নেবে। এ থেকে এই ভুল ধারণা গড়ে ওঠে যে শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নিষ্ক্রিয় গ্রাহক হবে এবং এই বিপ্লব পুরোন ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে সূচিত হওয়ার পর উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে আমদানি হয়েছে।

সত্তরের দশকের সংকট ও অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশে শ্রেণী সংগ্রামের জোয়ারে বহুলাংশে এইসব 'তত্ত্ব' চুরমার হয়ে গেছে। বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া ও পুঁজিবাদী উৎপাদনী শক্তিগুলোর স্তরের মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ে একটা ভ্রান্ত ও যান্ত্রিক ধারণা কিয়দংশে 'এই তত্ত্বগুলোর' ভিত্তি ছিল।*

সম্প্রতিকালে, বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে এবং কিছু উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী ও শাসকশ্রেণীর মধ্যে শক্তির ভারসাম্যের যথেষ্ট বদল হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যায় বেড়েছে এবং কিছু দেশে তাদের শ্রেণী ও সমাজতান্ত্রিক চেতনার স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে এ ঘটনা বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে বিকশিত করার আরো অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

---

* মার্কসবাদীরা বহুদিন আগেই এসব যুক্তির দুর্বলতা উদ্ঘাটন করেছেন। তাই যখন বুখারিন তাঁর **ক্রান্তিকালের অর্থনীতি** গ্রন্থে লিখলেন, যে গতিতে বিপ্লব অগ্রসর হয় তা পুঁজিবাদী সম্পর্কের পরিপক্কতার বিপরীত দিক থেকে সমানুপাতিক। লেনিন এই সুস্পষ্ট বিবৃতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মন্তব্য করেন, এই বিবৃতির মধ্যে 'বিপদের সম্ভাবনা' রয়েছে এবং তিনি আরো অনেক সতর্ক উপস্থাপনার, যথা 'প্রত্যক্ষ আনুপাতিক নয়' প্রভৃতি, পরামর্শ দিলেন অর্থাৎ তা গুণগতভাবে পৃথক ধারণা (লেনিনস্কি সবোরনিক্, ১১, পৃঃ ৩৮৯) এবং ইতিহাস এই সতর্কবাণীর যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেছে।

এই প্রবন্ধের প্রধানত উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি উন্নত পুঁজিবাদী দেশ বৃটেনের সমস্যার, এক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রে অগ্রসর হওয়ার, আন্তর্জাতিক দিক বিচার করা। বিশেষভাবে এই সমস্যাগুলো পরীক্ষা করা হবে: সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যেকার কোনো বিশেষ দেশের ভূমিকা থেকে উদ্ভূত পুঁজিবাদের পরাজয়ের পথের বাধাগুলোর প্রভাব; পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কের 'একীকরণ' প্রবণতাগুলোর বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব: দাঁতাতের পরিবেশে উন্নত দেশে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের নতুন সম্ভাবনাগুলো।

আমার মতে বৃটেনের কমিউনিস্টদের কাছেই শুধু নয়, অন্যান্য আরো কয়েকটি দেশের কমিউনিস্টদের কাছেও এই সমস্যাগুলোর তাৎপর্য আছে। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সম্ভাবনাগুলো, যা অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও শ্রেণীশক্তিগুলোর বিন্যাস থেকে পাওয়া যায়, এমন এক সমস্যা যার জন্য বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন এবং তা এই প্রবন্ধের এক্তিয়ারের বাইরে।

বিপ্লবের গোড়ার দিককার বাধাবিঘ্ন

সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর বিশেষ স্থান আছে। তাদের হাতে বিপুল পরিমাণ—অর্থনৈতিক, আর্থিক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী, সামরিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত আছে। এই ক্ষমতা শুধুমাত্র জাতীয় সীমানার মধ্যে শক্তির বনিয়াদ গড়ে তোলে না, সমগ্র বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষায় তা একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। যেহেতু স্বল্প-উন্নত দেশগুলোতে জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন এবং জনগণকে শোষণ সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রগুলোতে পুঁজির শোষণ দৃঢ় করতে সাহায্য করে, তাই সাম্রাজ্যবাদের শোষণকবলিত জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশের মুক্তির বৃহত্তর বিশ্বব্যাপী কর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে উন্নত দেশগুলোতে পুঁজিবাদের পরাজয়ের প্রশ্নটি।

বৃটেনের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তার সাম্রাজ্যবাদী অবস্থানের প্রাধান্য অতীতের ব্যাপার হলেও কয়েকটি অনুন্নত দেশকে তার শোষণের ক্ষমতা কোনোমতেই পুরোপুরি বিনষ্ট হয় নি। তার নিজস্ব অর্থনীতির ওপর এবং তার প্রধান একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেগুলো প্রায়শই বহুজাতিক) আন্তর্জাতিক অবস্থানের ওপর বৃটেনের পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের প্রভাব এখনও আছে।

১৯১৯ সালে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সামাজিক বিপ্লবের সম্ভাবনা বিবেচনা করে লেনিন ১৯১৯ সালে লেখেন: "এটা সুস্পষ্ট যে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর প্রলেতারীয়দের দ্বারাই কেবল চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হতে পারে এবং আমরা রুশীরা সেই কাজ শুরু করেছি যা বৃটিশ, ফরাসি ও জার্মান প্রলেতারীয়রা শক্তিশালী করবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে সমস্ত শোষিত ঔপনিবেশিক দেশের শ্রমজীবী জনগণের সাহায্য ছাড়া তারা বিজয়ী হবে না।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩০শ খণ্ড, ১৬০-১৬২ পৃঃ।)

অবশ্য লেনিনের এই ধারণা মারকুইস অ্যাণ্ড কোং-এর ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনার চেয়ে মূলত ভিন্ন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে সাহায্য করতে পারে ও করবে একথা বলা এবং উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অর্জনে প্রলেতারীয়কে যে-অবশ্যই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে তা অস্বীকার করা, যা অস্বীকার করার অর্থ লেনিনের বৈপ্লবিক শক্তিগুলোর মিথস্ক্রিয়া সংক্রান্ত ধারণার মর্মার্থ অস্বীকার করা—এ দুইয়ের যোজন দূরত্ব। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য বৃটেনের সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে সাহায্য করবে, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে এই বিপ্লব আমাদের শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের সংগ্রামের ফলেই হবে এবং তা কোনো দেশ থেকে আমদানি হবে না।

বিপ্লব-সম্পর্কে লেনিনীয় ধারণার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব সহকারে প্রণিধানযোগ্য। এটি চিরকালের মতো একটি উন্নত দেশের বিজয়ী বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক শর্তগুলো আগেভাগেই স্থির করে দেয় না। এই ধারণার পূর্বশর্ত হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ। কিন্তু একই সঙ্গে এটি তত্ত্বগতভাবে সেই দিক নির্ণয় করে দেয় যেদিকে ঐতিহাসিক অবস্থাগুলোর পরিবর্তন ঘটছে: সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সীমানা প্রসার, বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়ায় এর বিকাশ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুকূল সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে। ঔপনিবেশিকতা ভেঙে-পড়া ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশ যে-উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে পুঁজিবাদকে নির্মূল করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারে—তা এই লেনিনীয় ধারণা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে।

শক্তিশালী সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্মদাত্রী সফল অক্টোবর বিপ্লব বিপুল প্রভাব ফেলেছিল। বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদকে যথেষ্ট পরিমাণে দুর্বল করে এটি বিশ্বময় বিশাল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের দ্বার খুলে দিল; এটি বিশ্ব

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থানে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করল ; বিশ্বে প্রভুত্ব বিস্তারের ফ্যাসিবাদী প্রয়াসকে পরাজিত করতে সোভিয়েত জনগণ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছিল। আমাদের আজকের এই পৃথিবীকে রূপ দিতে অক্টোবর মহাবিপ্লব সাহায্য করেছিল। এই পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলো ধ্বংস হয়েছে, নয়া-ঔপনিবেশিকতাবাদ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্ব-শক্তিসমূহের ভারসাম্য বদল করে এটি দাঁতাত সুদৃঢ় করার ভিত্তিতে একটি বৈপ্লবিক রণনীতিকে অধিকতর সম্ভবপর ও সম্ভাবনাময় করে তুলেছে।

বৃটেন বিশ্ব-বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে লেনিননীয় ধারণার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। বৃটিশ মার্কসবাদীরা সর্বদাই মনে করে এসেছেন যে, বৃটেনে সমাজতন্ত্রের ভাগ্য তার উপনিবেশগুলির মুক্তির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। নতুন, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও তার ওপর নির্ভরশীল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জাগরণের ফলেই এবং শহরের প্রগতিশীল শক্তিগুলোর সংহতির কারণে এই ঐতিহাসিক কর্ম সম্পাদনের সম্ভাবনা ও সমাজতন্ত্রের বৃটিশ-পথ অনুযায়ী বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার রণনীতি বাস্তবায়িত হতে শুরু করে। পূর্বতন বিপুল সাম্রাজ্যের অধীন জাতিসমূহের ওপর থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসানকে বৃটিশ কমিউনিস্টরা পুঁজিবাদী শোষণ থেকে বৃটিশ জনগণের মুক্তির একটা পূর্বশর্ত বলে মনে করেছিলেন।

অন্যান্য উপাদানের মধ্যে যদি সবার আগে উপনিবেশ-মুক্তির প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয় এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের ওপর বৃটিশ শাসন, জবরদখল ও শোষণের অবসান ঘটে, তাহলে পরিস্থিতি আরো অনুকূল হবে ও আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে আরো এগোতে পারব। এ-ধরনের অবস্থাকে রূপ দেওয়ার সঙ্গে বৃটিশ সরকারের নয়া-ঔপনিবেশিক নীতিসমূহের বিরুদ্ধে ও জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতার পক্ষে আমাদের সংগ্রাম জড়িত রয়েছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সংহতিতে বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে তা আরো বেড়েছে, কারণ ওখানে বৃটিশ একচেটিয়ারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং তারাই বর্ণবিদ্বেষী প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের প্রধান খুঁটি। আমরা সদ্যস্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দেশগুলোকেও নিঃশর্ত সমর্থন দান করছি।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদীদের কৃত্রিমভাবে পরাজয় বিলম্বিত করার শক্তিশালী উৎস শুকিয়ে গেছে। বৃটিশ

ঔপনিবেশিক জাতিগুলোকে শোষণ করে বৃটিশ পুঁজিপতিরা যে-অতিমুনাফা করেছিল তার ফলে দীর্ঘকাল ধরে তাদের সুযোগসুবিধে দেওয়ার সামর্থ্য ও অবস্থা ছিল। ফলে বহু শ্রমিক ভাবতেন তাঁরা এই ব্যবস্থার মধ্যেই যথেষ্ট অগ্রগতি করতে পারেন। পুঁজিবাদের অবসানকে অল্প-স্বল্প সংস্কারের মধ্য দিয়ে অর্জনযোগ্য দূর লক্ষ্য বলে গণ্য করা হল। এটাই সংস্কারবাদের ভিত্তি, বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনে আজও এর প্রাধান্য আছে।

এ-ব্যাপারে কেউ কোনো সংশয় প্রকাশ করে নি যে পুঁজিবাদের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া স্তরে প্রধানত নতুন কৃৎকৌশল উদ্ভাবন ও ব্যবহারের ফলে সামাজিক উৎপাদনের দক্ষতা বেড়েছে, জঙ্গী সংগ্রামের মুখে পুঁজিপতিরা সামাজিক ক্ষেত্রে ও সেই সঙ্গে প্রকৃত মজুরির ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার আপেক্ষিক উন্নতি করতে সমর্থ হয়েছে। এর ফলে আপাতত সামাজিক অর্থনৈতিক অভ্যুত্থান পরিহার করা গিয়েছে, কিন্তু শাসকশ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা দানের ক্ষমতা বিরোধগুলো দূর করতে পারে নি ও পারে না। এই বিরোধগুলোই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত ভিত্তি। এর মধ্যে সবচেয়ে মূল বিরোধ হল—পুঁজি ও শ্রমের। শ্রমিকদের প্রত্যাশা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের জীবনযাত্রার মানের ধারাবাহিক ও অবিচল উন্নতির বাসনা তীব্রতর হয়েছে। এই দাবিগুলোর ভিত্তি হচ্ছে উৎপাদনী শক্তিগুলোর ক্ষমতা সম্পর্কে বাস্তব চেতনা। পুঁজিবাদের গভীরতর সাধারণ সংকটের পরিস্থিতিতে এই দাবিগুলো তারা মেটাতে পারছে না। এবং ফলে পুঁজিবাদের দূর করার উপলব্ধি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুত শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে ভর করে, তাদের কিছু সুযোগ-সুবিধা কেটে দিয়ে শাসক শ্রেণীগুলো পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল করার বৃথা চেষ্টা করছে।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় যে-ক্ষতি হয়েছে বৃটিশ পুঁজিবাদ দেশে তা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ঔপনিবেশিক যুদ্ধগুলোতে অংশ নিয়ে, নয়া-ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করে এবং তার বহুজাতিক সংস্থাগুলোর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে তারা তাদের পূর্বতন মর্যাদা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলো ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৃটেন আমেরিকার ছোট অংশীদারে পরিণত হয়েছে। এই সব নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে সে অস্ত্রের জন্য বহু অর্থ ঢেলেছে। দেশের পক্ষে এসবের পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ।

বিশ্ব-বাজারে স্বাভাবিক শর্তে বৃটেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অক্ষমতা

একটানা লেন-দেন ঘাটতি ডেকে এনেছে, পক্ষান্তরে যা অর্থনৈতিক প্রগতিকে কৃত্রিমভাবে রুদ্ধ করেছে; যুদ্ধোত্তরকালে প্রথম বিপুল বেকারত্ব এবং স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। জীবনযাত্রার মানের মোটামুটি ভালো উন্নতি যুদ্ধোত্তরকালের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তা মন্থর হয়ে এসেছে ও থেমে গেছে।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থার মধ্যে বৃটেনের বিশেষ ও সুবিধাভোগী অবস্থানজনিত বহু উপাদান বৃটিশ শ্রমিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু এখন সেই উপাদানগুলোর জোর তেমন নেই। অবশ্য এ কথাটা অনুধাবন না করলে ভুল হবে যে শ্রমিকশ্রেণী পুঁজি ও শ্রমের বিরোধ প্রশমিত রাখার সব ক্ষমতা কোনো মতেই হারায় নি। সমাজতন্ত্রের বৃটিশ পথে অনেক বড় বড় বাধা আছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন বাধা হচ্ছে, বহু বৃটিশ শ্রমিক এখনো তাদের মজ্জাগত সংস্কারবাদী ভাবাদর্শ পরিত্যাগ করে নি, তাঁরা এখনো বিশ্বাস করেন ধোঁয়াটে সমাজতান্ত্রিক ভাববৈশিষ্ট্যগুলো চাপিয়ে পুঁজিবাদকে কোনো প্রকারে সংস্কার করা যায়। বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশ সংগঠন ব্যাপকভাবে এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী। সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তি কাজে লাগাবার পথে এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো প্রধান বাধা।

এই কারণেই আমরা মনে করি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ভিত্তিক বৃটেনের একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর দল গ্রেট বৃটেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব জোরদার করা, গড়ে তোলা ও বৃদ্ধি করা একটি অপরিহার্য কর্তব্য। কেবলমাত্র অধিকতর শক্তিশালী ও বৃহত্তর কমিউনিস্ট পার্টিই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ভাবাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি বদল করতে, এই আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে জোট গড়ায় সাহায্য করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়। কমিউনিস্টরা জানে বৃটিশ পুঁজিবাদের সংকট যতই গভীর হোক কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে জনগণের অধিকাংশকে সমন্বিত করতে সক্ষম একটি বিপ্লবী শ্রেণী ও একটি পার্টির অস্তিত্বই দেশে বিপ্লব আনতে পারে।

"অতি-সাম্রাজ্যবাদ"-এর প্রবণতা মোকাবিলা করার নীতি

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সাম্প্রতিক কয়েক দশকে বিপ্লবের পথে নতুন নতুন বাধার সৃষ্টি হয়েছে। এই দেশগুলো—তাদের ক্ষমতাসীন চক্রগুলো

যে-সূত্রে বাঁধা আছে তা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। সুনির্দিষ্টভাবে এই ঘটনা থেকেই বাধাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে। পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়েছে। অতিকায় বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বৃদ্ধির সহযোগী হয়েছে আন্তঃরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক একীকরণের এক দৃঢ় প্রবণতা। সমরবাদ অভূতপূর্ব আকার ধারণ করেছে। তা রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও একচেটিয়াদের মন্ত্রণাকক্ষ ভেদ করে ঢুকে পড়েছে। আগ্রাসী সামরিক-রাজনৈতিক জোটগুলো গঠিত হয়েছে। তাদের অন্যতম লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদী চৌহদ্দির কোনো অংশে স্থিতাবস্থার পরিবর্তন ঠেকানো।

অবশ্য, এই সমস্ত 'একীকরণ' প্রবণতাগুলো সত্ত্বেও এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভুল হবে যে লেনিনের বিপ্লবের ধারণা ভুল ছিল এবং এই প্রবণতা সমস্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশকে বেষ্টন করে 'অতি সাম্রাজ্যবাদে' রূপান্তরিত হবে। পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ বা আন্তঃরাষ্ট্রচুক্তিগুলি পুঁজিবাদী বিকাশের অসমতা দূর করতে বা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে নানান প্রবণতার ইন্ধন নষ্ট করতে পারে না।

এই অসমতার একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে অন্যান্য রাষ্ট্রের, বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানি ও জাপানের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ আসছে। সেই সঙ্গে ই-ই-সি-র কাছ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুসংহত চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়াচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে তীব্রতর করার এবং অসম বিকাশের নিয়মকে জোরদার করার আরেকটি নতুন উপাদান বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বৃদ্ধি। বৃটেন এর একটা সুস্পষ্ট উদাহরণ। বৃটেনের পিছিয়ে-পড়া ও পুরোন শিল্পগুলো পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণের জন্য পুঁজি লগ্নির দারুন প্রয়োজন থাকলেও বৃটিশ বহুজাতিক সংস্থাগুলো পুঁজি নির্গমনের জন্য দায়ী। ফলে বৃটেন অর্থনৈতিক বিকাশে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের, পেছনে পড়ে আছে। এর ফল আগেই উল্লেখ করা হয়েছে : ইউরোপের সবচেয়ে কম অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার, সমস্ত অগ্রণী পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে শ্রমিক পিছু সবচেয়ে কম লগ্নির হার এবং সর্বনিম্ন উৎপাদন ক্ষমতার হার। বারোয়ারি বাজারে যোগদানের পর প্রক্রিয়া আরো ঘোরালো হয়েছে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক জোটের মধ্যে পুঁজি চলাচলে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ রোম চুক্তি বলে তিরোহিত হয়েছে, একচেটিয়াদের পোয়াবারো হয়েছে। ফলে বৃটেন ও তার ই-ই-সি মিত্রদের মধ্যে অভূতপূর্ব ঘাটতি এবং সেই সঙ্গে সাধারণভাবে তার জাতীয় অর্থনীতি ও বিশেষভাবে

জাতীয় সম্পদ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিপদ দেখা দিয়েছে। উত্তর সমুদ্রে তৈল নিষ্কাশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় ই-ই-সি দারুণভাবে নিজেকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

অবশ্য, আন্তঃরাষ্ট্রীয় অঞ্চলগুলো গঠিত হওয়া সত্ত্বেও আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী বিরোধগুলো উবে যায় নি। আমাদের কর্মসূচীতে বলা হয়েছে "সুগভীর পার্থক্যসমূহ পশ্চিম ইউরোপকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-ভাবে সংহত করার প্রচেষ্টাসমূহকে বাধাপ্রাপ্ত করেছে।"* ই-ই-সি-র অভিজ্ঞতায়ও দেখা গেছে, দুনিয়ার কথা বাদ দিলেও, এমন কি আঞ্চলিক ভিত্তিতে আজও 'অতি সাম্রাজ্যবাদ' সম্ভব নয়। পঞ্চাশ বছর আগে লেনিন যখন এই ধারণার বিরুদ্ধে বিতর্ক করেছিলেন তখনও সম্ভব ছিল না। (**কালেক্টেড ওয়ার্কস**. ২২শ খণ্ড, ২৮৫-২৯৭ পৃঃ।)

একই সঙ্গে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে সফল বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সূচিত করার তত্ত্ব কয়েক দশক আগে লেনিন ও অন্যান্য মার্কসবাদী সাম্রাজ্যবাদের অবস্থার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে বাতিল করে দেন (**কালেক্টেড ওয়ার্কস** ২১ খণ্ড ৩৩২- ৩৪৩ পৃঃ)। কেউ কেউ এখনো ঐ ধারণা আঁকড়ে আছে। চাই পুঁজির সংহত রূপের দ্রুত অগ্রগতি, বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক আন্তঃরাষ্ট্র বা অতি-রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটিকে আবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এ-প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া উচিত। সম্প্রতি বৃটেনে কিছু ট্রটস্কিপন্থী গোষ্ঠী একযোগে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার ফাঁকা দাবি জোরদার করেছে।

বিশেষভাবে আগে যেটা অসম্ভব মনে হত অর্থাৎ একাধিক উন্নত দেশে একযোগে বৈপ্লবিক অগ্রগতি—পরিস্থিতির বদল হওয়ায় তার কি বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দেয় নি? বা, এই অগ্রগতি যদি একযোগে না-ও হয়, ঐ অঞ্চলের সমস্ত বা অধিকাংশ উন্নত দেশে পুঁজিবাদের উপর্যুপরি পরাজয় একটা প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খল রচনা করতে পারে না? তথাকথিত 'ডোমিনো' তত্ত্বের একটা হেরফের মাত্র?

ঠিকই। এই ধরনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এ কথাটা বলা দরকার, আরো কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশে বৈপ্লবিক অগ্রগতির ফলে

---

* **সমাজতন্ত্রের বৃশটি পথ**, ১২ পৃঃ।

বৃটেনে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সূচিত হবে, আমাদের রণনীতি এই ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়।

কিছু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক জোট তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিছুটা গণতন্ত্র আনতে উদ্যোগী হতে পারে। কিন্তু আমাদের বিপ্লবকে এর ওপর নির্ভরশীল করারও কোনো কারণ আমরা দেখি না।

অন্যরা যথার্থ কারণেই অন্যভাবে চিন্তা করতে পারেন। কিন্তু আমরা মনে করি বৃটিশ পথের ধারণা বিচক্ষণতার পরিচায়ক, কারণ একযোগে বা ধারাবাহিক শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়ায় বৈপ্লবিক অগ্রগতি—তা সমাজতান্ত্রিক হোক বা সাধারণ গণতান্ত্রিক হোক—কয়েক দশক আগের তুলনায় কম সম্ভাবনাময়। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোটগুলো পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করতে ও আঁকড়ে রাখতে, নিজ ব্যবস্থার মধ্যে ও বিশ্ব-অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহের সঙ্গে কাঠামোগতভাবে খাপ খাইয়ে নিয়ে সংগঠিত হয়েছে। একাধিক দেশে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া থামাতে, বানচাল করতে বা অন্তত বাধাপ্রাপ্ত করতে এবং নিঃসন্দেহে ঐ প্রক্রিয়ার অন্যান্য দেশে প্রসার ঠেকাতে নতুন অর্থনৈতিক শক্তি জোটগুলোকে ব্যবহার করা হবেই। এমনকি, পুঁজিবাদী দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে আরো সমান সম্পর্কের জন্য প্রতিষ্ঠান-গুলোর গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী জোটের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় পরিবর্তন এলেও ঐ কাজ চলবে। যে-প্রতিক্রিয়াশীল লক্ষ্য নিয়ে ঐ সমস্ত জোটের জন্ম হয়েছিল এ-ধরনের পরিবর্তনে তার কোনো হেরফের হবে না।

একথা নিশ্চিতভাবে স্বীকার করতে হবে যে আজ বিশ্ব ও আঞ্চলিক সংকট সমস্ত পুঁজিবাদী দেশকে কম-বেশি আকীর্ণ করেছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সমস্যায় এর চেয়েও প্রাসঙ্গিক ঘটনা হল; সাম্রাজ্যবাদের যুগের একটি বুনিয়াদী সূত্র অর্থাৎ অসম বিকাশের সূত্র বিশ্ব-পুঁজিবাদী সংকটের পরিস্থিতিতে আরো অনেক জোরের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়।

অধিকতর শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলো তাদের নিজেদের শ্রমিক-শ্রেণীর ঘাড়ে ভর করেই শুধু নয়, তাদের পুঁজিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘাড়ে ভর করেও সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা দেখতে পাই এই প্রক্রিয়া আগের চেয়ে ঢের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন কি সংকটগ্রস্ত অতীব শক্তিশালী দেশগুলো সংরক্ষণশীল নীতি অনুসরণ করছে। কখনও কখনও একে 'প্রতিবেশীকে ভিক্ষুক করার নীতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সংকটের প্রত্যক্ষ ফলজাত এই ধরনের নীতি বিকাশের অসমতা গভীরতর করতে বাধ্য। সাধারণ অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রেই এই অসমতা সীমাবদ্ধ নেই। ফলে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলো বৈপ্লবিক চেতনার বিস্তারের পরিমাণ ও শাসকশ্রেণীগুলোর আপেক্ষিক শক্তির মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটতে বাধ্য। বৈপ্লবিক সামাজিক প্রক্রিয়া সূচিত করার অবস্থা পরিপুষ্ট করার ক্ষেত্রে এ দুটোই মূল উপাদান। শুধুমাত্র অতি উন্নত শিল্প সমৃদ্ধ দেশেই এ সীমাবদ্ধ নেই। নিম্ন স্তরের শিল্প বিকাশ সম্পন্ন দেশগুলোতে ও এমনকি অনুন্নত দেশগুলোতেও এ সমভাবে প্রযোজ্য। এ কোনো একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। এ সর্বজনীন সত্য—আমাদের যুগের বৈশিষ্ট্য এবং পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের বর্তমান স্তর।

কেউ কেউ যুক্তি দেখান বিশ্ব-বাণিজ্যের, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে, পরস্পর নির্ভরতার বর্তমান স্তরে ও আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় কোনো একটি উন্নত দেশের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া অনতিক্রম্য অর্থ-নৈতিক বাধা ডেকে আনবে। যুক্তি দেখানো হয় যে এই ধরনের একটি দেশ কারিগরি জ্ঞানের এবং একটি দেশের আর্থব্যবস্থার ক্ষমতার অতীত বৃহদায়তন প্রকল্পগুলিতে যুক্ত সহযোগিতার সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত হবে, অন্যদিকে বিভিন্ন উন্নত দেশে কর্মরত বহুজাতিক কোম্পানিগুলির বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থার তৈরি যন্ত্রাংশগুলো জোড়া দেওয়ার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিল্পগুলো অচল হয়ে যাবে। সৃষ্টি হবে বিপুল বেকারত্ব, ঘাটতি ইত্যাদি।

কিন্তু এই ধরনের যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে, বহুজাতিক সংস্থাগুলো, সে দেশের হোক বা বিদেশের হোক, পুরোপুরি স্বাধীন এজেন্ট। উৎপাদনী প্রক্রিয়া ও বিশ্ব-বাজারের পরস্পর নির্ভরতারও কোনো চাপ নেই এদের ওপর। এই ঘটনা এরা হিসেবের মধ্যে গণ্য করে না যে সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৃদ্ধির ফলে বিশ্ববাজারে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ইতিমধ্যেই ক্ষয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের সুযোগ গ্রহণ করতে বা অন্যান্য দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভাঙনের উপর নির্ভর করতে আমরা আগ্রহী নই। পরস্পর নির্ভরতা একটা দ্বিমুখী অস্ত্র। সমাজতান্ত্রিক পথের যাত্রী কোনো উন্নত দেশের প্রত্যাঘাত পুঁজিবাদী দেশের গণ্ডির মধ্যে অন্যান্য উন্নত দেশের উৎপাদনী প্রক্রিয়াগুলোকে সমভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে। বৃটেনে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বিপুল লগ্নি বিনা ক্ষতিপূরণে (বাজেয়াপ্ত) জাতীয়করণের চূড়ান্ত অনুমোদন বা পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের যুগে বিশ্ব বাজারের

আরো বিরোধ বৃদ্ধির আশঙ্কা ও বিশ্ব-বাণিজ্যের অতি মন্থর বৃদ্ধির হার বৃটেনের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে বিপরীতমুখী করার অবাধ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবলতর শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্রমশ প্রসারমান বাজারগুলো সম্ভাব্য পুঁজিবাদী বয়কটের বিরুদ্ধে 'ইনসিয়রেন্স'-এর চেয়েও বেশি কিছু; বৃটেনের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের বিষয়টি উপস্থাপনার ব্যাপারে এটি একটি ইতিবাচক উৎসাহদান। এই কারণেই আমরা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে বৃটেনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিস্তারের ওপর জোর দেই।

কিন্তু আমরা পুঁজির সংহতি বা আন্তর্জাতিকীকরণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উদ্ভূত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে বৃটেনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক জোটবন্দী হওয়ার বিপদ অবহেলা করি না। আমরা বারোয়ারি বাজার বা নাটো থেকে বৃটেনকে বেরিয়ে আসার দাবি জানাই। কারণ এর ফলে দেশ অবাধে পররাষ্ট্র নীতি ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করতে পারবে।

যুদ্ধ ছাড়া সামাজিক রূপান্তর এবং "রণনৈতিক স্বার্থসমূহের" সমস্যা

সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা বিচার করার সময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কর্তৃক বাইরের হস্তক্ষেপের সমস্যা অবহেলা করা যায় না। একাধিকবার বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর হস্তক্ষেপ এই ধরনের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে শ্বাসরুদ্ধ করেছে বা ইওরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এর অভ্যুত্থান ঠেকিয়েছে। প্রতিবিপ্লব রপ্তানি করার প্রকৃত বিপদ অবহেলা করলে ভুল হবে, বিশেষ করে যখন বহু পুঁজিবাদী দেশ পারস্পরিক 'সামরিক অঙ্গীকারে' আবদ্ধ। যাইহোক সমকালীন বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের বৃটিশ পথের নীতি এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে কোনো বাইরের শত্রু বা শত্রুদের সশস্ত্র সংগ্রামে মোকাবিলা করতে না-হলে বৃটেনে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

কিন্তু যদি আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয় ও সশস্ত্র হস্তক্ষেপ সংঘটিত হয় তাহলে আত্মসমর্পণ ও বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করা ভিন্ন পথ থাকবে না, ঐ কথার এই অর্থ করলে তা পুরোপুরি ভুল ব্যাখ্যা হবে। সংগ্রামের যে-পদ্ধতির প্রয়োজন হোক না কেন তা দিয়ে জনগণ তাদের বেছে নেওয়া পথ

রক্ষা করতে তৈরি। বৃটিশ পথ অর্জনের জন্য যতদূর সম্ভব ব্যাপক ভিত্তিক গণতান্ত্রিক মৈত্রী জোট গড়ে তুলতে হবে যাতে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী প্রধান ভূমিকা পালন করবে। অতএব এজন্য চাই জনগণের বিপুল অংশের সমর্থন এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের সহযোগিতা। সমাজতন্ত্রের বৃটিশ পথে বলা হয়েছে, "বৃটিশ জনগণের বিপুল অংশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি হতে পারে। কিন্তু তাদের নিরঙ্কুশ শক্তি থাকায় ও বিশ্বে ভারসাম্যের পরিবর্তনের ফলে আমরা বিশ্বাস করি সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধ ছাড়াই আমরা বৃটেনে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।"*

বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়া বৃটেনে বিপ্লবের সম্ভাবনা অনেকগুলো উপাদানের ওপর নির্ভরশীল: সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির ফলে সমাজতন্ত্রের শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের শক্তির মাঝখানে বিশ্বের মৌলিক পরিবর্তনের প্রশ্নটি এসে দাঁড়িয়েছে; সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতি সাম্রাজ্যবাদের যথেচ্ছ কার্যকলাপের ওপর প্রচণ্ড চাপ ফেলেছে; এবং অধিকাংশ উন্নত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক চেতনা ও ক্রমবর্ধমান জঙ্গীয়ানা। এই তিনটি উপাদান, বিশ্বময় শান্তির শক্তিগুলোর বৃদ্ধি সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও দাতাত চাপিয়ে দিতে সম্মিলিত হয়েছে। হস্তক্ষেপ ঠেকাবার সম্ভাবনা বিবেচনাকালে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণার মুক্তিগ্রাহ্য রূপ হচ্ছে আমাদের রণনীতি। স্বভাবতই এই নীতি সামগ্রিক বিশ্ব-পরিস্থিতি ও বৃটেনের সুনির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার সম্ভাবনা বিবেচনা কালে, গুরুত্ব সহকারে এটা লক্ষ্য করতে হবে যে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ তার হস্তক্ষেপের ক্ষমতা হারিয়েছে, যেমনটি তারা ত্রিশের দশকে স্পেনে করেছিল। যখন তারা হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা করবে তখন তাদের বৈপ্লবিক শক্তিগুলোর ক্রমবর্ধমান শক্তির কথা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও তাদের ক্ষমতার কথা মাথায় রাখতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার ঘরের দরজায় সমাজতান্ত্রিক কিউবাকে নিয়ে বসবাস করতে হয়েছে। এটা বিপ্লবের বিজয় রক্ষায় শক্তিসমূহের নতুন ভারসাম্যের প্রভাব প্রমাণ করে।

---

* সমাজতন্ত্রের বৃটিশ পথ ১৬ পৃঃ।

বিপ্লবের সম্ভাবনাগুলো যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে আসছে না। বরং তা এ ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর যুদ্ধে কোনো উৎসাহ নেই এবং তাদের দ্রুত প্রগতি শান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো যুদ্ধ ঠেকাবার জন্য অসামান্য শক্তি ও প্রভাব সর্বতোভাবে ব্যবহার করে। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোতে শ্রমজীবী জনগণ ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিগুলোর প্রয়াস সমন্বিত করে তারা শান্তির সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জন করেছে। সাম্রাজ্যবাদের হেয় করার অবিরত চেষ্টা সত্ত্বেও বর্তমান দাঁতাত বিশ্বময় সংঘাত ঠেকাবার এই গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রথম ফল।

বৃটেনের মতো শক্তিশালী উন্নত দেশে (কারণ এটি সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত) পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সাফল্য দুটি সশস্ত্র জোটের মধ্যে স্থিতিশীলতার অবস্থাকে অস্থিতিশীল করবে এবং শান্তিকে বিপন্ন করবে বলে যুক্তি দেখানো হয়। এই ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করার ওপর আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করি। বরং এটা আমাদের অন্যতম বুনিয়াদী ধারণা যে একটি উন্নত দেশে বিপ্লবের সাফল্য শান্তির শক্তিগুলোকে সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি করবে এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে দুর্বল করে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে সুদূর পরাহত করবে। আমাদের পার্টির বর্তমান নীতির লক্ষ্য হচ্ছে একই সঙ্গে নাটো ও ওয়ারশ চুক্তি বাতিল করার শর্তাদি সৃষ্টি করা। নাটো থেকে সরে আসার অর্থ এই নয় যে বৃটেনের মাটিকে বিদেশী যুদ্ধাস্ত্র বা অন্যান্য অস্ত্র বসাতে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। একটি পূর্ণাঙ্গ ইউরোপীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সেইসঙ্গে একতরফাভাবে আমাদের পরমাণু অস্ত্রগুলোকে ধ্বংস করার সংকল্প শান্তির সামগ্রিক স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

কিন্তু একথা বলাও ঠিক নয় বা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে শ্রেণীনির্বিশেষে সমাজতান্ত্রিক বৃটেন আগ্রাসী নীতি বিশিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ এবং সদা-সর্বদা দৃঢ়ভাবে শান্তির নীতি অনুসরণকারী বলে সর্ববিদিত (সংস্কারে যারা অন্ধ তারা অবশ্য অন্যরকম ভাবতে পারেন)। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে সমদূরত্ব বজায় রাখবে। এই উক্তি বোকার মতো। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দানের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক পথ অবলম্বনকারী কোনো সরকারের সমাজতান্ত্রিক নীতি অনিবার্যভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা গড়ে তুলতে বাধ্য, কারণ এটাই তাদের নীতি।

বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতির একটা মূল ধারণা হচ্ছে বৃটেনে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছাড়া অত্যন্ত অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সফল হতে পারে না। দেশীয় ক্ষেত্রে যে-কথাটি সত্য তা বারংবার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। জাতীয় পরিধিতে ক্ষমতাসীন শ্রেণী ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে কঠিন বিপ্লবী লড়াই লড়তে হবে।

বিগত দু-বছর ধরে **সমাজতন্ত্রের বৃটিশ পথের** নতুন সংস্করণ প্রস্তুতকালে বৃটিশ কমিউনিস্টরা সাধারণভাবে শিল্পোন্নত দেশগুলোর ও সুনির্দিষ্টভাবে বৃটেনের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে যথেষ্ট তত্ত্বগত কাজ করেছেন। এ-কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন হল খোলাখুলি ও তীব্র আলোচনা, যার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে চূড়ান্ত সংস্করণটি। এটি সি পি জি বি-র ৩৫-তম কংগ্রেসে গৃহীত হয়। এখানে নীতিগতভাবে আলোচিত সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক দিকগুলো নিয়ে কাজ এখনো শেষ হয় নি বলে আমরা মনে করি। কিন্তু আমরা দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় রাখি, কারণ বৃটেনের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো এবং বিশ্বের বাকি অংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে নির্ণীত হয়েছে। বৃটেনকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরের নীতি উদ্ভাবনের কাজের দ্বারা এই দৃঢ় প্রত্যয় শক্তিশালী হয়েছে।

পার্টি ও বুদ্ধিজীবীরা

ডব্লিউ. এম. আর-এর গোল টেবিল বৈঠক

উপরোক্ত বিষয়টি ছিল ডব্লিউ এম আর-এর একটি গোলটেবিল বৈঠকের আলোচ্য। এই বৈঠকে বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এবং পোল্যাণ্ডের নিম্নোক্ত পার্টি-কর্মাধ্যক্ষেরা যোগ দিয়েছিলেন।

বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (বি সি পি) কেন্দ্রীয় কমিটির সংস্কৃতিও শিল্পকলা বিভাগের প্রধান স্থবোমির পাভলভ; বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগের প্রধান নিকোলা স্তেপানভ; হাঙ্গেরীর সোশালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির (এইচ এস ডব্লিউ পি) কেন্দ্রীয় কমিটির সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান মিহালি কর্নিডেস্জ; পোল্যাণ্ডের সম্মিলিত ওয়ার্কার্স পার্টির (পি ইউ ডব্লিউ পি) কেন্দ্রীয় কমিটির সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান বদান গভরনস্কি; পোল্যাণ্ডের সম্মিলিত শ্রমজীবী পার্টির (পি ইউ ডব্লিউ পি) কেন্দ্রীয় কমিটির বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগের প্রধান হালিনা ক্রাইসাক্কা।

নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত হয়:

উন্নত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণপর্বে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পার্টির কাজ।

এই কাজের মূলমর্ম, নীতি ও রূপরেখা।

পার্টি নেতৃত্ব এবং বৈজ্ঞানিক ও শিল্পকলামূলক সৃজনাত্মক কাজের স্বাধীনতার সমস্যা।

১

গভরনস্কি: সমাজতান্ত্রিক সমাজের সবগুলি উন্নয়ন পর্বেই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কাজের ভূমিকা অত্যাবশ্যকীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। প্রত্যেকটি পর্বেই একেকটি কেন্দ্রীয় প্রশ্নকে আশ্রয় করে এই কাজ নির্ধারিত হয়েছে।

গণ-পোল্যাণ্ডের প্রথম পর্বে নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো এবং নতুন রাষ্ট্রক্ষমতার সংস্থাগুলি সবেমাত্র গঠিত হচ্ছিল। এই পর্বে সাবেক আমলের বুদ্ধিজীবীদের স্তরটিকে পক্ষে নিয়ে আসা ছিল গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই স্তরটি ছিল আকারে ছোট, তবে স্তরটির নারী ও পুরুষ সদস্যাসদস্যরা যুদ্ধ ও দখলের আমলের সমস্ত দুঃখকষ্ট পেরিয়ে এসেছিলেন। রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কোনদিক দিয়েই এরা অবিমিশ্র ছিলেন না, তবে ঐতিহ্য ও আবেগের ব্যাপারে এদের গাঁ ছড়া বাধা ছিল সম্পত্তির অধিকারী বিভিন্নশ্রেণী এবং বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে। একারণেই আবশ্যকীয় হয়ে উঠেছিল বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন গ্রুপের রাজনৈতিক অবস্থানকে খতিয়ে দেখা, এদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীগুলিকে এবং মনোবাঞ্ছার ভাবনাগুলোকে শ্রেণীগত-ভাবে দেখে মার্কসীয় মানদণ্ডে নির্ণয় করে নেওয়া। একমাত্র এইভাবেই আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল সামাজিক বিন্যাস ও ঘটনাবলীর প্রতি এদের মনোভাবের সঠিক যাচাইগুলোকে চিহ্নিত করতে পারা এবং পুরানো অভ্যাস ও সংস্কার থেকে এদের ছাড়িয়ে আনার সম্ভাবনাগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা। একমাত্র এভাবেই সম্ভব ছিল নতুন সমাজ নির্মাণে এবং মতাদর্শ ও শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রম সফল করার তোলার কাজে বুদ্ধিজীবীদের উৎসাহিত করে টেনে আনা। এরই পাশাপাশি আমাদের পার্টি এমন একটা নতুন বুদ্ধিজীবী-গোষ্ঠী গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেছিল যারা তাদের উদ্ভব ও অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবোধবিন্যাস, বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী ও মতাদর্শ দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হবে।

এই সমস্ত বিষয়গুলিতে পার্টি পরিচালিত হয়েছিল বুর্জোয়া সমাজে বুদ্ধি-জীবীদের ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসীয়-লেনিনীয় জ্ঞান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণে বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণের পর্যালোচনা দ্বারা। সঙ্গে সঙ্গেই পোল্যাণ্ডের বিশেষ অবস্থাকে সর্বদা পার্টি তার হিসেবের মধ্যে রেখেছে। সে যাইহোক, এসব কিছুই আজ ইতিহাসের লিপিকা। এর পরবর্তী কালে এমন সব গভীরগামী কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে যার ফলে শিল্প-প্রধান কৃষি-ভূমিতে এবং জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে বুদ্ধিজীবীদের স্থান ও ভূমিকা গিয়েছে বদলে।

পোল্যাণ্ডের সমাজতত্ত্ববিদরা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংঘটিত কাঠামোগত ও দর্শনগত যাবতীয় গভীর পরিবর্তন বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, বুদ্ধিজীবীরা আজকের সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার একটা প্রধান অংশ এবং

এই জন্যেই এদের ব্যাপারে সংজ্ঞাটিকে আরও সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ করে নিতে হবে। একটি বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, জাতির বুদ্ধিবৃত্তিগত সংস্কৃতির গঠনকে প্রভাবিত করার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নিজেই সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের ছাঁচে গঠিত হয়ে উঠছে। এরা বেশি করে সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা, শ্রমপ্রক্রিয়ার সাংগঠনিকতা এবং অনুরূপ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন পেশাগত বৃত্তি ও দলের কর্মী হয়ে উঠছে। সংক্ষেপে এই কাজগুলো হচ্ছে তাত্ত্বিক জ্ঞান-নির্ভর ও মানসিক শ্রম-ভিত্তিক বলতে বিধিগতভাবে যা কিছু বোঝায় সেসব কিছুই। কিন্তু এই সঙ্গেই এমন কতকগুলো বিবেচ্য বিষয় রয়েছে যা থেকে বুঝতে পারা যায়, বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান কায়িক শ্রম থেকে দূরে নয়। (এই ভাবেই অধ্যাপক জান সজেকুজ্‌টেপানস্কি প্রশ্নটিকে খতিয়ে দেখিয়েছেন।) একই সঙ্গে জনগণের সাংস্কৃতিক মানবৃদ্ধি এবং আধুনিক সমাজ জীবনে বিজ্ঞানের বৃহত্তর ভূমিকার দরুন বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার প্রসার অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্টির কাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে অতীতে যে কাজ হয়েছে তা থেকে আজকের কাজের চরিত্রও পৃথক হতে বাধ্য। কি ভাবে?

উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের পর্বে যেসব কাজ অগ্রাধিকারের দাবিদার, তাদের মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে দেশের বুদ্ধিবৃত্তির সম্ভাব্যতাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সমাজের মূল শ্রেণী শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে অঙ্গীভূত করে ফেলা। পোল্যাণ্ডের সম্মিলিত শ্রমজীবী পার্টির ষষ্ঠ ও সপ্তম কংগ্রেসের দাবিগুলিতে এ বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। পি ইউ ডব্লিউ পির কার্যক্রম ও নীতিতে অঙ্গীভূত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টিশীল চিন্তা ও শ্রম হচ্ছে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে একান্তভাবে আবশ্যকীয় উপাদান।

কর্নিডেস্‌জ্‌: আমরা এবিষয়ে একমত যে, আজকের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরিবিদ্যার বিপ্লব এবং সামাজিক জীবন ও সামাজিক প্রগতির ক্রমবর্ধমান সাংগঠনিকতা ও জটিলতার দরুন এবং এইসঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থাপনার দ্রুত প্রসারের ফলে সমস্ত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীগুলোরই সংখ্যাগত শক্তি, প্রভাব ও মর্যাদা বিস্ময়কর দ্রুততা নিয়ে প্রসারিত হয়ে চলেছে। বস্তুতপক্ষে, অধিকাংশ বুদ্ধিবৃত্তিগত কাজই একরকথায় গণ-পেশা হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গত ৩০ বছরে বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয়গুণ এবং তাদের পেশাগত

কাঠামোরও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ওকালতির পেশার এখন আর প্রাধান্য নেই। কারিগরি ও কৃষিবিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ এবং শিক্ষকদের সংখ্যা ও ভূমিকা লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন বা আলাদা জাত হিসেবে থাকার মনোভাবের অবসান ঘটিয়েছে। বস্তুতপক্ষে, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের দুই-তৃতীয়াংশই এখন শ্রমিকশ্রেণী এবং চাষীদের মধ্যে থেকে এসেছে। যে বিশেষজ্ঞরা কায়িক শ্রমে নিয়োজিত নয়, তাদের অর্ধেকই এখন এমন সব পরিবারে বসবাস করেন যারা হয় শ্রমিক নয় কৃষক।

বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল শ্রেণীদুটোর পাশাপাশি থেকে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক লক্ষ্যগুলোতে, সমাজতন্ত্র নির্মাণ এবং মানব-মানবীর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তৈরিতে গভীরভাবে আগ্রহী। আগ্রহের এই একাত্মতাই একদিকে যেমন বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে পার্টির নীতিকে নির্ধারিত করে, তেমনি সমস্যাগুলোর ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ববোধ নির্ধারিত হয় এই একাত্মতা দ্বারা। জনগণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে আমাদের বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী লক্ষ্য ও পরিকল্পনায় শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে আগের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠভাবে একাত্ম। এটা একটা ইতিবাচক প্রবণতা, তবে এর প্রসারের জন্যে আমাদের তরফ থেকে অব্যাহত চেষ্টারও প্রয়োজন রয়েছে।

সামাজিক কাঠামোতে এবং বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক অবস্থানে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে তাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটা সহজসাধ্য হয়নি। এজন্যে হাঙ্গেরীয় সোস্যালিস্ট শ্রমজীবী পার্টির দৈনন্দিন কাজে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিগুলিকে বাস্তবায়িত করতে হয়েছে। পার্টিকে খোলামনে ও আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের সমস্যা ও দায়িত্বের মুখোমুখি হতে হয়েছে, মিত্রদের প্রতি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সদাপ্রসারমান নীতি নিয়ে চলতে হয়েছে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং আমাদের পার্টির পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিয়ে আসতে হয়েছে।

বুদ্ধিজীবীরা যে তাদের সামাজিক ভূমিকাকে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বার্থে তাদের সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সম্ভাবনাময়তাকে অনুধাবন করছে, তাকে ব্যাপকতর ও আরও বেশি সক্রিয় করাই হচ্ছে আজ আমাদের লক্ষ্য।

স্পেপানভ: বর্তমানে ৬০ হাজার পুরুষ ও নারী বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছেন। এদের মধ্যে ১২ হাজার হচ্ছে প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানী। এই সংখ্যা কম, না বেশি? বুলগেরিয়া অর্থাৎ ছিল ইউরোপের সবচেয়ে অনগ্রসর দেশগুলির অন্যতম, এদিক থেকে উপরোক্ত ঘটনা বিরাট সাফল্য। গত ১৫ বছরে বিজ্ঞান-কর্মীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দ্বিগুণ। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ইলেকট্রনিকস্, যন্ত্রপাতিনির্মাণ, রাসায়নিক সামগ্রী এবং বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতির মতো আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমরা এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরিবিদ্যার বিপুলের সাফল্যগুলোকে নির্মাণের কাজে লাগাচ্ছি। আমরা আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমস্ত বিভাগে ইলেকট্রনিক ও রাসায়নিক সামগ্রী এবং 'লেজার' রশ্মি পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছি। এইজন্যে বিজ্ঞানী ও কারিগরিবিদদের প্রশিক্ষিত করে তোলার প্রশ্নটা আবশ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমরা এ কাজটাকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিচ্ছি। আমাদের অভিজ্ঞতাও এটা দেখাচ্ছে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ যত পরিপক্ক হচ্ছে, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি সংহত করার কাজে সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব তত বেশি বাস্তবসম্মত হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় পার্টি সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দিচ্ছে। এই বিভাগে ৪ হাজার বিশেষজ্ঞকে দেওয়া হয়েছে কাজের দায়িত্ব।

সুতরাং, আমার মনে হয়, পার্টির কাজে আমরা নিম্নোক্ত দিকনির্দেশকগুলোকে পেতে পারি। প্রথমত, বিজ্ঞান এবং কারিগরিবিদ্যার কর্মীদের অব্যাহত উন্নতিবিধান। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিজীবীদের কাঠামোতে সামঞ্জস্য ও সমতা রক্ষা করা, যাতে কোনো এবটি বা অপর কর্মদল খাটো না হয়ে যেতে পারে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো এই যে, সমগ্র সমাজতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোর আওতার মধ্যে রেখে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দিকে চোখ রেখে আমাদের কাজগুলোকে সম্পন্ন করতে হবে। তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে, আশু এবং দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজনগুলোকে হিসেবের মধ্যে রেখে আমাদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরিবিদ্ বুদ্ধিজীবীদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গির নীতিগুলোকে উন্নততর করতে হবে।

সর্বশেষে আমি উল্লেখ করতে চাই, উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের বর্তমান পর্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী একীভূত হয়েছে। কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত পার্থক্য যে ক্রমে ক্রমে মুছে যাচ্ছে, এটা তার অভিব্যক্তি। এই ব্যাপারটা ঘটছে বিভিন্ন ধারায়:

অর্থনৈতিক, সাধারণ ও সামাজিক পরিস্থিতিতে, সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত এবং সামাজিক মনস্তাত্ত্বিকতায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের নেতৃস্থানীয় শ্রেণী যে শ্রমিকশ্রেণী, তার ঐতিহাসিক লক্ষ্যগুলোকে ভিত্তি করে এই যে প্রক্রিয়া, একে পার্টি সর্বতোভাবে সহায়তা করছে।

প্যাভলভ : আমার বিশ্বাস, সৃজনশীল বুদ্ধিজীবীদের কতকগুলি সমস্যাকে পরীক্ষা করে দেখাটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উন্নত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির প্রভূত প্রসার, আমার দৃষ্টিতে, একটা বস্তুগত প্রয়োজন। এটা সমাজ-বিকাশের একটা আবশ্যকীয় দাবী হয়ে উঠেছে। এই সঙ্গেই বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্র এই বিকাশে নিশ্চিতভাবে একটা সক্রিয় উপাদান হয়ে উঠেছে বেশি বেশি করে। আমাদের পার্টি সাহিত্য ও শিল্পকলার মতাদর্শ ও শিক্ষাগত ভূমিকা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব গঠনে এদের অপরিমেয় কাজকে উচ্চ মূল্য দিয়ে থাকে। সমাজতন্ত্র নির্মাণে শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ণীত হয় এভাবেই। আপনারা এ বিষয়ে একমত হবেন যে, উপরোক্ত পথে সমাজ যতই এগিয়ে যাচ্ছে, শিল্পকলার জগতে যতই বেশি বেশি লোক এসে কাজে লাগছে এবং প্রতেবটি ব্যক্তির মধ্যে সৃজনশীলতার উপকরণ যত বেশি প্রসার পাচ্ছে, সংস্কৃতির সমস্ত ক্ষেত্রে ততই বেশি করে দাবী এবং বিচার-বিবেচনার মান জোরদার হচ্ছে। আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে যে, শ্রমজীবী জনগণের সদা-ঊর্ধ্বমুখী আগ্রহ ও সাংস্কৃতিক চাহিদার পরিপূরণ তাদের সৌন্দর্যের রুচিবোধকে সম্যক রূপরেখা দেয় এবং এই ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রে এমন একটা গ্রাহক-মণ্ডলী তৈরি হয় যা শুধু পরিমাণের দিক দিয়েই নয়, গুণের দিক দিয়েও পরিবর্তনের তাগিদদার। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে সমগ্র জনগণকে সৌন্দর্যের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা বাক্যাড়ম্বরের ব্যাপার নয়। এটা হচ্ছে একটা প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক কর্তব্য। পার্টির সামগ্রিক মতাদর্শ ও শিক্ষাগত কাজের এটা হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য উপাদান। কাজটা কঠিন হলেও পরিপ্রেক্ষিতটি প্রেরণাদায়ক ও প্রতিশ্রুতিময়।

একজন গুণী লেখকের গুণান্বিত লেখা ব্যক্তির বিকাশ ও ব্যক্তিত্বগঠনে যে কী বিরাট শৈল্পিক, সৌন্দর্য-সমন্বিত এবং মতাদর্শগত প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সেটা আমরা আমাদের নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি। তবে, বাস্তব কাজ আমাদের এও দেখিয়েছে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের তুলনায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রের পরিবর্তন যেমন বেশ কিছুটা ধীরে ঘটে, তেমনি

অনেক বেশি আঁকা-বাঁকাও বটে। এর কারণ এই যে, চেতনা এবং সামাজিক আচরণের সাবেকী ধারাগুলো দীর্ঘতর কাল মাটি আঁকড়ে থাকতে চায় এবং একটা না একটা পোষাকে বহাল থেকে জানিয়ে দেয় যে তারা রয়ে গিয়েছে। অধিকন্তু, আমাদের মতাদর্শগত বৈরীরা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তাদের মাথায় একথাটা ঢুকিয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা করছে যে, তাদের স্বার্থ আমাদের সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী। এইভাবে আমাদের বৈরীরা বুদ্ধিজীবীদের একটা বিরোধী শক্তিতে পরিণত করতে চাইছে। এখান থেকে বেরিয়ে আসছে সৃজনশীল বুদ্ধিজীবীদের চেতনাকে ঝালিয়ে তোলার গুরুত্ব। যে অবস্থা-গুলিতে চেতনা গড়ে ওঠে এবং মতাদর্শগত শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব প্রশ্ন রয়েছে, সেগুলির প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগের কারণও এই-খানে। সর্বশেষে বলা যায়, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আমাদের কার্যক্রমের কার্যকারিতাকে খুব উঁচু পর্দায় তোলার প্রয়োজনেও এই কার্যকারিতাকে সর্বোপরি বুদ্ধিজীবীদের সৃজনশীল কাজের সম্ভাবনাময়তার পরিপূর্ণ অভি-ব্যক্তিতে প্রকাশ করা দরকার।

বুলগেরিয়ার কমরেডদের কাছে প্রশ্ন : কারিগরি এবং এই ধরনের অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক ভূমিকার যে প্রসার ঘটেছে, সে-অবস্থাতে সমাজতান্ত্রিক সমাজে "কারিগরি বিশারদ প্রথা" বা টেক্‌নোক্রাসীর সমস্যা কিংবা "কারিগরি-বিশারদদের জাত গজানোর" বিপদকে আপনারা কি চোখে দেখছেন ?

স্তেপানভ বুলগেরিয়াতে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, তার দৃষ্টান্ত দিয়ে আপনাদের এই প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করবো।

প্রথমত, আমি বলবো, আমাদের সমাজের নেতৃস্থানীয় শক্তি শ্রমিক-শ্রেণী না হয়ে কারিগরিবিদ বুদ্ধিজীবীরাই নেতা হতে চলেছে বলে যদি কেউ মনে করেন, তবে সেটা হবে মারাত্মক ভুল ধারণা। বুদ্ধিজীবীরা, স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত উৎপাদন ও সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিচালনাতে কারখানা থেকে শুরু করে সরকারী, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য স্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী। কিন্তু এতে কোন কারিগরি বিশারদের জাত গড়ে ওঠা কিংবা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন "সেরা সেরা জাঁদরেল ব্যক্তির" উদয় বোঝায় না। এরা শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ের ওপর না দাঁড়িয়ে বরং

তাদের এবং সামগ্রিক জনগণের সেবা করেন। শ্রমিকশ্রেণী যাতে তাদের মৌলিক ঐতিহাসিক লক্ষ্য নতুন সমাজ তথা সমাজতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রে (সোস্যালিজম ও কমিউনিজম) পৌঁছতে সমর্থ হয় সেজন্যেও এঁরা সাহায্য করেন। টেকনোক্রাসি বা কারিগরি বিশারদের বিপদটা কি বাস্তব? সমাজতন্ত্র তার স্বাভাবিক গঠন সূত্রেই কারিগরি বিশারদ প্রথার বিরোধী (এন্টিথিসিস)। তবে সমাজতন্ত্রেও বিচ্ছিন্নভাবে কারিগরি বিশারদ দেখা দিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন সংস্থায় কারিগরির চাহিদার সঙ্গে পরিচালকের সিদ্ধান্তের বনিবনা না হলে কারিগরিবিদ বুদ্ধিজীবীরা কারিগরি বিশারদের দাবীদার হয়ে উঠতে পারেন। যখন সামাজিক, মতাদর্শগত এবং অন্যান্য দিকের ক্ষতি করে শুধুমাত্র কারিগরি প্রগতির চাহিদার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখনই কারিগরিবিশারদ প্রথা গজিয়ে উঠতে পারে। সর্বশেষে বলবো, যেসব ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের প্রতি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভ্রান্তি ঘটে, মার্কসীয়-লেনিনীয় মতাদর্শগত প্রশিক্ষণের অভাব থাকে এবং পার্টি সংস্থাগুলির নেতৃস্থানীয় ভূমিকা অবজ্ঞাত হয়, সেখানেও কারিগরি বিশারদ প্রথার অভিব্যক্তি ঘটে যেতে পারে। আমাদের পার্টি এই পরিস্থিতি এড়াবার জন্যে সবকিছু করে যাচ্ছে।

কর্নিডেসৃজ্ঃ কারিগরি বিশারদ প্রথার সমস্যার ওপর আমি দুয়েকটা কথা বলতে চাই। এ ব্যাপারে আমাদের মনোভাব পরিষ্কার। সমাজের স্বীকৃত নেতা কারিগরি-বিশারদ নয়। পুঁজিবাদী সমাজে কারিগরি বিশারদ-প্রথার মতাদর্শ এই সমাজের মূল বিরোধকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। এই বিরোধ হচ্ছে মজুর এবং পুঁজিপতির বিরোধ।

এই মতাদর্শপন্থীরা সমাজকে একথাটাও বিশ্বাস করাতে পারেনি যে, পুঁজিবাদী সমাজের চালক ধনিকশ্রেণী বা বুর্জোয়া নয়, তারা মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞদের এক জ্ঞাত বিশেষ। আমাদের সমাজতন্ত্রী সমাজে বেশি বেশি সংখ্যায় কারিগরিবিদ বুদ্ধিজীবীরা নেতৃস্থানীয় পদে নিযুক্ত হচ্ছেন, কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে তারা শ্রমিকশ্রেণীর অপহ্নব ঘটিয়ে সমাজের নেতৃ-শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। (কমরেড স্তেপানভ এ বিষয়টির উল্লেখ করেছেন।) আমি সমস্যাটির আরেক দিকের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। হাঙ্গেরীতে কর্মাধ্যক্ষদের মধ্যে যারা অতি উচ্চশিক্ষিত তাদের সংখ্যা এখনও নীচের দিকে রয়েছে (অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগের কম)। প্রতি

তিন জন কারিগরি বিশেষজ্ঞের মধ্যে মাত্র একজনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা আছে। আমরা পরিচালনার মানোন্নয়নের জন্যেও চেষ্টা করছি, কিন্তু এ জন্যে দরকার পরিচালনায় আরও বেশি দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা।

আমরা 'কারিগরি বিশারদ' বলতে সেই সব বিশেষজ্ঞদের বুঝি যাদের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ, যারা শুধু নিজেদের সংকীর্ণ পেশাগত স্বার্থের দিকে তাকিয়ে কাজ করে। আমরা এই ধরনের লোকের সংখ্যা কমানোর দিকে নজর রেখে সেই সব বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বৃদ্ধি চাই যারা সাংস্কৃতিক মূল্য বোঝেন এবং যারা এই মূল্যবোধগুলিকে ছড়িয়ে দেবার কাজে সক্রিয় অংশ নেন।

২

হাজিলা ক্রিস্টাসাংকা : বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পার্টির কাজের সারসত্তা হচ্ছে, আমার মতে, একদিকে সমস্ত ব্যক্তির সৃজনশীলতার সম্ভাবনাময়তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের সামাজিক ভিত্তি তৈরি করে দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে জনগণের প্রতি, শ্রমজীবী জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগানোতে সাহায্য করা, জনগণের সেবা করার মনোভাব জাগিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়াকলাপকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ করে দেওয়া।

এই লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক মনোভাব ও চিন্তা যে বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে আমাদের কাজকে সৃষ্টিশীল ও নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চালাতে ইচ্ছুক এবং বুদ্ধিজীবীদের সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান আনতে সেকথাটা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় ও যথোচিত বলে আমি মনে করি। আজ যে পোল্যাণ্ডে বিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আমাদের গর্ব, এর মূলে রয়েছে বিজ্ঞানীদের কাজের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে পার্টির সৃষ্টিশীল মনোভাব। এতে বিজ্ঞানীদের নিজস্ব উদ্যোগকে বাড়িয়ে দেওয়া এবং উৎসাহিত করা হচ্ছে, তাঁদের ব্যক্তিসত্তাকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। এখানে সমাজতন্ত্রের কার্যক্রম থেকে কোনভাবে বিচ্যুত না হয়ে সঙ্গতিপূর্ণ মার্কসীয়-লেনিনীয় নীতি অনুসারে চলা হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কাজে বিজ্ঞানীদের সৃজনাত্মক কাজ ও কারিগরি-বিদ বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীকে শামিল করার ব্যাপারে পার্টি দুটো পদ্ধতি

নিয়েছে: (১) পুনর্বাসনের কার্যক্রম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্রের সঙ্গে কারিগরি বিপ্লবের সম্মিলন সাধনের সমস্যার মীমাংসাকে সফল করে তোলাতে বুদ্ধিজীবীদের অংশীদার করা; (২) পত্রালাপ এবং সান্ধ্য অধ্যয়নের ব্যবস্থা মারফত তরুণবয়সী শ্রমিক ও চাষীদের এবং এই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মীদের জন্যে উচ্চশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্মের প্রশস্ত পথ খুলে দেওয়া।

বর্তমানে বিশ্বসাহিত্যের এবং বিজ্ঞানের সম্মেলনগুলিতে ব্যাপক ও বিচিত্র ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের কাজকে পরিচালিত করার সম্ভাবনার (এবং প্রয়োগের) প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

আমার মতে, এই প্রশ্নের কার্যকরী মীমাংসার সময় পুরোমাত্রাতেই এসে গিয়েছে। এখানে একটা কথা বলা দরকার। বিজ্ঞানের গবেষণার নিয়ম এটা যে, এতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ও সামগ্রী ব্যয় করতে হয়। সমাজতন্ত্রী হোক অথবা পুঁজিবাদী হোক যে কোন সমাজব্যবস্থাতেই বিনিয়োগ নীতি গবেষণা এবং তার সমস্ত রূপরেখাতেই পরিকল্পনা দ্বারা প্রচালিত হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত সামাজিক লক্ষ্যগুলির সঙ্গেও একে সংযোজিত করা হয়।

সাম্প্রতিক কয়েক বছরে, পি ইউ ডব্লিউ পির ষষ্ঠ ও সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা আমাদের গবেষণার সম্ভাব্যতাকে প্রসারিত করেছি। ১৯৭০-৭৫ সালে আমরা দ্বিগুণ ব্যয় বরাদ্দ করেছিলাম। এর পরিণাম দাঁড়িয়েছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ২.৫ ভাগ। ১৯৮৩ সাল নাগাদ এই ব্যয় বরাদ্দ দাঁড়াবে শতকরা ৩ ভাগ।

আমরা দেখলাম, সামগ্রিক গবেষণা-কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা এবং আন্তর্বিভাগীয় এবং আন্তঃশিক্ষা গবেষণা কর্মদল গঠিত করা প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানীরা, রাজনৈতিক কর্মীরা, সরকারী এবং অর্থনৈতিক কর্মকর্তারা কয়লা, তামা, জল, বিভিন্ন প্রোটিন-খাদ্য প্রাণ, বাসগৃহ এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যক্রম নিয়েছেন। সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতীয় সংস্কৃতির প্রগতিসাধন ও একে সর্বসাধারণের মধ্যে চারিয়ে দেওয়া, সামাজিক অর্থনৈতিক উৎপাদন ও সাধারণভাবে গ্রামীণ জনসমষ্টি ও কৃষির কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যবহারের একটা আদর্শ আদল গড়ে তোলা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎনির্ণয়ের ক্ষেত্রেও এই ভাবে কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসে এই সব কার্যক্রম অনুমোদিত হয়েছে। আরও দুটি বিষয়ে কাজ হচ্ছে। অধিকন্তু একটি বিষয় হলো এই যে,

আমাদের বিজ্ঞানীরা ৬০ টি বড় আকারের এবং ৫০০ টি ছোট আকারের শিল্প বিভাগীয় স্তরের সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন। এদের মধ্যে শুধু যে কারিগরি প্রগতির সমস্যাটা রয়েছে তা নয়। এদের মধ্যে মৌলিক গবেষণার বিষয়ও রয়েছে যেগুলোর পরিপ্রেক্ষিত সুদূরপ্রসারী। এই সব সমস্যা নির্ধারিত হয়েছে সযত্ন বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক যৌথ কর্মীদল দ্বারা।

বিশেষ উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রমগুলির প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে পার্টি এবং সরকার ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব দিয়েও গবেষক যৌথ কর্মীদলকে উৎসাহিত করছে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারীতে শিক্ষার ওপর একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এর রিপোর্টকে ভিত্তি করেই আজকের শিক্ষা সংস্কার-কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১৯৭৩ সালে সংস্কৃতি ও শিল্পকলার মন্ত্রি দফতর একটা সাংস্কৃতিক প্রসার-প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করে, যার সময়সূচী নির্ধারিত হয় ১৯৯০ পর্যন্ত। এর পরে ১৯৭৫-৯০'এর জন্যে একই বিষয়ে বিস্তারিত কার্যক্রম নেওয়া হয়। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো এই কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী, শিল্পী, লেখক-লেখিকা এবং সংস্কৃতি অন্যান্য বিভাগীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রকল্প ও কার্যক্রম প্রণয়নে অংশীদার হয়েছেন।

গবেষণা ও উন্নয়নের প্রতি এই অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ স্বীকৃতি পেয়েছে এবং গবেষণা-কর্মীদলগুলি শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে না হয়ে কার্যকরীভাবেও এতে শামিল হয়েছে। অবশ্য এজন্যে বিশেষ বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী বিভাগ ও অন্যবিধ সংস্থার আপত্তিগুলোকে অগ্রাহ্য করতে হয়েছে। এতে আমাদের সমাজব্যবস্থার শক্তিশালী দিকগুলোর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য দুর্বলতার ছিদ্রও রয়েছে প্রধানত প্রয়োগের লক্ষ্য এবং মৌলিক গবেষণার মিলনসাধনের ক্ষেত্রে। এদিকটাতে আমাদের আরও বেশি চেষ্টাচরিত্র চালাতে হবে।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানে সৃজনশীল কর্মীদের বিশেষ ভূমিকার কথা বিবেচনা করে আমরা পোলিশ বিজ্ঞান একাডেমির সমস্ত সামাজিক ও মানবীয় বিভাগে পার্টি গ্রুপ গড়েছি। অন্যান্য বিভাগে এই ধরনের স্থায়ী গ্রুপ না থাকলেও পি ইউ ডাব্লউ পির সদস্য-সদস্যারা তাদের বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-বিভাগের প্রতি প্রযোজ্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বা পার্টি-সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আলোচনা করে নেবার জন্যে প্রয়োজনমতো সভায় মিলিত হন। একাডেমির সভাপতি-মণ্ডলীতে যে পার্টি গ্রুপ রয়েছে, সেটি স্থায়ীভাবে কাজ করে। পার্টির

কেন্দ্রীয় কমিটির বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগ সমাজবিজ্ঞানসমূহে নিয়োজিত কর্মীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। (এই কর্মীরা সবাই যে পার্টির সদস্য-সদস্যা তা নয়।) এই নিয়মিত সংযোগটা সাধিত হয় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রগুলির পরিচালকদের বার্ষিক সেমিনার বা আলোচনা সভাগুলোতে। এইসঙ্গে রয়েছে তরুণবয়সী বিশেষজ্ঞদের জন্যে এবং মতাদর্শ-গত নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষার ক্ষেত্রে নবাগতদের জন্যে উন্নত পাঠপ্রণালী।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পার্টির কাজকে আমরা বিরাট গুরুত্ব দিচ্ছি। এর তাৎপর্যকে বাড়িয়ে বলার দরকার হয় না। উচ্চতর শিক্ষার এই সংস্থাগুলি আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ও আগামীকালের কর্মাধ্যক্ষদের ভবিষ্যত মতাদর্শগত অবয়ব গড়ে তোলার জন্যে অনেক কিছু করছে। এরা সংস্কৃতি ও জনমত-গঠনের প্রভাবশালী কেন্দ্র। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের শ্রেণীশত্রুরা এদের মধ্যে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করছে। তারা আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ফাঁদতে সচেষ্ট। এদের এই অন্তর্ঘাতের উপযুক্ত জবাব হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতি-আক্রমণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পার্টি শাখাসমূহ এখন সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তাদের কেন্দ্রীভূত কাজ হচ্ছে বিজ্ঞানের কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের উপযোগী অবস্থা তৈরি করে দেওয়া। এই সঙ্গে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের নতুন প্রজন্মের মতাদর্শগত শিক্ষা এবং পোল্যাণ্ডের বর্তমান-চাহিদা ও ভবিষ্যতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত গবেষণার উপযোগী ক্ষেত্র-রচনা।

অবশ্য এই পার্টি-শাখাসমূহের কাজের অর্থ এটা নয় যে, এতে কোনরকম রেজিমেণ্টেশন বা হুকুমদারী দ্বারা আমাদের বিজ্ঞানকর্মীদের উদ্যোগকে ব্যাহত করা হচ্ছে। শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কেও সরকারের সমস্ত মূল সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় বিজ্ঞানী ও শিক্ষা বিভাগীয় কর্মী সমষ্টির ব্যাপক ও বিভিন্ন শরিকদের সঙ্গে আলোচনা করার পরে। এইসব পরামর্শের সভাস্থল হচ্ছে বিজ্ঞান একাডেমির সভাপতি-পরিষদ ও বর্ধিত সভা, একাডেমির গবেষণা কমিটিগুলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরদের সঙ্গে পার্টি-সম্পাদকদের বৈঠক এবং রেক্টরদের কলেজিয়াম বা প্রতিনিধি-পরিষদ। বস্তুতপক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, বিভিন্ন বিভাগীয় পরিষদ, বিজ্ঞান ও একাডেমিক পরিষদসমূহের মতো বিভিন্ন প্রতিনিধি সংস্থাগুলি গবেষণা-কর্মীদল-গঠনের এবং তাদের প্রগতিসাধনের দায়িত্বে রয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ডিগ্রী দেওয়া, বিজ্ঞানের গবেষণা ও তার নিয়ন্ত্রণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও জনসমক্ষে বক্তৃতামালার

ব্যবস্থা—এই সবকিছুর তত্ত্বাবধানকারী হচ্ছেন বিজ্ঞানীরা নিজেরাই। বিজ্ঞানের কাজে স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলনের রয়েছে ১৬০টি সাধারণ, বিশেষজ্ঞ-ভিত্তিক এবং আঞ্চলিক সংস্থা। এদের সদস্য-সদস্যা-সংখ্যা সাকুল্যে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার।

স্তেপানভ : স্বেচ্ছামূলক কাজের নীতিকে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বুলগেরিয়াতে আমরা স্বেচ্ছাসেবী সৃজনশীল সংগঠনের ধাঁচে বৈজ্ঞানিক কারিগরি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছি। এরা বিজ্ঞান ও কারিগরি-কর্মীদের সৃজনাত্মক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া আমাদের বিজ্ঞান-কর্মীদের একটা সমিতি আছে, যার ৩০টির বেশি উপ বিভাগ রয়েছে পেশার ভিত্তিতে। এরা বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী প্রকাশ করে ও জনপ্রিয় করে তোলে, সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যার মীমাংসায় সাহায্য করে। এইসব সমিতির প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির কাজে এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি-প্রগতির পরিচালনায় সাহায্য করে।

কর্নিডেস্কু : আমি এবিষয়ে একমত যে, আজকের সমাজে সৃজনশীল উপযুক্ত সংগঠন ও নির্দেশনা বুদ্ধিজীবীদের সৃজনশীল কাজে সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূতা আনে। তবে আমি এটাও যোগ করতে চাই যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাছাই শুধুমাত্র হতে পারে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের কাজের পুরো হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে। মূল শ্রেণীদ্বয়ের স্বার্থে সামাজিক বাছাই-এর ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিক বাছাই-এর সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে, কারণ এরা উভয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত।

সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন সব মূল প্রশ্নের বিচার ও নির্ণয় কালে পার্টি নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভর করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণে এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের খসড়া তৈরিতে সাহায্যের জন্যে আমরা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করি। উদাহরণত, যেসব প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধানের জন্যে গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার, সেগুলিকে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে পেশ করাকে আমরা রীতি করে নিয়েছি। এর পরে পার্টি কংগ্রেসে এগুলো আলোচিত হয়। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় চার বছর সময় লাগে। গবেষণার কেন্দ্রগুলি এবং বিশ্ববিদ্যালয়েরা এই খোঁজখবরে অংশগ্রহণ করে।

এই বিষয়টিতে কিভাবে কাজ এগোয় দশম কংগ্রেসের পর থেকে পার্টি বিজ্ঞানীদের কোন্ কোন্ সমস্যার দায়িত্ব দিয়েছে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী এবং স্তরের মধ্যে কীভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ভবিষ্যদ্বাণী করে সামাজিক আদর্শ ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জনহার বৃদ্ধির জন্যে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেগুলি সম্বন্ধে আমি কয়েকটা উদাহরণ দাখিল করতে চাই। ১৯৬১ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার পরে আমরা আমাদের বিজ্ঞানীদের বলেছি, বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রক্রিয়া কিভাবে চলছে, আমাদের অর্থনীতিকেই-বা কিভাবে প্রভাবিত করছে এবং এতে কি ধরনের সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, সে সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ দাখিল করুন। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধে এবং সমাজতান্ত্রিক জীবনধারাকে যেসব অবস্থা ও মনোভাব আকৃতি দিচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতর জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে আমরা গবেষণা কার্যক্রমের ছক তৈরি করেছি। সংক্ষেপে বলা যায়, এগুলো সবই হচ্ছে গবেষণা-কার্যক্রম গড়ে নিয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিজ্ঞানসম্মত সারবত্তাকে জোরদার করা।

নির্দিষ্ট পরিস্থিতিগুলির নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ এবং এদের মধ্যে থেকে উদ্ঘাটিত সিদ্ধান্তগুলো বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সত্যকার চরিত্র এবং তাদের আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করে এবং সবশেষে আরও বেশি সঠিক নীতি নির্ধারণের জন্যে যোগায় নির্দিষ্টতর জ্ঞান। শুধু এই কারণেই যে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ, তা নয়। এবিষয়ে আরও একটা কথা যোগ করে আমি বলতে চাই, বিজ্ঞানের প্রতি পার্টি নীতির ওপর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশের খসড়া তৈরিতে ২০০ এর বেশি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ সাহায্য করেছেন। তাঁরা এর বাস্তব প্রয়োগেও সক্রিয় অংশীদার হয়েছেন।

বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সম্পর্ককে কিন্তু শুধু বড় বড় সমস্যার সমাধানে আবদ্ধ রাখা চলে না, কারণ এই ধরনের বড় উপলক্ষ্য চিরাচরিত ঘটে না। যদি কেবল উচ্চপদে অধিষ্ঠিত বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদেরই চলতি এবং সুদূরপ্রসারী বিষয়-গুলিতে তাদের বক্তব্য বলার জন্যে ডাকা হয়, তাহলে সেটা ভুল হবে। বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক মহলগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এমন ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে তারা দেশের সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের অথবা ভিন্ন ভিন্ন একক সংস্থার ভিন্ন ভিন্ন একত্রিত সুবিহিত কর্মসমাধার জন্যে বিস্তারিত কর্মসূচী

তৈরিতেও শরিক হতে পারেন। এটা তাদের কাছে সার্থকতাময় বলেও মনে হওয়া দরকার। এসব কাজের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে।

আমাদের লক্ষ্য, জাতীয় এবং স্থানীয় স্তরে এই করণীয়কে বাস্তবায়িত করা। বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পার্টির সম্পর্কের আরও একটি দিক রয়েছে এবং এর গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে চলছে। এটি হলো বৈজ্ঞানিক সংঘ, সমিতি এবং পেশাগত সংগঠনের অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক। এরা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম।

বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে পার্টি নীতির থাকা উচিত বৈচিত্র্যের দৃষ্টিভঙ্গী। আমরা যদি বুদ্ধিজীবীদের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ছকের মধ্যে আনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রুপগুলির আলাদা আলাদা, এমনকি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকেও গণ্য করি, তাহলেই শুধু আমরা সফল হবো।

সমাজবিজ্ঞানীদের এবং তাদের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক চিন্তার বাস্তব রূপায়ণের ব্যাপারে পার্টির ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি রয়েছে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে বুদ্ধিজীবীদের কাজ খুব বেশি রকম যুক্ত বলেই এই ঘনিষ্ঠ দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে বুঝে নেওয়া দরকার। আবার বস্তু, এই ধারার বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই জনমত গঠনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। এই বুদ্ধিজীবীরা তাদের কাজকর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্যেই অন্য ধরনের বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে বেশি প্রভাব রাখতে পারেন। এই কারণে এই ধরনের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পার্টির সংযোগ যেমন ঘনিষ্ঠতর, তেমনি নেতৃত্বও বেশি প্রত্যক্ষ। সঙ্গে সঙ্গেই তাড়াতাড়ি করে একথাটাও যোগ করতে চাই যে, প্রকৌশলবিজ্ঞানীদের কিংবা কারিগরিবিদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আমাদের কাজের গুরুত্ব কম খাটো করে দেখার প্রশ্নই ওঠে না। ঘটনাটা এইযে, এরাও যে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিতে বেশি বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছেন, সেটা খোলাচোখেই দেখা যায়। এদের এই আগ্রহকে আমরা নাগরিক কর্তব্যবোধের অভিব্যক্তিরূপে এবং শুধু পেশাগত প্রশ্নে আবদ্ধ না থেকেএই কর্তব্যবোধের প্রতি এদের আরও বেশি ঘনিষ্ঠতা হিসেবে দেখি এবং সমর্থন করি।

গভীরনিষ্ঠ : আলোচ্য প্রশ্নের শুধুমাত্র যে বিশেষ দিকটিকে আমি সামনে আনতে চাই, সেটি নিম্নরূপ। বুদ্ধিজীবীদের জীবনে ও কাজে যে প্রধান ধারাটি গভীরতর ও প্রসারিত হচ্ছে, সেটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া নয়। সমাজতন্ত্রের বিরোধী রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অবস্থানসমূহের বিরুদ্ধে এবং

বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক ভূমিকা ও সামাজিক কার্যক্রম সম্বন্ধে আমাদের শত্রুরা যে ধারাবাহিক বিরুদ্ধ সংগ্রামের মধ্য থেকেই উপরোক্ত ধারার প্রসার। ইতিবাচক মতাদর্শগত প্রভাবের বিভিন্ন রূপ ধার প্রসারের পাশাপাশি এক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকার ধারণাকে সম্পূর্ণরূপ নাকচ করে দেবার পদক্ষেপ হচ্ছে ষষ্ঠ ও সপ্তম কংগ্রেসে নির্ণীত আমাদের পার্টি নীতির স্পষ্ট ফলশ্রুতি। আমার নিজের কাজের বিশেষ ক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমি নিম্নোক্ত কথাগুলোর ওপর জোর দিতে চাই। পার্টির সংঘবদ্ধ কংগ্রেসসমূহের গৃহীত নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা পেশিল সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে গড়ে ওঠা সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সৃজনশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পার্টির কাজের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগসূত্রের ওপর বারবারই জোর দিয়ে আসছি। সমাজ-জীবনে, পোলাণ্ডের ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে এবং পোলাণ্ডের জনগণের সমাজতান্ত্রিক চেতনা গড়ে তোলার কাজে বুদ্ধিজীবীদের ক্ষমতাটুকু এই সংযোগ-সূত্রে যুক্ত। এই সাধারণ সাংস্কৃতিক নীতিসংক্রান্ত লক্ষ্যগুলি তিনটি ক্ষেত্রে অর্জিত হচ্ছে।

প্রথমটি হলো সাধারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্র, যেখানে সৃজনশীল বুদ্ধিজীবীদের উপযোগী বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে। দ্বিতীয়টি হলো শিল্পীর ক্ষেত্র। এখানে লেখকলেখিকা ও শিল্পীদের সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ধ্যানধারণা ও বিষয়বস্তু জোগানো হচ্ছে। বাস্তবতার প্রতিফলনকারী লেখা ও অন্যান্য কাজের প্রচারে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে প্রাণবন্ত করা হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধতর করা হচ্ছে। একই সঙ্গে পার্টি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমাজতন্ত্রের মতাদর্শের বিরোধী প্রবণতাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যেসব বাজ নেহাতই পোল্যাণ্ড-বিরোধী এবং সমাজতন্ত্রবিরোধী প্রচারণা, সেগুলোর বিরোধিতা করেছে সক্রিয়ভাবে। তৃতীয় ক্ষেত্রটি হলো, বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ জীবনধারণের মান সংক্রান্ত। অতীতে বুদ্ধিজীবীদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি এবং এর ফলে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আমাদের পার্টির সম্পর্কের মধ্যে স্পষ্টতই উত্তেজনা বিরাজ করছিল। পি ইউ ডাব্লিউ পি'র ষষ্ঠ কংগ্রেসের পরে আমরা সৃজনশীল কাজের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে একটা নির্দেশক তৈরি করেছি। লেখকলেখিকা, সিনেমা-কর্ম, সঙ্গীত রচয়িতা, সঙ্গীতশিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং অনুবাদকদের প্রাপ্য বৃদ্ধি করেছি। চিত্রশিল্পীদের পারিশ্রমিকের একটি নতুন ব্যবস্থা হয়েছে। সৃষ্টিশীল কাজের কর্মীদের এবং

তাদের পরিবার-পরিজনের জন্য একটি নতুন পেনসন বিধি প্রবর্তিত হয়েছে। এদের চিকিৎসার ব্যবস্থারও উন্নতিবিধান করা হয়েছে। লেখকলেখিকারা যাতে নিভৃতে কাজ করতে পারেন, সেজন্যে সুবিধাজনক আবাসের প্রসার ঘটানো হয়েছে। সৃষ্টিশীল প্রকল্পের জন্যে অর্থবরাদ্দ এবং বৃত্তির ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করা হয়েছে। নেতৃস্থানীয় সৃষ্টিশীল সমিতি ও সংঘের সদস্য-সদস্যা হিসেবে এখন রয়েছেন এমনসব সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বেরা যাঁরা সামাজিক প্রশ্নগুলিতে দায়িত্বশীলতা দেখিয়েছেন এবং খাতিরও পাচ্ছেন। এসব কিছুই সৃষ্টিশীল কাজের কর্মীদের জন্যে অনুকূল রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

এসবসত্ত্বেও রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বিদ্বেষের যে সব জের রয়ে গিয়েছে, তার দিকে আমরা কিন্তু চোখ বন্ধ করে রাখব না। উত্তেজনা ছড়িয়ে রাখার চেষ্টা বিশেষ একটা লেখক-উপদলের তরফ থেকে চলে আসছে। এরা ইতিপূর্বে একটা নঞর্থক মতাদর্শগত গড়নের মধ্যে লালিত হয়েছে। এরা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিয়েছে। এই ধরনের উপদলের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। আমাদের সমাজব্যবস্থা এবং জনগণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে কাজ করার কোন সুযোগই ছাড়ে না এরা। এরা সমাজের অন্যান্য অংশের প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধনবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের বিদেশী কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করে।

আমাদের শিল্পকলা ও সংস্কৃতির সমস্যা থেকে বাইরে চলে যাওয়া এইসব উপাদানগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই চলছে এদের বিচ্ছিন্ন করার জন্যে রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির হিতবাচক কাজের ভিত্তিতে পরিচালিত লড়াই।

আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মীরা ইতিমধ্যেই যে উচ্চ মর্যাদা ভোগ করছেন তার অব্যাহত প্রসার এবং সামাজিক জীবনে তাদের অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ভর করছে সমাজের অন্যান্য অংশের প্রতিনিধিদের এবং সর্বোপরি বৃহৎ কলকারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের ওপর। "শ্রম, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার মৈত্রী" কার্যক্রম এই ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের ও ঘনিষ্ঠতর পারস্পরিক অনুপ্রেরণার কাজে সাহায্য করছে। মূলত, এই কার্যক্রমটি হচ্ছে সারা পোল্যাণ্ডে বড় বড় কলকারখানাগুলোতে সামাজিক পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়াস। একদিকে, এই কার্যক্রম থেকে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক বিকাশ, তাদের সমস্ত আত্মিক আগ্রহ ও অভিলাষ এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের

ভূমিকার ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাচ্ছি। অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে, এবং যেভাবে সমগ্র সমাজের সাংস্কৃতিক স্বার্থকে প্রভাবিত করছে, তা' আমরা বুঝতে পারছি এই কার্যক্রম থেকে। আরেক-দিকে, সংস্কৃতির "উৎপাদক" এবং "ভোক্তা"দের মধ্যে সার্বক্ষণিক মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের মঞ্চ হিসেবে কাজ করছে এই কার্যক্রম। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, নতুন ধাঁচের শিল্প-শ্রমিকদের চিন্তা ও আগ্রহের মধ্যে লেখকলেখিকা ও শিল্পীদের গভীরভাবে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করে দেওয়া, জীবন ও শিল্পকলা নিয়ে মতামত বিনিময় করা, নানা ধরনের সাধারণ ও সৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতার মোকাবেলা পোল্যাণ্ডের বাস্তবতা এবং আমাদের জীবনযাপনের ধারা ও তার নৈতিক গূঢ় অর্থ নিয়ে চিন্তা ও বিচারবিবেচনাকে অবশ্যই সমৃদ্ধ করবে।

আমাদের পার্টি সৃজনশীল কর্মীদের মতাদর্শগতভাবে অনুপ্রাণিত করতে চায়। এদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পার্টি পরিচালিত হয় একটা নতুন ধাঁচের নাগরিক সচেতনতা গড়ার কাজে মত-বিনিময় ও অংশীদারির নীতি দ্বারা। এই উপায়ে আমরা পোলিশ সাংস্কৃতিক কর্মীদের ঐতিহাসিকভাবে গঠিত জনভূমিকাকে ব্যবহার ও বিকশিত করবার প্রয়াস করছি। আমাদের সৃষ্টিশীল কর্মীদের সমিতিগুলি নিছক পেশাগত সমস্যাতে নিজেদের আবদ্ধ রাখে না। সাংস্কৃতিক বিকাশের সূত্র রচনা ও প্রয়োগের কার্যক্রমে এরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এগুলো নাগরিক দায়িত্বের কর্তব্য। আমরা এদের বেশি বেশি সুযোগ করে দেবার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করি। একই সঙ্গে শিল্পকলার কর্মীদের এবং আমাদের সমাজের মূল শ্রেণীদ্বয়ের সংযোগের চরিত্র ও সারসত্তাকে সমৃদ্ধ করি।

সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াগুলির পরিচালনায় জনসাধারণের সংস্থাগুলি বেশি বেশি অংশ নিচ্ছে। প্রধান কেন্দ্রগুলিতে স্বেচ্ছাসেবী সমিতিগুলো এবং সৃষ্টিশীল কর্মীদের সংঘসমূহ শ্রমজীবী জনগণের মূল সামাজিক স্তর বিন্যাস হিসেবে খবরদারির কাজ করে। তারা সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলিকে বিন্যস্ত করে, জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে প্রাণবন্ত করে দেয়, এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষীয়দের কাছে চিন্তাভাবনা ও প্রস্তাব পৌঁছে দেয়। উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্যে যে সামাজিক ও সাংগঠনিক উপকরণের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, আমাদের এই দেশব্যাপী আন্দোলনই তার স্মারক। এতে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির ওপর জনসাধারণের খবরদারির অন্যান্য উপায়গুলিকে

খাটো করা হয় না। সাধারণ পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক ঐতিহ্য এবং রীতির বিন্যাস সামনে উপরোক্ত খবরদারিকে একটি সংযোজন হিসেবেই দেখা উচিত।

সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির এবং সামগ্রিকভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কাজের সদা-উন্নয়নের। এখানে প্রধান কর্তব্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলোর এবং সৃষ্টিশীল শিল্পীর সংগঠনগুলোর ওপর। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পত্রপত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর ওপর এবং পার্টির মতাদর্শের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার সংস্থাগুলির ওপর। এক্ষেত্রে শুধু সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সাধারণ সমস্যাগুলোকেই নয়, সৃষ্টিশীল কর্মীদের মনকে যেসব নতুন সমস্যা নাড়া দেয় সেগুলিকেও জানা এবং সমাধান করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

ছাত্রলিগ ক্রিয়াসংকট: আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। প্রায় দু'বছর আগে কিছু বিরোধী মতবাদী লোক বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে তথাকথিত ব্যাখ্যামূলক বক্তৃতা দিয়ে চলতি সমস্যার ওপর মনগড়া ব্যাখ্যা চাপিয়ে ছাত্র-যুবদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল।

পোলিশ ছাত্রদের সমাজতন্ত্রী ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্যসদস্যাদের সাহায্যে আমরা জানতে পারি, যুব সমাজের কোন ধরনের প্রশ্নে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী এবং উপরোক্ত ব্যাখ্যামূলক বক্তৃতাগুলিতেই বা কি-ধরনের বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। আমরা একটা বড় রকমের প্রচারাভিযানের প্রবর্তন করি, "যুব সমাজের সঙ্গে পার্টি কথা বলছে" নাম দিয়ে। এর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মীরা, বাণিজ্যিক কর্মকর্তারা এবং সাংবাদিকরাও বক্তব্য রাখেন। যুব-সমাজকে উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে এমন সব তথাকথিত স্পর্শকাতর প্রশ্নকে ছাত্রছাত্রীরা এই সব বক্তৃতা উপস্থাপনের মাধ্যমে বাজিয়ে দেখলো। ফল হলো এই যে, উপরোক্ত যেসব ব্যাখ্যামূলক বক্তৃতা প্রথম দিকে বহু ছাত্রছাত্রীকে আকৃষ্ট করেছিল সেগুলো জনপ্রিয়তা হারাতে লাগলো এবং এগুলোর প্রতি আগ্রহও মিইয়ে গেলো। বিচার বিশ্লেষণ জগৎ স্বীকার করলো যে, ঐসব ব্যাখ্যামূলক বক্তৃতাবলীর পণ্ডিতীপনা ছিল "বিস্ময়করভাবে নগণ্যমানের।"

প্রাপ্তিলাভ: সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পার্টির নেতৃত্বপ্রদান অবশ্য জটিল ও কঠিন প্রক্রিয়া। এজন্যে যেমন মার্কসীয়-লেনিনীয় সৌন্দর্যতাত্ত্বিক নীতিগুলির সুস্পষ্ট সূত্র রচনার এবং সঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি

শিল্পকলার সৃষ্টির অনন্যতা সম্বন্ধে উপলব্ধিরও দরকার আছে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা ১৩ বছর আগে একটা বড় রকমের পরীক্ষাকার্য করি। এতে আমাদের প্রারম্ভিক উপাদান ছিল বুলগেরিয় সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য। একটি রাষ্ট্রীয় এবং জনযুক্ত সংস্থার ওপর আমরা সাংস্কৃতিক পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। এই রাষ্ট্রীয় জনযুক্ত সংস্থার ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর একটা সাংস্কৃতিক কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এতে সৃষ্টিশীল কাজের কর্মীদের সমিতিগুলোর এবং দেশের সমস্ত সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির তরফ থেকে ২০০০ প্রতিনিধি যোগ দেন। এই কংগ্রেসে সাংস্কৃতিক কাজের প্রধান প্রধান সমস্যা, শর্তাবলী ও পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা হয়। এইসঙ্গে আলোচিত হয় কোন্ ব্যাপারটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের গণতান্ত্রিক প্রকৃতির যাচাইটাই বা কোথায় হতে পারে। এই কংগ্রেস গোপন ব্যালট ভোটে সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন করে। এই ছাঁচই দলের সর্বত্র সকল স্তরে অনুসৃত হয়। রাষ্ট্রীয় জনযুক্ত ব্যবস্থাতে আরও একটি উপাদান রয়েছে। কমিটি পরিষদ নিয়োগ করে। এই পরিষদে থাকেন সৃষ্টিশীল কাজের কর্মীদের সমিতি, জনসংগঠনসমূহ সরকারী বিভাগসমূহ ইত্যাদির প্রতিনিধিরা। এর কাজ শিল্পকলার প্রক্রিয়ার প্রধান দিক-নির্দেশকগুলির সংযোগ সাধন।

একটি সামাজিক পরীক্ষাকার্য হিসেবে শুরু হয়ে এই নীতিটি এখন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমাদের অবস্থাবিশেষে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই নীতি সংস্কৃতিকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি। পার্টির রাজনৈতিক কর্মাবলীকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপক গণতান্ত্রিকতা হচ্ছে এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা।

সৃষ্টিশীল কাজের পেশার সদস্যদের রয়েছে নিজস্ব সংগঠন। বুলগেরিয়াতে এই ধরনের ১১টি সৃষ্টিশীল কাজের কর্মী সমিতি রয়েছে। তাদের বিস্তারিত বর্ণনায় যাচ্ছি না। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও এই ধরনের সংগঠন রয়েছে। এদের সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে এরা স্বাধীন, এদের কর্তৃত্ব রয়েছে এবং জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে এদের মর্যাদা। এই সমস্ত সমিতির সঙ্গে আঞ্চলিক পার্টি ও সরকারী কর্তৃপক্ষীয়দের সহযোগী চুক্তি রয়েছে। সমিতিগুলি নিজেরাই তাদের পেশাগত কাজকর্মের সংযোগসাধন করে। পার্টি এই সৃষ্টিশীল কাজের সমিতিগুলির, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃত্বের সঙ্গে এবং শিল্পী, বিজ্ঞানী এবং সাংস্কৃতিক

ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করছে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে রয়েছেন ২৫ জন বিশিষ্ট বুলগেরিয়ান লেখক-লেখিকা ও শিল্পী। আমাদের পার্লামেন্টে রয়েছেন ২০ জন। লেখক সংঘের অধিক সদস্য-সদস্যাই কমিউনিস্ট।

বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক ও বৈষয়িক উৎসাহের ব্যাপারটির উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। এই ধরনের ব্যবস্থার ছক তৈরি করা বেশ কঠিন কাজ। কারণ, সমাজতান্ত্রিক সমাজে শিল্পকলার কর্মীদের পারিশ্রমিকও সাধারণ পারিশ্রমিক ব্যবস্থাকে ছাপিয়ে যেতে পারেন না, অথচ, এই সঙ্গে গুণের বিচার করে প্রত্যেককে উৎসাহিত করারও প্রয়োজন রয়েছে। তবে আমরা এরকম একটা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছি।

আমরা ডিপ্লোমা পুরস্কার ও এ ধরনের আরও অন্যান্য উৎসাহজনক এবং সম্মানসূচক পদবী ব্যবহার করছি। এদের নৈতিক ও বৈষয়িক দুধরনেরই মূল্য রয়েছে। সৃষ্টিশীল কাজের সমিতিগুলোর নিজস্ব পুরস্কার রয়েছে। সাম্প্রতিক একটি সিদ্ধান্তে সাংস্কৃতিক কমিটিকে সৃষ্টিশীল কাজের জন্যে একটি অর্থভাণ্ডার খুলতে বলা হয়েছে। সৃষ্টিশীল কাজের সমিতিগুলোতে এই অর্থসংস্থান খুব উপযোগী।

আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা এই যে, সৃষ্টিশীল কাজের জন্যে নৈতিক ও বৈষয়িক উৎসাহ দেবার একটি কার্যকরী ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের। আমরা এই ব্যবস্থাটিকে নিয়তর করার জন্যে সবসময়েই সচেষ্ট রয়েছি, কারণ এতে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পার্টির নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা হবে।

কমরেড কানভেস্‌কুকে প্রশ্ন: বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা বোঝাতে চেষ্টা করে আসছে যে, একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে পার্টি এবং বুদ্ধিজীবীরা ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগী হওয়া দূরে থাকুক বরং কার্যত পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পার্টি বুদ্ধিজীবীদের কাজের তত্ত্বাবধায়ক বিশেষ। অথচ সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিপুল শ্রেষ্ঠত্বই এইখানে যে, বুদ্ধিজীবীরা পার্টি এবং জনগণের রচিত সাধারণ দূর-প্রসারী লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত হয়ে শুধু যে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করছেন তাই নয়, তারা নিজেরা নিজেদের সৃজনশীল ও বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য স্থির করে নিচ্ছেন, পার্টির কাছে প্রস্তাব দাখিল করছেন এবং সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করার নিজস্ব উপায়েরও অধিকারী থাকছেন। এই "পরস্পরের পরিপূরক সংযোগসাধন" কি ধরনের প্রয়োগের মাধ্যম পাচ্ছে? সেই উপায়টি কি, যার দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসা প্রত্যেকটি

মূল্যবান উদ্যোগকে সার্থকতা দেওয়া হচ্ছে? স্বাধীন সৃষ্টিশীলতার বিশেষ সৃষ্টিটিই বা কি? বুদ্ধিজীবীরা তো শুধু বৈনন্দিন চাহিদাগুলোকে পূরণ করেনা; তাদের নিজস্ব একান্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে যার দ্বারা তারা অনেক সময়ে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের তৈরি করা সবকিছুর মধ্যে পার্টি কিকরে সবচেয়ে মুখ্যপথটি বেছে নেয়? এর মানদণ্ডটিই বা কি ধরনের?

কনিভেস্কু: আমি ইতিপূর্বেই পার্টি ও রাষ্ট্রের তরফ থেকে দেয়া দায়িত্বগুলোর কথা বলেছি। এর অর্থ এ নয় যে, বুদ্ধিজীবীদের কোনো স্বাধীন উদ্যোগ নেই। বরং স্বাধীন উদ্যোগ আছে, এবং বিভিন্ন রূপে এর অভিব্যক্তি ঘটছে। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি একটি বর্ধিত সভায় কৃষির উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছিল। হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞান একাডেমিও গত বছর তার বর্ধিত সভায় এই বিষয়টির ওপর আলোচনা করেছে। এই বিষয়টিতে দেশের জলসম্পদ এবং বিশেষকরে বালাতন হ্রদের ভবিষ্যতের প্রতি সবলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক উপকরণ এই হ্রদকে দূষিত করছে। স্বভাবতই আমরা এই বিষয়টিকে বিবেচনা করি এবং প্রতীকারের ব্যবস্থাও করি। তারেকটি দৃষ্টান্ত। এই সেদিন আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশগুলোর বাস্তবায়ন কতটা হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখছিলাম। বিজ্ঞান একাডেমির সভাপতিমণ্ডলী মন্তব্য করলেন যে, এই সব নির্দেশের বেশ কয়েকটাই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; মূল বিজ্ঞানের গবেষণার প্রতি এতে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে কম। আমি এ প্রসঙ্গে বলতে চাইছি, হাঙ্গারীতে জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৩·৫ ভাগ বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে ব্যয় করা হয়, যাতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ৮৬ হাজার। সমীহ করার মতো এই রকম দল। এইকারণে বিজ্ঞান একাডেমির সভাপতিমণ্ডলী প্রয়োগ ও মৌলিক গবেষণার অনুপাতটিকে সঠিক করে নেয়ার তাগিদকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন।

এরপরেও আরেকটি দৃষ্টান্ত। কয়েক বছর আগে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা "দারিদ্র্য" সমস্যাকে খতিয়ে দেখার প্রস্তাব দেয়। দারিদ্র্য কি? আমাদের আশ্চর্য লেগেছিল। কিন্তু গভীরভাবে ভেবে দেখার পরে আমরা এই গবেষণার খরচ অনুমোদন করলাম। আমরা যারা একাডেমির সদস্য হিসেবে বিষয়টিকে বিবেচনা করে দেখছিলাম, তারা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, যদিও জনসংখ্যার একটি নামমাত্র অংশ এর আওতায় পড়ে, তবু সমস্যাটাকে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। গবেষণা থেকে কতকগুলো আগ্রহোদ্দীপক

সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এলো। এগুলো আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলোর এবং শিক্ষানীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে উল্লেখ্য যে, হাঙ্গেরীয় যাযাবরদের (জিপসী) অবস্থানকে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেন। আমাদের দেশে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার জিপসী আছে। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৩·৫ ভাগ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের দরিদ্রজন হিসেবে গণ্য করা যায়। এই বিশেষ গবেষণার রিপোর্টগুলোকে আমাদের কোন কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের সময় ব্যবহার করা হয়েছে, ভবিষ্যতে ব্যবহার করা হবে।

অবশ্য পার্টি এবং বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কের আরও একটি দিক রয়েছে। এরকম ঘটনাও ঘটে যে, কোনো একজন লেখক এমন একটি সমস্যার কথা উত্থাপন করেন যেটি নিয়ে বেশ কিছু কাল ধরে রাজনৈতিক গবেষণা চলে এলেও এখনও সমাধান হয় নি। এক্ষেত্রে ধারণাটার সৃষ্টি হয় এরকম যে, ঐ লেখক একধরনের "অগ্রগামী শক্তি"র কাজ করছেন, যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপারটা হলো, সমস্যাটা যে-বিবেচনাধীন সেভাবেই তিনি জানেন না। এই ধরনের ব্যাপারে পরিস্থিতিটা কতদূর গড়িয়েছে এবং সমস্যাটার প্রকৃতিটা জনেইবা কি করে হচ্ছে তা খোলামেলাভাবে ব্যাখ্যা করা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। আমরা এই কাজটা করছি। লেখক সংঘের প্রস্তাবক্রমে আমরা সাম্প্রতিকভাবে 'হাঙ্গেরী আবিষ্কার" নাম দিয়ে একটি গ্রন্থমালা প্রকাশ করছি। এই গ্রন্থমালায় আমাদের আশেকের দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক সমস্যাগুলোর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছি। কিন্তু যে প্রশ্নটা আমাকে করা হয়েছে সেটা আমাদের আলোচ্য সমস্যাগুলোর পরের দিকে পড়ে। এ-বিষয়ে আমি একটু উল্লেখ্যযোগ্য আসবো।

হ্যালিনা ক্রাইসকা: আমি এখানে একটি মন্তব্য যোগ করতে চাই। একথা সত্য যে, পার্টি এবং বুদ্ধিজীবীদের কোন কোন সময়ে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা প্রাণকেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু বাস্তব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। পার্টির একটা শক্তিশালী অংশ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত, আবার বুদ্ধিজীবী-দের একটা শক্তিশালী অংশ পার্টির সদস্য-সদস্যা। ১৯৭৬ সালের শেষ নাগাদ দেখা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকার শতকরা ৩০ ভাগ এবং সংস্কৃতি ও শিল্পকলার কর্মীদের শতকরা ২৬·৫ ভাগ পার্টি সদস্য-সদস্যা। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি এবং সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী দুটো ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত প্রাণকেন্দ্র। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা সমাজের পার্টি নেতৃত্বের প্রয়োজনকে গ্রহণ করেছেন।

কর্মিডেসূত্র ঃ বৈষয়িক বাস্তব সম্বন্ধে সর্বোচ্চ জ্ঞানে, প্রকৃতি-প্রপঞ্চের উন্মোচন ও ব্যাখ্যাতে, সামাজিক বিকাশ এবং আমাদের বাস-জগতের বিধি-বিধানকে জানায়, এবং যাবতীয় সত্য ও আধুনিক জ্ঞানকে ব্যাপকভাবে প্রচার করার ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক সমাজ মৌলিকভাবে আগ্রহী। স্বভাবতই আমরা আন্তরিকভাবে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পকলাগত সৃজনশীলতার স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করি, তাকে সম্মতি ও উৎসাহ জোগাই। এর কারণ একদিকে বস্তুগত বৈজ্ঞানিক এবং শৈল্পিক সত্য এবং অন্যদিকে সৃষ্টির স্বাধীনতা। এরা উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক। পরস্পরকে ছাড়া এদের অস্তিত্ব রক্ষাই সম্ভব নয়।

আমাদের সৃজনশীল বুদ্ধিজীবীরা তাদের ওপর ন্যস্ত আস্থায় সাড়া দিয়েছেন। এদের অপরিমেয় অধিকাংশ প্রতিনিধি তীক্ষ্ণ দায়িত্ববোধ নিয়ে তাদের সৃষ্টির স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করছেন। এর কারণ এই যে, স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ এবং প্রগতির জন্যে তাদের উৎসর্গীকৃত হওয়ার ব্যাপারটা যে অবিভাজ্য তা এরা জানেন এবং তা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা ও দায়িত্ব এমন একটি সমগ্রতার উপাদান, যাকে ধ্বংস করা যায় না।

প্রকৃতি বিজ্ঞানের কথায় যদি আমরা আসি, তাহলে দেখবো এতে এমন একটি বিষয় নেই, এমন একটি বৈজ্ঞানিক সমস্যা নেই যার বিশ্লেষণে আমাদের আগ্রহের অভাব রয়েছে। আমাদের কোন নিষিদ্ধ বিষয় নেই। কোন নিষিদ্ধ সিদ্ধান্ত নেই। তবে আমাদের সমাজের বৈষয়িক চাহিদা এবং আমাদের বৈষয়িক সঙ্গতির সীমার দরুন আমরা আমাদের গবেষণার সামগ্রী বাছাই করতে কিংবা বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ নির্দিষ্ট করতে বাধ্য হই। একথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজিক বিজ্ঞানের কথা যদি ধরি, তবে দেখবো এখানে জনসাধারণের খবরদারি শুধু এইটুকুতেই যে, যদি বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষাতে অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে তবে আমরা তা প্রকাশ করবো কিংবা প্রকাশ করবো না। পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তগুলোকে প্রথমে পেশাগত বিবেচনা-কেন্দ্রে পেশ করা হয়। কোন কোন সময়ে গভীর পর্যালোচনা দ্বারা সিদ্ধান্তসমূহের শুদ্ধতা সাব্যস্ত হবার পরই শুধু গবেষণার ফলাফলের ব্যাপক প্রচার বাঞ্ছনীয় হয়।

আমাদের দেশে সৃজনশীল কাজের স্বাধীনতা বলতে প্রথমত এবং প্রধানত বোঝায় সমাজতান্ত্রিক শিল্পকলা, অগ্রগামী-পক্ষ বাস্তববাদী স্বপ্নসাধনা, শিল্পকলা ও বাস্তবের এবং শিল্পকলা ও জনগণের মধ্যে ব্যাপক সংযোগের প্রতি সমর্থন

প্রদান। আমাদের পার্টি একজন শিল্পীর কাজের বিষয়বস্তু, শৈলী কিংবা শিল্প-রূপের ব্যবহারপত্র ঠিক করে দেয় না। আমরা জানি, যেকোন শিল্পকলার কাজের সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে তার রচনাকারের জীবনদর্শন এবং বাস্তবের প্রতি তার মনোভাবের ওপর। শৈল্পিক আত্মপ্রকাশনা এবং স্বাধীনতাকে আমরা দেখি আমাদের পার্টির নীতিসংক্রান্ত বিবৃতির নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করে: "সাহিত্য ও শিল্পকলা সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের সত্যসন্ধ চিত্র উপস্থাপিত করে এবং শ্রমজীবী মানুষের নির্মাণমূলক প্রয়াসে সমাজতান্ত্রিক চেতনা গড়ে তোলা কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়।"

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী শিল্পকলার প্রাকৃতি হচ্ছে, সামাজিক প্রগতির অনিবার্য-সহগামী নানা বিরোধ ও মানবীয় সংঘর্ষের বর্ণনা এবং প্রতিফলন। এখানে প্রশ্ন এই নয় যে, শিল্পী পরস্পরবিরোধী সামাজিক ঘটনাবলী, জরুরী সমস্যাসমূহ এবং বর্তমান দোষত্রুটিগুলোকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করছেন কি করছেন না। প্রশ্নটা হচ্ছে, শিল্পী কিভাবে একাজ করছেন। শিল্পী কি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দায়িত্ববোধ নিয়ে উপরোক্ত বিষয়বস্তু-গুলোকে তাদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক তাৎপর্যের পটে বাস্তবসম্মত-ভাবে উপস্থিত করছেন? শিল্পী কি পাঠক-পাঠিকার কাছে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের সত্য প্রকৃতিকে উপস্থিত করছেন? বিভিন্ন শিল্পরূপের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আধারে শিল্পী কি সমাজতান্ত্রিক প্রেরণার ওপর ভর করে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিরোধ ও প্রশ্নাবলীর ওপর জোর দেয়া মতো অবস্থান নিতে পেরেছেন? বর্তমানে যেসব প্রবণতা ও শক্তি বিভিন্ন সমস্যা ও বিরোধের মীমাংসার নিশ্চিতা দিতে পারে সেগুলোকে দূর প্রসারী অর্থময়তার পটে স্থাপন করে, শিল্পী কি তাদের চিত্রায়িত করছেন?

আমাদের সৃজনশীল বুদ্ধিজীবীদের অপরিমেয় অধিকাংশই উন্নত সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের কাজকে একটি জাতীয় কার্যক্রম হিসেবে, ব্যাপক কর্মক্ষেত্র এবং আকর্ষণীয় শৈল্পিক প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সমাজতন্ত্রের এইসব সচেতন সমর্থকদের পাশাপাশি রয়েছেন তারাও যাদের জীবনদর্শন ও সৃজনাত্মক কাজ এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক হয়ে ওঠেনি এবং অতীতের নানা ছায়া এবং স্ববিরোধিতার ভার থেকে থেকে যারা মুক্ত হতে পারেন নি। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সমস্ত মানবিক শিল্পকর্ম ও সকল সত্যকার শৈল্পিক মূল্যবোধেরই স্থান সঙ্কুলান হতে পারে। তবে একই সঙ্গে অবশ্য আমাদের মিত্রদের প্রতি আমাদের পার্টি-নীতি হলো এই যে, একদিকে

আমাদের অবস্থানকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবার জন্যে এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক মৈত্রীকে দৃঢ়তর করার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক মিত্রদের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎকে কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে অগ্রভাগেই অমার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে নেয়া দরকার। আন্তর্জাতিক প্রমাণ করেছে যে, সুসঙ্গত ও নীতিভিত্তিক আলাপ আলোচনায় আমাদের রাজনৈতিক মৈত্রীর সম্পর্কগুলো দুর্বল না হয়ে বরং শক্তিশালী হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় মার্কসীয় সমালোচনা একটা বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। কারণ সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোর প্রতি সমর্থন এবং জনসাধারণের মধ্যে সেগুলোর প্রচারের ভাগিদের মধ্যে জড়িত রয়েছে ভাঙ্গনপ্রবণতা ও অবক্ষয়ের সমস্ত রকমের অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্মম সমালোচনা।

আমাদের দেশে খুব স্বাভাবিকভাবেই নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, অমানুষিকতা এবং সমাজতন্ত্রবিরোধী মৌতুকতার জন্যে কোন স্থান নেই।

আমরা যে মতাদর্শগত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যে উঠে পড়ে লাগি নি, বরং সামনে এগিয়ে যাচ্ছি এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান ও তার অনাত্মকতায় নব নব সংযোজন করতে চাইছি, একথাটাকে আমরা চেপে রাখতে চাই না। বুর্জোয়াদের মতাদর্শগত আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে, সুতরাং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের মতাদর্শগত সংগ্রামকে প্রসারিত করাটা সবিশেষ প্রয়োজনীয়। আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত যে, মতাদর্শগত অস্ত্র প্রয়োগ করে আমরা অমার্কসীয় চিন্তার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে জয়ী হবো। একমাত্র এই উপায়েই আমরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করবো যে, আমাদের সমস্ত বুদ্ধিজীবীই সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতকে বুঝে নিতে পারবেন এবং গ্রহণ করবেন। একমাত্র এই উপায়েই তাঁদের দৈনন্দিন বাস্তব কাজকর্মের ভিত্তিতে এবং এইসঙ্গে নীতিভিত্তিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমরা আমাদের নীতির শুদ্ধতা সম্বন্ধে তাদের আশ্বস্ত করবো এবং এর বাস্তবায়নে তাদের আন্তরিক সহযোগিতা আদায় করে নেবো।

স্তেপ নং ৩ঃ সৃজনশীলতার সমস্যা নিয়ে পুঁজিবাদী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত আকাশ-পাতাল ভাবনা-চিন্তা নিয়ে খুব বেশি বক্তব্যের প্রয়োজন নেই আমাদের। আমরা নিজেরা এই সমস্যাটিকে কিভাবে দেখি? স্বাধীনতার ধারণাকে আমরা কিভাবে অথবহ করে তুলতে চাই?

আমরা যে শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার বিবেচনা শুরু করি, একথাটা তো বলাই আছে। আমরা যখন বৈজ্ঞানিক কিংবা শৈল্পিক সৃজনশীলতার

স্বাধীনতার কথা বলি, তখন এই সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়টি হলো নিম্নরূপ: "একজন বিজ্ঞানী অথবা লেখক কিংবা লেখিকা কি সৃজনশীলতার প্রক্রিয়ার বিধিবিধানগুলিকে বাস্তবায়িত করতে সমর্থ? অর্থাৎ তারা কি সত্যের সন্ধানে নির্বাধে এগিয়ে যেতে সমর্থ?" এইটেই হচ্ছে বিষয়টির মর্মস্থল।

ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি যে, এই প্রক্রিয়াটি বস্তুগত অবস্থাসমূহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোন স্বয়ম্ভর প্রক্রিয়া নয়। না, এই প্রক্রিয়াটি বরং সর্বোপরি সামাজিক ঐতিহাসিক অবস্থা এবং শ্রেণী স্বার্থ দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। এক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্র তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। এর কারণ এই যে, সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণী সত্যের অনুধাবনে যত গভীরভাবে আগ্রহী, অন্য কোন সমাজ বা শ্রেণী তত নয়। যারা আমাদের সমালোচনা করে, এ ব্যাপারটা তাদের জ্ঞানের নাগালে নেই।

উপরোক্ত একই অবস্থান থেকে আমরা আলাপ-আলোচনা, মতামতের লড়াই এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর 'স্বাধীনতার' প্রশ্নকে বিচার করি। আমাদের সমালোচকেরা বলে থাকে যে, বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক সৃজনশীলতার স্বাধীনতার মধ্যে থাকা চাই চূড়ান্ত বিভিন্নমুখী প্রবণতা, চিন্তা-গোষ্ঠী এবং বাগ্‌বিধির রীতির স্বাধীন ও অবাধ জনপ্রবাহ। এ প্রসঙ্গে আমাদের দৃঢ়মত এই যে, প্রকৃত প্রগতিশীল রীতি ও প্রবণতা প্রকাশ পেতে এবং প্রতিষ্ঠিত হতে পারে শুধুমাত্র মতামতের লড়াই'এর মধ্য দিয়ে, প্রগতিশীল চিন্তাকে সক্রিয়ভাবে রক্ষা করে। এটা স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। এটা বরং স্বাধীনতার কঠোর শর্ত।

আলাপ আলোচনা এবং মতামতের লড়াই ছাড়া বিজ্ঞান এগোতে পারে না। আমাদের পার্টি তার কয়েকটি দলিলপত্রে এই ধরণের মতামত বিনিময়ের ঘাটতির উল্লেখ করেছে। পার্টি কঠোরভাবে এই আলাপ আলোচনায় প্রশাসনিক খবরদারির নিন্দা করেছে। আমাদের বিজ্ঞানীদের প্রতি পার্টির পূর্ণ আস্থা রয়েছে। একই সঙ্গে পার্টি তাদের মধ্যে সমাজের প্রতি দায়িত্ব-বোধ সঞ্চারিত করছে। বিজ্ঞানী সংস্থাসমূহের মধ্যেকার পার্টি সংগঠনগুলোর জন্যে পার্টি কংগ্রেসে এবং বার্ষিত অধিবেশনে যেসব নীতিনির্দেশ রচিত হয়েছে, সেগুলিতে এইসব প্রশ্নের অভিব্যক্তি ঘটেছে। কার্যত প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রে যেসব পদ্ধতি প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতেও এই প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বুলগেরিয়ার কমরেডদের কাছে প্রশ্ন: বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে প্রচলিত

ধারণা এই যে, বুদ্ধিজীবীরা সবসময়েই সমালোচনা-প্রবণ হন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বিজ্ঞানের কোন একটা ক্ষেত্রে নিয়োজিত বুদ্ধিজীবীরা এই ক্ষেত্রটিকে শুধু এর দূর পারস্পেক্ষিতেই দেখে থাকেন এবং অনেক সময় চূড়ান্ত আদর্শের মাপকাঠিতে একটা বর্তমান বাস্তবের পরিমাপ করেন। এই ব্যাখ্যাটা যথেষ্ট হলোনা, তবে এই ধরনের মনোভাবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার আমাদের সবাইকেই করতে হয়। সুতরাং প্রশ্ন: কোন কোন সমালোচনা-প্রবণ ব্যক্তিকে দূরে সরিয়ে দেবার ব্যাপারটাকে আমরা কি করে রুখতে পারি? নির্মাণমূলক কাজে কি করে তাদের সমালোচনার মুখ ঘুরিয়ে দিতে পারি?

প্যাটেলভ: আমি জোর দিয়েই বলবো, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার উভয় ক্ষেত্রেই সমালোচক মনোভাব সক্রিয়ভাবে বিকশিত হচ্ছে। আমাদের চলচ্চিত্রের শিল্পকলার গত কয়েক বছরে এই ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের কর্মীরা, বিশেষ করে অন্যান্য দেশের কর্মীরা বুলগেরিয়ার চলচ্চিত্রকলার চমকপ্রদ অগ্রগতি লক্ষ্য করেছেন। আমাদের কয়েকটি আকর্ষণীয় ছবি সমালোচনা মুখর। একই ব্যাপার সাহিত্যে, নাট্যমঞ্চে, চারুকলার কয়েকটি বিভাগে লক্ষনীয়। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটি কি? আমাদের বলা হয়েছে, বস্তুটি হলো এই সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমি এই সঙ্গে যোগ করবো সমালোচনার লক্ষ্য। আমাদের দোষত্রুটিগুলোকে নিয়ে যে কেউ তীক্ষ্ণভাবে এবং এমনকি নিষ্ঠুরভাবে সমালোচনা করতে পারে। করুক। কিন্তু সবকিছুই নির্ভর করে সমালোচনা কি ফলাতে চায় এবং ভুলত্রুটি শোধরাবার জন্যে সক্রিয় সহযোগিতা করতে চায় কিনা তার ওপর। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমালোচনার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্টির প্রথম লক্ষ্য হলো, সমালোচনার উদ্ভব কোন্ কোন্ সমস্যা থেকে ঘটছে এবং এই সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণে ও সমাধানে বুদ্ধিজীবীদের কিভাবে কর্মী হিসেবে টানা যায় তা দেখা। সমাজতান্ত্রিক সমাজের অফুরন্ত অন্তঃশীল সামর্থগুলোকে উদ্ঘাটিত ও নিয়োজিত করার মধ্যে দিয়েই সমালোচনা হয়ে ওঠে ইতিবাচক গুরুত্বের অধিকারী।

আমরা জানি আমাদের কোন কোন পশ্চিমী বৈরী সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায় এই ভাবে যে, বর্তমান সমাজতান্ত্রিক শিল্পকলায় এটা ছাড়া আর কোন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত নয়। সমালোচনার রাজনৈতিক বিন্যাস সম্বন্ধে তাদের যে ধারণা, সেটাকেই তারা আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মীদের ওপর চাপিয়ে দেবার জন্যে উদগ্রীব। কিন্তু এখানে

আমি জোর দিয়ে এর পাল্টা কথাটাই বলবো। এটা ঠিক যে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে একাদকে যেমন আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্মিষ্ঠ কর্মীরা যেসব সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা করেন তা অত্যন্ত কঠোর এবং মর্মভেদী হয়, তেমনি আমাদের সাহিত্যে, নাট্যমঞ্চে, চলচ্চিত্রে ও চারুকলায় যে সমালোচনা থাকে তাও কঠোরতম এবং গভীরতম। কিন্তু এ সমস্ত সমালোচনাই করা হয় আমাদের সফলতাগুলির অবস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে। এর চেয়েও বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কথাটা এই যে, এই সমালোচনার উদ্দেশ্য থাকে আমাদের সাফল্যগুলিকে সংহত ও বিকশিত করার দিকে। বুর্জোয়া পুঁজিবাদী জীবনের ধারাকে নাকচ করার জন্যে আমাদের অতীত সাহিত্যে ও শিল্পকলাতে যে সমালোচনার ধারা, তার জায়গা নিচ্ছে এখন এক নতুন সমাজের আদর্শ ও মূলবোধগুলির প্রতিষ্ঠার তাগিদ। কোন কিছুকে সোজাসুজি নাকচ করে দিতে পারাও সহজসাধ্য সন্দেহ নেই কিন্তু নির্মাণের কাজে দরকার পড়ে গভীর ও গভীরতর উপলব্ধি, আগ্রহ, আমাদের সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে সহকর্মিতার। আমার বক্তব্য এই যে, উপরোক্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নির্দিষ্ট করে দেয়, আমাদের সমাজের সত্যকার বুদ্ধিজীবী তৈরি করা সম্ভবপর।

পেলিশ কমরেডদের কাছে : প্রশ্ন: আপনারা অন্যান্য আলোচকদের সঙ্গে একযোগে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পার্টির কাজের রূপরেখা দিয়েছেন। এই রূপরেখা বহুলাংশে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশেই এক ধরনের। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন। এইসব নীতি যদি লঙ্ঘিত হয়, তবে অবস্থাটা দাঁড়াতে পারে কিধরনের? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সৃজনশীল কাজের প্রক্রিয়াতে রূঢ় হস্তক্ষেপ কিংবা প্রশাসনিক চাপ চাপিয়ে দেওয়া হলে পার্টি তার বিরুদ্ধতা কি ভাবে করে? পার্টিনীতি-লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকবচ রয়েছে কি?

গওরস্কি: আমি প্রথমে সাধারণ পশ্চাদ্‌পটের বয়েকটা দিককে সামনে আনতে চাই।

ইতিপূর্বে আমরা বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছি, আমাদের লেখক-লেখিকা ও শিল্পীদের মধ্যে যার নিশ্চিতসূচক অধিকাংশই পার্টির নীতিকে গ্রহণ করেছেন, যদিও এর অর্থ এই নয় যে, কোন বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর সেখানে অস্তিত্ব নেই। সেইসব 'বুদ্ধিজীবী'দের কথাই ধরা যাক যাদের আমরা এই বলে জানি যে, তাঁরা অতিবয়স্কতার দরুন এক অনুচ্চ স্তরে উঠে বসে ছেন। ধরে নেয়া হয় যে তাঁদের ওপর শ্রেণী-নির্দেশনা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এদেরই সৃজনাত্মক কাজ এমনসব প্রশ্ন উত্থাপন করে বসে, যেগুলো রীতিমতো বুঝতে

দেয় যে এই ঘটনাটাও পার্টি নীতির সহায়ক। এই বিশেষ গ্রুপটি বেশি বেশি করে পার্টির প্রতি ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। পার্টির সঙ্গে এর সম্পর্ক যে অব্যাহত থাকছে, এই ঘটনাটিকে আমরা গুরুত্ব দিতে চাই।

অপর দিকে আমাদের সৃজনশীল কাজের যুবকর্মীদের একটা অংশ কিছুটা নীচু স্তরের আত্মসচেতনতাতে ঠেকে রয়েছে। এরা জনসাধারণের জীবন থেকে দূরে সরে থাকে এবং নৈরাজ্যবাদী অযৌক্তিকতার অবস্থান নেয়। এছাড়া এমনসব লেখকদের কথা আমরা জানি যারা বুদ্ধিজীবীদের তথাকথিত সমালোচনাপ্রবণ জনভূমিকা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। এরা সেইসব বিদেশী প্রচারকেন্দ্রের সহজ শিকার হয়ে বসেন- যারা এই ভ্রান্ত লেখকদের নিয়ে একটা বিরোধী শক্তি গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আমরা আমাদের কাজকে কত ফলপ্রসূ করতে এবং কত নমনীয় রাখতে পারছি, তার ওপর এইসব বিভিন্ন গ্রুপের লেখক-লেখিকাদের প্রভাব নির্ভর করছে। আমরা এই ধরনের কাজকে আরও বেশি জোরদার করছি এবং গৃহীত মূল নীতি থেকে না সরে আরও বেশি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এই কাজ চালাচ্ছি।

আমি মনে করি, সৃজনশীল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেকার পরিস্থিতির অক্লান্ত বিশ্লেষণই হচ্ছে সৃজনশীল কাজের প্রক্রিয়াতে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। এই বিশ্লেষণ যেসব কার্যসূত্র প্রণয়ন করবে, সেগুলো শুধু বিশেষ বিশেষ গ্রুপ ও সমিতির সঙ্গে বসেই করা হবে না, সেগুলো স্বতন্ত্র ব্যক্তিরও সহযোগিতা নেবে। আমরা ইতিমধ্যেই এই ধারাতে এই ধরনের গবেষণা চালাচ্ছি এবং একে আরও জোরদার করার পরিকল্পনা করছি। সৃজনশীল কাজের সমস্ত দিকে বিশেষকরে পার্টি সদস্য-সদস্যাদের সঙ্গে সঙ্গে সৃজনশীল ভ্রাতৃ-সমাজের সদস্য-সদস্যারা সহকর্মী হয়ে উঠলে সেটাও হবে একটা রক্ষাকবচ।

উত্থাপিত প্রশ্নটির জবাবে আমি আরও বলবো, সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে এমন একটা ঘটনা ঘটেনি যাতে বলা যেতে পারে, কোনো বইপ্রকাশে বাধা দেয়া হয়েছে। আমরা সমস্ত বিতর্কমূলক প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্যে চেষ্টা করছি লেখক-লেখিকাদের এবং প্রকাশনালয়গুলোর যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে। এছাড়া উপরোক্ত ধরনের প্রশ্ন সাহিত্য প্রকাশনা পরিষদে আলোচিত হবে। আমরা এই পরিষদ গঠন করতে যাচ্ছি। লেখক-লেখিকারা এতে অংশ নেবেন।

হালিনা ক্রাইসাক্কা : আমি একটা ঘটনা যোগ করবো। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারিতে সমাজতান্ত্রিকদের একটি গ্রুপ তাদের নিজেদের সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের পূর্বাহ্নে কেন্দ্রীয় কমিটির বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগের কাছে একটা তাগিদ রাখেন। যেসব কমরেড সমাজতান্ত্রিক গবেষণার প্রকাশনার ভারপ্রাপ্ত তারা লেখক-লেখিকাদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত কিছু দাবি করেছেন কিনা, সে সম্বন্ধে খোঁজখবর নেয়া হোক, এটাই তাগিদ। আমরা বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করি এবং সমাজতান্ত্রিকদের সমর্থন জানাই। অবশ্য সমস্ত রকমের ভুলবোঝাবুঝির অবসান ঘটানো বোধ করি অসম্ভব। উপায় যত নিখুঁতই হোক না কেন, ভুলবোঝাবুঝি একেবারে দূর করা যায় না। এই জন্যেই পার্টি-সংগঠনগুলোকে মীমাংসার জন্যে হস্তক্ষেপ করতে হয়। তবে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে পার্টি-সংগঠনগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে যে, তারা যেন এর নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যেই থাকে। (এদিকটা আগেই দেখানো হয়েছে।)

কর্নিভেৎস্কা : প্রকাশনা-পদ্ধতি নিয়ে পোলিশ কমরেডরা যেসব কথা বলেছেন, আমি তাতে একটা কথা যোগ করতে চাই। আমাদের কোনো প্রাক্-অনুমোদন ব্যবস্থা (প্রায়র সেন্সরশিপ) নেই। তবে কোনো কোনো সম্পাদকমণ্ডলী ও প্রকাশনালয়ের কাজের ওপর আমাদের কঠোর দৃষ্টি পড়ে। এদের ভুলত্রুটির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হচ্ছে এদের কাজের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ। আমাদের বাস্তব অবস্থাতে এই পদ্ধতি উত্তম পদ্ধতি বলে প্রমাণিত হয়েছে। এজন্যে যদি কোনো সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে, তাহলে তার কারণ এইযে, আমরা বরাবর সঙ্গতি রেখে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করি না।

সৃজনশীল কাজের তরুণবয়সী কর্মীদের সম্পর্কে আমাকে দুএকটা কথা বলতে দিন। আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলোর দিকে। এইসব তরুণবয়সীর কাছে বিপ্লবের প্রারম্ভিক বছরগুলোর বিরাট যুগান্তকারী পরিবর্তনগুলো হচ্ছে ইতিহাসের পাতা। আমরা যে অগ্নিপরীক্ষা পার হয়ে এসেছি তাকে এরা জানে পাঠ্যপুস্তক থেকে, বাবা মার মুখে শোনা গল্প থেকে কিংবা সাহিত্য থেকে। এদের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। এ কারণেই আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে যাতে এরা নিজেদের মধ্যে চারিয়ে নিতে পারে সেজন্যে আমাদের তরফ থেকে এদের সাহায্য করা একান্ত দরকার। কিন্তু এখন পর্যন্ত এবিষয়টিকে আমরা যথোচিত গুরুত্ব দিইনি। উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মার্কসীয় প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি করতে হবে আমাদের। ছাত্রছাত্রীদের এমনভাবে সাহায্য করতে হবে যাতে

তারা তাদের নিজেদের পার্টি এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে বুঝে নিতে পারে। যাতে নতুন উদীয়মান বুদ্ধিজীবী-প্রজন্মের মধ্যে এই অভিজ্ঞতার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে, সেজন্যেও আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই তরুণসমাজকে যে ভিত্তিভূমি আমরা দিচ্ছি তার উন্নতিবিধান করতে হবে। এদের জন্যে বেশি বেশি আগ্রহোদ্দীপক পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে হবে, যাতে থাকবে আমাদের অতীত নিয়ে গভীরতর নিরীক্ষা এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পূর্ণতর প্রতিফলন। সত্য সন্ধ এবং বিশ্বাসজাগানো কথা না বলতে পারলে আমরা এক্ষেত্রে এগোতে পারবো না।

* * * *

লেনিন তাঁর "পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য" নিবন্ধে যে তত্ত্ব দিয়েছেন এবং বিশেষকরে পার্টি এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবন এবং "এর সমাধার ব্যাপারে যে-কোনো গৎবাঁধা ব্যবস্থার" অগ্রহণীয়তা নিয়ে যে কথা বলেছেন, তা আজও বলবৎ রয়েছে। এ সম্বন্ধে গোলটেবিল বৈঠকের আলোচকরা একমত হয়েছেন। (লেনিনের উক্তিটি কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১০ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। বৈঠকে সবাই একমত হয়েছেন যে, সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। স্বভাবতই এবারকার আলোচনাটি শুধুমাত্র একেবারে সাধারণ প্রশ্নগুলোতে সীমিত থেকেছে। একথাও ঠিক যে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কাজের বিষয়টির যথাযথ তারতম্য বিচারকে শুধু সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর কমিউনিস্টদের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে পুঁজিবাদী ও উন্নতিকামী দেশসমূহের কমিউনিস্টদের মধ্যেও আলোচনা করা দরকার। গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা এ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, এসব দেশের কমিউনিস্টরাও যাতে তাঁদের বক্তব্য জানাতে পারেন সেজন্যে যেন ডব্লিউ. এম. আর ব্যবস্থা করেন।

কৃষিসমস্যা ও উন্নয়নশীল দেশে কৃষকদের ভূমিকা
আন্তর্জাতিক তত্ত্বগত সম্মেলন

সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে কৃষক

কৃষিতে প্রগতিমূলক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামের পরিধি ও ফলাফল বিপুলভাবে নির্ভর করে কৃষকদের উপর। এই কৃষকরাই হল এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে জনসংখ্যার বিরাট অংশ। কিন্তু সামাজিক অর্থে কৃষকেরা সমধর্মী নয় এবং অনেক বক্তারাই জোর দিয়ে বলেছেন যে, যে-সব শক্তি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিচ্ছে অথবা নেতৃত্বের জন্য সংগ্রাম করছে এবং যে-সব সংগঠন শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান গ্রহণ করেছে তারা যদি কৃষকদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পার্থক্য না করে, তবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত মারাত্মক ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে।

কৃষকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জনসংখ্যার অন্ততপক্ষে ৪টি বিভিন্ন শ্রেণী বা স্তর এবং এরা তিনটি অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত। প্রথম স্তরটি হল গোষ্ঠীভুক্ত কৃষক—এর ভিত্তি হল জীবিকাপ্রধান পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো এবং এগুলো অধিকাংশ এশীয় দেশগুলিতে ব্যাপক সামন্ততান্ত্রিক শোষণ পদ্ধতির ও গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকায় গোষ্ঠী ও উপজাতীয় জীবন ধারার দৃঢ়ভিত্তিক অবশেষগুলির মধ্যে চিহ্নিত রয়েছে। দ্বিতীয় স্তর হল পাতি-বুর্জোয়া। ক্ষুদ্র পণ্য-কাঠামোর উপর এই স্তরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং গোষ্ঠী ও উপজাতি প্রভৃতি ভাঙনের প্রক্রিয়ায় এই কাঠামো গঠিত হয়। তৃতীয় স্তর (ক্ষুদ্র গ্রাম্য ব্যবসায়ী) এবং চতুর্থ স্তর (ক্ষেত মজুর) ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত।

যে-উত্তরণ অবস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলির সমগ্র সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্য তা গ্রামাঞ্চলে সামাজিক কাঠামোকেও প্রভাবিত করে এবং বিভিন্ন মধ্যবর্গের উদ্ভব ঘটায়।

এই অবস্থাগুলি হল কৃষিতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান

শেষ অংশ। আগের অংশের জন্য ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যার ডবলু এম আর দ্রষ্টব্য।

চিত্রের জীবন্ত প্রকাশ। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রকাশ্য ও সামাজিকভাবে অসুস্থ প্রতিরূপ হল জনসংখ্যার একটি বিশেষ গোষ্ঠী, যাদের সদস্যসংখ্যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করছে এবং যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আধা-শ্রেণীচ্যুত নিঃস্ব এবং সম্পূর্ণ শ্রেণীচ্যুত ভবঘুরে। এইসব অর্ধ বেকার ও আধা-নিঃস্ব জনগণই গ্রামাঞ্চলে "অতিরিক্ত" জনসংখ্যা বাড়িয়ে তোলে।

গ্রেনিগ তাঁর ভাষণে এই অবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে জোর দিয়ে বলেন যে নিঃস্ব জনগণ সহ এইসব বিভিন্ন ধরনের সামাজিকবর্গ অভ্যন্তরীণ ও বাইরের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্বার্থসম্পন্ন। যে-ব্যবস্থা সেকেলে ধরনের সামাজিক সম্পর্কের জন্ম দিয়েছে সেই সমগ্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না-করে কৃষকশ্রেণী এই সেকেলে সামাজিক সম্পর্কের শিকল ভাঙতে পারে না। সুতরাং কৃষক আন্দোলন বিষয়গতভাবেই শুধু কৃষি রূপান্তর ঘটানোর ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ শক্তির সূচনা করে নি, সমগ্রভাবে সামাজিক প্রগতির জন্যও এই আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। অপরপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী অধীনতা ও শোষণ ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করে বিষয়গতভাবেই কৃষকেরা বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি অর্জন করে। কৃষকেরা শুধু তার "নিজের" শোষকবর্গের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হয় নি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্যও কৃষকেরা একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।

সেই সঙ্গে গ্রেনিগ আরও বলেন যে আবার বৈপ্লবিক শক্তি হিসাবে কৃষকদের ক্ষমতাকে বড় করে দেখা উচিত নয়। কোনো সন্দেহ নেই যে কৃষকদের সমস্বার্থ অনেক বেশি গভীরতর সামাজিক মর্মবস্তু অর্জন করেছে—ফলে কৃষক আন্দোলনের কাজের পরিধিও প্রসারিত হয়েছে এবং তা সমগ্র সমাজে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু এটাও ঠিক যে তার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও বৈপ্লবিক শক্তির পথে বিভিন্ন ধরনের উপাদান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কৃষক জনসাধারণের মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য ও ব্যবহার তাদের বৈষয়িক জীবনধারা কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী অধীনতা ও শোষণ ব্যবস্থায় পুনরুৎপাদনের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল এই যে উৎপাদকের নিজের এবং তার পরিবারের ভরণপোষণের প্রশ্নই কৃষির ব্যাপক ক্ষেত্রে উৎপাদনের চালিকা শক্তি হিসাবে অব্যাহত রয়েছে। এই সব প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রভাবাধীনেই চাহিদার উপাদান নির্ধারিত হয়। উৎপাদন ও ভোগের পরিবেশগুলি উদাসীনতা,

নিষ্ক্রিয়তা ও অদৃষ্টবাদের জন্ম দেয়। উপরন্তু, কৃষক জনতা চিরাচরিত সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে নিজেদের শক্ত বন্ধন বজায় রাখে। কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার মধ্যে বাস করে।

এই অবস্থার মধ্যে কৃষকদের মৌলিক স্বার্থ যদিও বিষয়গতভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামাজিক দিক থেকে প্রগতিশীল তবু তা ঐতিহ্যগত বিচারের মানদণ্ড, বিশ্বাস ও ব্যবহারের চৌহদ্দির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় এবং তার ফলে এই অবস্থাটি শুধুমাত্র তাদের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করার পথে বাধা সৃষ্টি করে না, তা বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীগুলিকে প্রায় এমন কাজে প্ররোচিত করে যা সমাজ প্রগতির বিরোধী। প্রাক্-পুঁজিবাদী বিশ্বাস ও বিচারবুদ্ধির মানদণ্ডের শৃংখলে আবদ্ধ থেকেও কৃষক জনগণ সমাজতন্ত্রের ধর্মীয় আভরণ যুক্ত, প্রতিক্রিয়াশীল এবং আদিম ও কাল্পনিক তত্ত্বের প্রতি বিপুলভাবে আকৃষ্ট হয়। সমতা সম্পর্কে পাতি-বুর্জোয়াসুলভ মনোভাব কৃষকদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত। ব্যাপক কৃষক জনগণের দারিদ্র্য ও শ্রেণীচ্যুত অবস্থাই বামপন্থী, নৈরাজ্যবাদী, ট্রটস্কীবাদী এবং অলীক বৈপ্লবিক তত্ত্বের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

আরও যে-সব বিভিন্ন উপাদান আধুনিক কৃষকদের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে হ্রাস করে দেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি করে তা অন্যান্য বক্তারাও উল্লেখ করেন।

সুদিম্যান বলেন, একটি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে কৃষকেরা কেন দোদুল্যমানতার শিকার হয় তার অন্যতম কারণ হল কৃষকদের উপর সামন্ত প্রথা ও ধর্মের দুরন্ত প্রভাব এবং শোষকেরা নিজেদের স্বার্থে এগুলো ব্যবহার করে। শ্রেণী হিসাবে কৃষকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে তারা উৎপাদনের উপকরণসমূহে ব্যক্তি মালিকানার সঙ্গে যুক্ত থাকে (যদিও মধ্য কৃষক ও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে তা ক্ষুদ্র)। এবং এ কারণেই শ্রমিকশ্রেণীর মতো কৃষকেরা বিপ্লবে অবিচলভাবে সংগ্রাম করতে পারে না।

পশ্চাৎপদ গ্রামীণ সমাজে এখনও যে-বর্ণগত সম্পর্ক বহাল রয়েছে তার চরম নেতিবাচক ফলাফলগুলি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন থিয়াম। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, সেনেগালে বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক মুসলিম মুরিদ ভ্রাতৃত্বের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় কর্মরত ক্ষেতমজুরদের শোষণ করে। এই স্বেচ্ছামূলক কাজের কারণ হল এই যে এ-ধরনের ক্ষেতমজুরেরা সরলভাবেই বিশ্বাস করে যে যত বেশি ও যত ভালোভাবে এই ক্ষেতমজুর তার "আধ্যাত্মিক মনিবের" জন্য কাজ করে তত বেশি সে তার আত্মার "মুক্তি"র

লাভের জন্য যোগ্য হয়ে উঠবে। এটা হল একটি ক্ষেত্র যেখানে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের সঙ্গে শ্রমের শোষণ যুক্ত হয় এবং এই মতাদর্শের উদ্দেশ্য হল এ ধরনের ব্যাপক শোষণকে আড়াল করা। অপর একটি নেতিবাচক উপাদান হচ্ছে শক্তিশালী সংগ্রামী ঐতিহ্যের অভাব, যা একটি সমস্বার্থসম্পন্ন ধারণা সৃষ্টি করতে পারত, বিশেষ-করে যে সম্পদই রয়েছে তা "দরিদ্র" ও "ধনী"র মধ্যে কোনো অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি।

জয়োসেকেরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে কৃষকদের দ্বিধা ও দোদুল্যমানতা এবং তাদের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিবেচনা না-করে একটি বৈপ্লবিক শক্তি হিসাবে কৃষকদের সম্ভাবনার মূল্যায়ন করা যেতে পারে না। একটি দেশের জাতীয়-গণতান্ত্রিক কর্মসূচী প্রস্তুত করার সময় সেই দেশের সাধারণ সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও তার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য উভয় দিক সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কর্মসূচীতে সূত্রবদ্ধ সিদ্ধান্তগুলি শুধু মাত্র কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে না, কারণ এই বৈশিষ্ট্যগুলি কমবেশি সমস্ত উন্নয়নশীল দেশেই বর্তমান। এই-সব দেশে বিপ্লবের বর্তমান স্তরে কৃষকদের চেতনার স্তর অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, সেই সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে কৃষিতে পুঁজিবাদমুখী উন্নয়নের পথে কৃষকদের উপর মতাদর্শগত প্রভাব প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বুর্জোয়াদের রণনীতি ও রণকৌশল। এখানে আমাদের কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এবং এই সংগ্রামে জয়লাভের উদ্দেশ্যে কৃষকদের রাজনৈতিক স্তর উন্নয়নের জন্য, তাদের মধ্যে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে এবং শোষকদের বিরুদ্ধে তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমাদের সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আল-হেলওয়েই বলেন যে কৃষির বহু ক্ষেত্র-বিশিষ্ট কাঠামো এবং বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন-সম্পর্কের ফলে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসংগ্রাম জটিল হয়ে উঠছে। ইরাকে ক্ষেতমজুর, মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকেরা সমাজতন্ত্রমুখী কৃষি রূপান্তরের কাজ গভীরতর করতে সচেষ্ট রয়েছে। বর্তমান পর্যায়ে একই সঙ্গে ধনী কৃষকদের প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। যখন তারা আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের বিরোধিতা করে এবং আধুনিক খামার পদ্ধতি প্রবর্তন করে তখন তারা প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে কিন্তু যখন তারা বিশেষ করে পুঁজিবাদ-বিরোধী ব্যবস্থাগুলি প্রতিরোধ করে তখন তারা প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে গণ্য হবে। কৃষকদের এই স্তর সম্পর্কে

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংজ্ঞায়িত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মনোভাব হল এই ধনীকৃষকদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপকে শিথিল করে দেওয়া এবং বন্ধ করা, এবং সেই সঙ্গে বিপ্লবের শত্রুদের সঙ্গে তাঁদের মৈত্রী প্রতিহত করা।

সম্মেলনে এটা জোর দিয়ে বলা হয় যে কৃষকদের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে যে-সমস্ত উপাদান দুর্বল করে দেয় তা হল : গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যের প্রভাব, যুগব্যাপী নিম্নমানের সামাজিক অবস্থান সামন্ত প্রভুদের দৃঢ় প্রভাব। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান যতখানি দুর্বল হয়, ততখানি তাদের ওপর এই প্রভাব দুর্বল হয় না। তথাপি এটা অস্বীকার করা চলে না যে, এশিয়া ও আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির কৃষকেরা হচ্ছে আগে (রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে) ও বর্তমানে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান সামাজিক ভিত্তি, যদিও কৃষকদের একটি বিপুল অংশ, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আন্দোলনের বাইরে অবস্থান করেছে। একই সঙ্গে একটি সামাজিক শক্তি হিসাবে কৃষকেরা রাজনীতিগতভাবে কখনও যথেষ্ট স্বাধীন নয়।

অবশ্য এমন কোনো বিশেষ পরিস্থিতি ও পর্যায় থাকতে পারে যখন কৃষক আন্দোলন শুধু মাত্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্ত বিরোধী সংগ্রামের ভিত্তি সৃষ্টি করে না, একটি চালিকা শক্তির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও অর্জন করে। যাই হোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষকেরা বিষয়গতভাবেই এমন অবস্থান নেয়, যার ফলে তাদের ওপর অন্য শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। কৃষকেরা যে দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করতে বাধ্য হয় সেই দুঃখ-দুর্দশাই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে বহুলাংশে আগে থেকেই নির্ধারিত করে, এবং এই সংগ্রামে তারা কতদূর অবধি অংশগ্রহণ করবে তা নির্ভর করে শহরের অন্যান্য শ্রেণীগুলোর দ্বারা সংগঠিত গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক সমাবেশের কার্যকারিতার উপর। যে-সকল শ্রেণী (অথবা শ্রেণীগুলো) "নিজের পক্ষে পশ্চাদ্ভাগে" অবস্থিত কৃষকদের সমর্থন সুনিশ্চিত করে, তারাই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্বও অর্জন করে।

চীন, ভিয়েতনাম অথবা আলজেরিয়ার সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এই তত্ত্বকে খণ্ডন করে না। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বাহিনী, প্রধানত কৃষক বাহিনী সর্বদাই শহরের শ্রেণীগুলোর প্রতিনিধিদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে এবং সারা সংগ্রাম জুড়ে তাদের নেতৃত্বের অধীনে থেকেছে। ভিয়েতনাম প্রসঙ্গে ভ্যান তাও তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট

পার্টির সি সি'র সাধারণ সম্পাদক লে ডুয়ান উপরোক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেন। লে ডুয়ান বলেন: "শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীকে অনুসরণ করেই কৃষকেরা এক বিশাল শক্তিতে পরিণত হতে পারে।"

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় হল এই যে অপর যে-শ্রেণী কৃষকদের নেতৃত্ব দেয় সেই নেতৃত্বের উপর কৃষক জনগণের মূলগত পাতি-বুর্জোয়া মানসিকতা ও কৃষক জনগণের চেতনা এক গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এবং এই মানসিকতা ও চেতনা নেতৃত্বের প্রাথমিক শ্রেণী-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে ডুবিয়ে দিতে পারে যা-চীনে ঘটেছিল। বিপ্লবের ভিত্তি ও পরিচালিকা শক্তি হিসাবে কৃষকের ভূমিকা সম্পর্কে মাওবাদী ধারণা হচ্ছে কিছুটা এ-ধরনের পাতি-বুর্জোয়া-সুলভ মনোভাব ও চেতনার মাঝে শ্রেণীচেতনা হারিয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতি। বিশ্ববিকাশ সম্পর্কে এই ধারণা প্রয়োগ করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

সন্দেহ নেই যে সমাজ বিকাশের ধারায় মেহনতী কৃষক জনগণের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া তার নিজস্ব গতিবেগে অত্যন্ত ধীরে চলতে থাকে। সুতরাং প্রয়োজন হল শহরাঞ্চলের "অনুঘটকদের" কাজে লাগানো যারা কৃষকদের বিভিন্ন স্তরকে সংগঠিত শ্রেণীসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, রাজনীতিগতভাবে শিক্ষা দিতে পারে এবং এই সংগ্রামে তাদের সারিবদ্ধ করতে পারে।

যে কোনো সমাজে এবং বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে অপরিণত সামাজিক কাঠামোর মধ্যে কৃষকদের বৈশিষ্ট্যমূলক দিক হচ্ছে যে শুধু দুই বিপরীত শ্রেণী (এবং এদের অনুরূপ রাজনৈতিক সংগঠন)-র মধ্যে মুখোমুখি বিরোধ নয়। বাস্তবক্ষেত্রে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বদাই চলছে শ্রেণী ও সামাজিক বর্গের বিভিন্ন মোর্চার মধ্যে এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও ব্যাপকতর হয়ে ওঠে যত তারা একটি বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জন করে, যা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মোর্চার অংশ-গ্রহণকারীদের স্বার্থ পূরণ করে। এই মোর্চা বা মৈত্রীর চরিত্র হল নমনীয়। এটা দেখা যায়, প্রথমত, প্রাথমিক লক্ষ্যের সাফল্য ও অসাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে মোর্চার গঠনবিন্যাসে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, এবং দ্বিতীয়ত, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে মোর্চার নেতৃত্বের জন্য সংগ্রাম চলতে থাকে (এ-ধরনের মোড় পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত রয়েছে শ্রীলংকা, ভারত ও অন্যান্য দেশে)।

অধিকাংশ নবীন রাষ্ট্রগুলোতে যে-শ্রেণীগত রাজনৈতিক বিভাগ বর্তমানে রয়েছে তা হল একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, বৈদেশিক এবং স্থানীয় বৃহৎ পুঁজি (যেখানে তারা বর্তমান আছে) সামন্তবাদ অথবা তার অবশেষগুলো এবং অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, শহরের পাতি-বুর্জোয়া, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, তথাকথিত মধ্যবর্গ এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের একাংশ। সম্ভবত জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের অগ্রগতির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থার জন্য এবং বর্তমান স্তরে এই বিপ্লবের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মর্মবস্তুকে সুদৃঢ় করতে হলে শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ভূমিকা গ্রহণের কাজ অর্জন করা যায় নি, সুতরাং প্রগতিশীল শক্তিগুলোর মধ্যে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে বিপ্লবী-গণতন্ত্র।

সামাজিক-শ্রেণী অর্থে বিপ্লবী-গণতন্ত্র হল গ্রামীণ পাতি-বুর্জোয়াদের "ঘনিষ্ঠ সহযোগী"। এটাই কৃষকদের উপর বিপ্লবী-গণতন্ত্রের শক্তিশালী প্রভাবের অন্যতম প্রধান কারণ। শহরাঞ্চলে বিপ্লবী-গণতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট কার্য-কলাপ প্রসঙ্গে বলা যায় যে বিপ্লবী-গণতন্ত্র একটি বিরোধী শক্তি হিসাবে কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম কি-না তার উপর স্বভাবতই বিপ্লবী-গণতন্ত্রের মূল বিষয় নির্ভর করে।

যখন বিপ্লবী-গণতন্ত্রীরা ক্ষমতাসীন থাকে তখন এই কার্যকলাপ প্রধানত মধ্যপন্থী প্রগতিশীল কৃষি-সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেই সঙ্গে বৃহৎ ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তি-মালিকানার উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়, রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টার গঠন এবং কৃষকদের মধ্যে সমবায় পদ্ধতির উন্নয়ন (আংশিকভাবে এবং কখনও কখনও প্রধানত উৎপাদনের ক্ষেত্রে); কৃষি সংক্রান্ত নীতি কার্যকর করার জন্য কৃষকদের ব্যাপক মৈত্রী গঠন (সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়েছে যে সাধারণভাবে এই প্রগতিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় যাতে করে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী-গত পার্থক্যগুলো অস্পষ্ট করে দেয়া যায়, যার সচরাচর ফলশ্রুতি হল: ক্ষেত-মজুরেরা তাদের নিজেদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার হারিয়ে ফেলে); এবং কমবেশি কৃষিতে কেন্দ্রীভূত কারিগরি এবং অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণ। যদি বিপ্লবী-গণতন্ত্রীরা ক্ষমতাসীন না-থাকে তবে কৃষকদের মধ্যে তাদের কার্যকলাপ সুনির্দিষ্ট থাকেনা কিন্তু, মোটের উপর নিজেদের স্বার্থে সামন্ত প্রভুদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ও ক্ষমতাসীন দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল-চক্রের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কৃষকদের নিয়োজিত করাই হল উপরোক্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য।

শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রী

কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণীর অথবা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ব্যক্ত করে যে-পার্টি সেই কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের অন্যতম মৌলনীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই নীতি সম্ভাব্য সকল উপায়ে কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী গঠন ও সংহত করার আবশ্যকতার সিদ্ধান্ত করে এবং লেনিন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে "এই আবশ্যকতা হল অনগ্রসর দেশে জমিদার, ভূস্বামী, সামন্তবাদের সমস্ত লক্ষণ ও অবশেষগুলোর বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের প্রতি বিশেষ সমর্থনদান এবং কৃষক আন্দোলনকে বিশেষ বৈপ্লবিক চরিত্র দান করার জন্য কঠোর প্রয়াস চালানো" (খণ্ড ৩১, পৃঃ ১৪৯)।

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর প্রশ্নটি বিশেষভাবে **ওয়াই ইউ গ্যাভ্রিলভ** (ইউ এস এস আর), **জোসলাভা** (ফিলিপাইনস), **এস দামদিনসি উরেন** (মঙ্গোলিয়া), **ডি টি, শেভ** (বুলগেরিয়া), আই সিন্‌হা, জে, কানেলা এবং পি, জয়াসাকেরা প্রভৃতির ভাষণে প্রধান বিষয় হিসাবে উল্লিখিত হয়। গ্যাভ্রিলভ বলেন যে সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিকেরা এবং তাদের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে সেই মাওবাদীরা নিয়মিতভাবে কৃষক এবং জাতীয় মুক্তির জন্য জনগণের সংগ্রামের প্রতি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গিকে বিকৃত করে চলেছে। তারা "প্রমাণ" করতে চেষ্টা করে যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আফ্রো-এশীয় বাস্তবতার বিরুদ্ধে, এবং এই তত্ত্ব এখানে প্রয়োগ করা যেতে পারে না। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকদের মধ্যে মৈত্রী লেনিনবাদের মৌল বিষয়। শ্রমিক ও কৃষকের সাধারণ শত্রু পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের উভয়ের মৌলিক স্বার্থের যে-মিল রয়েছে তা থেকেই এ-ধরনের মৈত্রীর আবশ্যকতার উদ্ভব ঘটে। একটি দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীর ধারণার যুক্তিসম্মত ধারাবাহিকতাই হল আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলোর মেহনতী মানুষের মধ্যে মৈত্রীর আবশ্যকতা উপলব্ধি করা।

কৃষক এবং অপ্রলেতারীয় শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে নানা ধরনে ঐক্য সম্পর্ক স্থাপন করা কমিউনিস্টদের কাছে কোনো রণকৌশলগত চাতুরী নয়। এটা হল শ্রমিকশ্রেণীর এবং সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের সংগ্রামের জন্য—কৃষকদের পক্ষে উৎপাদনের এক নতুন প্রযুক্তিগত পথে এগিয়ে

যাওয়ার ও এক উন্নততর জীবন গড়ে তোলার জন্য সংগ্রামের একটি মৌল নীতি।

এ-সমস্যার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথে সমাধানের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ হল মাওবাদীদের অবস্থান। তাদের কার্যকলাপের লক্ষ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সমস্যা সমাধান নয়—তাদের কার্যকলাপের লক্ষ্য হল অনগ্রসরতা এবং সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতা বজায় রাখা। মতাদর্শগত ও রাজনৈতিকক্ষেত্রে মাওবাদীরা কৃষক জনগণের সামাজিক চেতনাকে রাজনৈতিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ করার এবং সেই চেতনার অগ্রগতির জন্য কাজ করে না, পরন্তু তারা তাদের স্বার্থপর উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য তত্ত্বকে ধর্মীয় ও অন্যান্য কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এশিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রসর ও নিরক্ষর কৃষকদের চেতনার স্তরে নামিয়ে আনার জন্য কাঁধ চালিয়ে যায়।

সম্মেলনে উল্লেখ করা হয় যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে শ্রমিক-শ্রেণী অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থা কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করেছে। এটা আরও সুস্পষ্ট যে প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিগুলোর একটি মোর্চা গড়ে তোলার জন্য এবং এই মোর্চার কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণী (সর্বদিকে এর শ্রেণী-রাজনৈতিক সংহতি বজায় রেখে) এবং বিপ্লবী-গণতন্ত্রের মধ্যে সহযোগিতা অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে **বাদামিন লাগসুরেন** (মঙ্গোলিয়া) এই অভিমত প্রকাশ করেন যে বিপ্লবী-গণতন্ত্রীদের শুধুমাত্র পাতি-বুর্জোয়ার প্রতিনিধি হিসাবে বর্ণনা করা চলবে না। তাদের সামাজিক ভিত্তির প্রসারতার জন্য তারা প্রধানত শহর ও গ্রামের মেহনতী মানুষের স্বার্থ ব্যক্ত করে। আবার সেই সঙ্গে এই ভিত্তির বিভিন্নতা বিপ্লবী-গণতন্ত্রীদের মধ্যে তাদের সহজাত দ্বিধা ও অসংগতির জন্ম দেয়। ইয়েমেন, অ্যাংগোলা, মোজাম্বিক, কঙ্গো ও ইথিওপিয়ার মতো সমাজতন্ত্রমুখী জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির দৃষ্টান্ত প্রমাণ করছে যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাব ও আদর্শে পরিচালিত এক অগ্রণী পার্টির প্রতিষ্ঠা একটি নিয়মানুগ প্রক্রিয়া—জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মেরুকরণ এবং বিপ্লবী-গণতন্ত্রের অগ্রগতির মধ্যে এই প্রক্রিয়ার জন্মলাভ ঘটে। লামসুরেন বর্তমান সময়ে বিপ্লবী-গণতন্ত্রের বিবর্তন এবং মঙ্গোলিয়া পিপল্‌স রেভলিউশনারি পার্টি গঠন ও শক্তিশালী করা এই দুয়ের মধ্যে তুলনা করেন এবং বিভিন্ন দেশে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক এবং জাতীয় পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত

বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রভাবে এম পি আর পি-র মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক অগ্রগতি এবং বিপ্লবী-গণতন্ত্রীদের বিবর্তন এই দুয়ের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে।

অনেক কমরেড শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সংহতির সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষভাবে এটা উল্লেখ করা হয় যে যে-দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি নেই সে-দেশগুলোর চেয়ে যে-দেশে কমিউনিস্ট পার্টি আছে সেখানে নবীন শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক বন্ধন অনেক বেশি শক্তিশালী। এটা নির্ভর করে বিশেষ অঞ্চলে কমিউনিস্টদের প্রত্যক্ষ কার্যকলাপের উপর এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাধারণ সামাজিক চরিত্রের ওপর কমিউনিস্টরা কতটা প্রভাব বিস্তার করবে তার ওপর। এটা মুক্তিগ্রাহ্য যে কমিউনিস্ট পার্টি যত শক্তিশালী হবে তত বেশি তার প্রভাব অনুভূত হবে। যে-কোনো অবস্থাতেই হোক অভিজ্ঞতা এটা প্রমাণ করেছে যে কৃষির প্রশ্নে কমিউনিস্টদের অবস্থান ও শ্লোগান এবং কৃষক জনতার মধ্যে তাদের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কাজ শুধু বিপ্লবী-গণতন্ত্রীদের গৃহীত পথ-নির্দেশক নীতিকেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করে নি, জাতীয় আন্দোলনে বুর্জোয়া মহলের পথ-প্রদর্শক নীতিকেও প্রভাবিত করে।

জাতীয় অবস্থার সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির কথা বিবেচনা করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক ঐক্য প্রতিষ্ঠার রণকৌশল প্রয়োগে লিপ্ত থাকে এবং ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষকদের উপর তাদের আস্থা স্থাপন করে ও একই সঙ্গে গরিব কৃষকদের সপক্ষে আনার প্রয়াস চালিয়ে যায় এবং যেখানে সম্ভব, সমগ্রভাবে কৃষকদের সামন্তবাদ, বৃহৎ স্থানীয় পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য ধনী কৃষকদেরও নিজেদের সঙ্গে রাখতে সচেষ্ট থাকে। সিন্‌হা বলেন যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষেতমজুরদের একটি স্বাধীন শ্রেণী-শক্তি হিসাবে সংগঠিত করার এবং কৃষকদের সম্ভাব্য এক ব্যাপক ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে—গরিব কৃষকরাই হবে এই কৃষকদের মূল অংশ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি শিল্পের মৌলিক "কৃষি" শাখা (তুলা, পাট, চিনি, রবার, তামাক, ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণকারী একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের সাধারণ সংগ্রাম সংগঠিত করে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রী শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চালায়। এই

সকল শাখা এবং তাদের কাঁচামাল ক্রয়ের সমগ্র ব্যবস্থা জাতীয়করণের দাবি ব্যাপক কৃষক জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সমর্থন পাচ্ছে। কিন্তু আমূল কৃষি সংস্কারে আগ্রহশীল শক্তিগুলোর ঐক্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি করছে মাওবাদী এবং অন্যান্য "উগ্র-বাম" গ্রুপগুলোর ধ্যানধারণা ও কার্যকলাপ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভুল তত্ত্ব ও ধারণার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করেই কৃষকদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য নিয়ে সমস্ত বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক শক্তির যুক্ত বাস্তব কাজ এগিয়ে নেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে।

ভাসিজোয়ে সেমে (দক্ষিণ আফ্রিকা) দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর কথা বিবেচনা করার সময় মাঝারি কৃষকদের ভূমিকার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি অবশ্যই দিতে হবে, কারণ গ্রামাঞ্চলে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে মাঝারি কৃষকদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও অংশ গ্রহণ বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সুদানের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দিসোনি বলেন যে সুদানে গ্রামীণ পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তির দুর্বলতার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর অংশ হিসাবে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত এখনও ঠিকমতো গড়ে ওঠে নি। বরঞ্চ এদের বলা উচিত আধা-প্রলেতারিয়েত, কারণ মজুরি শ্রম শক্তির বৃহত্তর অংশ হল মৌসুমী মজুর অর্থাৎ গরিব কৃষক, যাদের বিশ্ব দৃষ্টি ও স্বার্থ তাদের নিজেদের গ্রাম ও একখণ্ড জমির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেই সঙ্গে বিষয়গতভাবেই তারা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীর এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী শক্তি। এই মৈত্রী সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশের অ-পুঁজিবাদী বিকল্পের জন্য এবং ভূমি সংস্কার সহ সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজন।

তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যে-অসুবিধাগুলোর সম্মুখীন হয় তা কারডান উল্লেখ করেছেন। তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টি (সি টি পি) কৃষকদের মধ্যে কাজের যথেষ্ট উন্নতি করেছে। গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগের কাজ পরিচালনা করা হয় ক্ষেত মজুরদের মাধ্যমে—তাছাড়া, চাষাবাদের কাজ শেষ হওয়ার পর যারা শহরে কাজের সন্ধানে আসে সেই সব আধা-প্রলেতারিয়েত ও প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন গ্রামীণ শিক্ষকদের মাধ্যমেও এই সংযোগ সাধিত হয়। সি পি টি ভূমিহীন, গরিব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের সমাবেশ করার জন্য

প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করে এবং এদের মধ্য থেকে পার্টি নেতাদের প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

কৃষক জনসাধারণের মধ্যে কাজের শ্লোগান হল: গণতান্ত্রিক ভূমি-সংস্কার। পার্টি কর্মসূচীতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের প্রতি সমর্থনের কথা বলা হয়েছে—কর্মসূচীতে ভূস্বামী, পুঁজিপতি, ফড়িয়া, মহাজন এবং স্থানীয় ও বিদেশী এক্সচেটিয়াদের শোষণ থেকে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের রক্ষা করার প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। পার্টি গণতান্ত্রিক সমবায় আন্দোলনও সমর্থন করছে।

সুদিমান বলেন, গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আমাদের পার্টি একটি বৈপ্লবিক-গণসংগঠন—পেঞ্জেক্ট ফ্রন্ট অব ইন্দোনেশিয়া—বারিসান তানি ইন্দোনেশিয়া (বি টি আই) প্রতিষ্ঠা করেছে। এই ফ্রন্ট মেহনতী কৃষকদের স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করেছে, কৃষি ক্ষেত্রে শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টি নীতি গ্রামীণ কর্মীদের মধ্যে ব্যাখ্যা করেছে, গ্রামীণ শোষকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামে প্রায়ই প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, অত্যাবশ্যক পণ্য মূল্য হ্রাসের দাবি করেছে এবং বিদেশী পুঁজির বিরোধিতা করেছে।

১৯৬৫-৬৬ সালের শ্বেত সন্ত্রাসের ফলে পার্টি ও বি টি আই তাদের বিরাট সংখ্যক কৃষক কর্মীদের হারিয়েছে। বস্তুতপক্ষে গ্রামাঞ্চলে আবার প্রথম থেকে কাজ সুরু করতে হয়েছে। বর্তমানে সংগ্রামের পরিস্থিতি দুরূহ হয়ে উঠছে, কারণ বর্তমান শাসন ব্যবস্থা এখনও প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তি-গুলোর উপর নির্মমভাবে দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে কমিউ-নিস্ট পার্টির অবস্থান এখনও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নি, কিন্তু আমরা পার্টিকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মালিক জোর দিয়ে বলেন, আলজেরিয়ার কমিউনিস্টদের দৃঢ় আস্থা রয়েছে যে কৃষক আন্দোলনের কাঠামোর মধ্যে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত স্বাধীন ভূমিকা পালন করবে। এর অর্থ কৃষকদের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরদের দাঁড় করানো নয়। কমিউনিস্টরা এ-ধরনের যে-কোনো বিরোধিতা বন্ধ করতে চায় এবং সর্বদাই এমন নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু নির্ধারিত করে যার ঐক্যবদ্ধ করার ও সমাবেশ করার ক্ষমতা রয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী রিপদের বিরোধিতা করা। তারা এই পথে কাজ পরিচালনা করে যাতে করে এমন কাঠামো গড়ে তোলা যায় যা জনগণকে তাদের সামাজিক গঠন (ক্ষেতমজুর, ক্ষুদ্র কৃষক, মাঝারি কৃষক প্রভৃতি), পেশা (ফসল উৎপাদক,

শস্ত পালক, ব্যবসায়ী, তামাক চাষী), এবং আবাসস্থল অনুযায়ী এক সংগ্রামী শক্তিতে সমৃদ্ধ করবে।

দিয়াল্লো গিনির শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। একদিকে গিনিতে উৎপাদিকা শক্তির উন্নয়নের নিম্নমান, বিশেষ করে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে, এবং অপর দিকে কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তাদের মোক্ষম ভূমিকা এবং সমস্ত মেহনতীশ্রেণীর প্রায়ই একই ধরনের বৈপ্লবিক চেতনার স্তর শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের সামাজিক এবং বিশেষ করে মতাদর্শগত পার্থক্যকে এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে তাদের বৈপ্লবিক শক্তি গণ-পার্টির একটিমাত্র রাজনৈতিক-মতাদর্শগত কাঠামোর মধ্যে বিকাশলাভ করতে সক্ষম হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী ও তার অগ্রণী পার্টির পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতির তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিক সত্যকে গ্রহণ করে গিনির ডেমোক্রাটিক পার্টি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছে যে গিনির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের বৈপ্লবিক শক্তি একটি একক ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি শ্রেণী-জনগণের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়।

বৈজ্ঞানিক এবং বৈপ্লবিক মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি বিশদায়িত, সুসমৃদ্ধ ও কার্যকর করায় একমাত্র কেন্দ্র হিসাবে ডি পি জি একটি অগ্রণী বাহিনীর পার্টির কাজ সম্পন্ন করে—এই পার্টি বৈপ্লবিক সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা করা, প্রস্তুতি নেয়া ও পরিচালনা করতে সক্ষম। দিয়াল্লো বলেন যে সত্তর দশকে জনগণের বিপ্লবের আমূল পরিবর্তনের অবস্থাই একটি পার্টি রাষ্ট্রের উদ্ভবের সূচনা করে। একটি গণ-পার্টির অস্তিত্বই এ-ই একীভবনকে সম্ভব করে তোলে এবং এ-অবস্থাই জনগণের আন্দোলনের চাহিদা অনুসারে একটি রাষ্ট্র গঠন করে।

শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রী সংহত করার সমস্যা শুধুমাত্র একটি দেশের কাঠামোর ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়, আন্তর্দেশীয় পর্যায়ে অর্থাৎ বিশ্ব-বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় প্রধান স্রোতোধারার মধ্যে—বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী, কমিউনিস্ট আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন প্রভৃতির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও মৈত্রীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ। লাভা, দামদিনসুরেন, সেমে দিয়াল্লো এবং অন্যান্য কমরেড সমস্যার এই দিকটির উপর জোর দেন।

লাভা একদিকে বিশ্ব-কমিউনিস্ট এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে

এ-ধরনের যোগাযোগের বাস্তব তাৎপর্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং অপরদিকে, তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হিসাবে সহযোগিতার উপর চুক্তি, পারস্পরিক স্বার্থ সংক্রান্ত সমস্যাবলী আলোচনার জন্য সম্মেলন এবং আন্তর্জাতিক কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে এশিয়া ও আফ্রিকার কৃষক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। শান্তি ও সমাজতন্ত্রের প্রকাশক, ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিশ্ব-ফেডারেশন এবং অন্যান্য প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রকাশনা সাধারণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার তিনটি প্রধান তরঙ্গস্রোতের রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ মতাদর্শগত সংযোগ স্থাপনের ও উপলব্ধির হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে।

দামদিনসুরেন বলেন যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণী এবং তার বিশাল শক্তিশালী দুর্গ বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে কমিউনিজমবিরোধী তাত্ত্বিকেরা সুবিধাবাদ ও জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নেয়। এটা কোনো আকস্মিক বিষয় নয়, কারণ প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি বিকৃত করার ঝোঁক, বৈপ্লবিক শক্তিগুলির জাতীয় লক্ষ্যকে তাদের আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্বের বিপরীতভাবে উপস্থিত করা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রাম থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার উপায় হিসাবে জাতীয় সীমানা ও জাতীয় স্বার্থকে ব্যবহার করা প্রভৃতি সমস্ত সুবিধাবাদী বিচ্যুতির বৈশিষ্ট্য। এর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল মাওবাদীদের উৎকট জাত্যাভিমান ও বিভেদমূলক নীতি—বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের ঐক্য এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে তার মৈত্রীর বিরুদ্ধে মাওবাদীদের প্রধান আক্রমণ উদ্যত রাখা হয়েছে। এই নীতির সংক্ষিপ্ত সার যে-স্লোগানগুলিতে ব্যক্ত করা হয়েছে তাহল: "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম", "বৃহৎশক্তি" এবং "তিন দুনিয়া"র তত্ত্ব। এই নীতি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ১০ম ও ১১তম কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তে এবং অন্যান্য দলিলে অনুমোদিত করা হয়েছে। চীনা নেতৃত্ব উন্নয়নশীল দেশ এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা ক্ষুণ্ণ করার জন্য সর্বতোভাবে কাজ করে চলেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অর্থাৎ প্রাক্তন উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যুক্ত থাকার আহ্বান জানায়—এইভাবে মাওবাদীরা সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উপনিবেশবাদী নীতিকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাওবাদীদের তত্ত্ব ও কাজের প্রতিক্রিয়াশীল মূল বক্তব্যগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটন করা এবং সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার চক্রের

ক্রমবর্ধমান মতাদর্শগত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীকে আরও শক্তিশালী করার এবং সমগ্র বিপ্লবীশক্তির মধ্যে কাজের ঐক্য সুনিশ্চিত করার মোক্ষম শর্ত।

* * * *

সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণে ফ্রোলভ বলেন যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অঞ্চলভুক্ত বিভিন্ন ধরনের দেশগুলিতে কৃষিসংক্রান্ত প্রশ্নের প্রগতিশীল সমাধানের জন্য সংগ্রাম সম্পর্কে বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করার এবং কমিউনিস্ট, বিপ্লবী-গণতন্ত্রী ও অন্যান্য প্রগতিশীলশক্তিগুলি যে-বিশেষ কর্তব্য পালনের সম্মুখীন হয়েছে তা অনুধাবন করার ক্ষেত্রেই শুধু এই সম্মেলন সাফল্যলাভ করে নি। এই সমস্যা কী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মোকাবিলা করতে হবে সে সম্পর্কেও এই সম্মেলন কিছু তত্ত্বগত সাধারণীকরণ এবং নতুন ভাবধারা উপস্থিত করেছে—নিঃসন্দেহে এই সমস্যাগুলি আধুনিককালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে কোনো স্থিরীকৃত বা রেডিমেড সূত্র হতে পারে না। সুতরাং তথ্য ও মত বিনিময় এবং বিভিন্ন দেশে ভূমি সংস্কার ও কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক কাজের একত্রীভবন করা, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রগতির সংগ্রামের জন্য তাদের সংগঠিত করা ও সংগ্রহ করার জন্য প্রচেষ্টা, শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকদের মধ্যে মৈত্রী গঠনের অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি ও ধরন সম্পর্কে মত-বিনিময় প্রভৃতি প্রতিটি দেশের জন্য এবং কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী-গণতন্ত্রী দলগুলির পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী ও প্রয়োজন। এ বিষয়ে বর্তমান সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ফ্রোলভ এই সম্মেলনের সমস্ত বক্তা ও অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ করে এই সম্মেলনের সাফল্যের জন্য যাঁরা সর্বতোভাবে সচেষ্ট ছিলেন সেই মঙ্গোলিয়ান কমরেড এবং এম পি আর পি-র কেন্দ্রীয় কমিটিকে ধন্যবাদ জানান।

আফগানিস্তান ঃ নতুন যুগের সূচনা

আফগানিস্তানের পিপল্‌স ডেমোক্রাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য সালেহ্‌ মহম্মদ জারের ১৯৭৮ সালের এপ্রিলের বিপ্লব সম্পর্কে মন্তব্য

আফগানিস্তান একটি প্রাচীন দেশ, যার প্রায় ৩০০০ বছরের লিখিত ইতিহাস আছে।* মহান কুশান রাষ্ট্রের (পৃথিবীর অন্যতম বড় দাসরাষ্ট্র) দাসব্যবস্থার পতনের পর যে সামন্তব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, তা প্রায় ১৫০০ বছরের পুরানো। এইসব শতাব্দী ধরে জনগণ পরাধীন ছিল, কারণ তাদের কোনো পার্টি, মতাদর্শ বা সংগঠন ছিল না, যা তাদের ভবিষ্যৎকে মোড় ঘোরাতে পারে।

১৮৩৮ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রথম আমাদের দেশ আক্রমণ করে। এই আক্রমণকে সাহসের সাথে প্রতিরোধ করা হয় এবং ব্রিটিশরা পরাজিত হয়। কিন্তু যেহেতু আফগানিস্তানের অবস্থান ভারতে তার উপনিবেশ রাখার জন্য ব্রিটেনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, তাই আফগানিস্তানকে দ্বিতীয় বার আক্রমণ করা হল (১৮৭৮-৮০)। পুনরায় আক্রমণকারীরা পরাস্ত হল

---

* গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী আফগানিস্তানের চারিদিকে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভারত, পাকিস্তান ও ইরান। ৬৫৫০০০ বর্গ কিলোমিটার এর আয়তন, এবং ১৮ মিলিয়নেরও বেশি এর জনসংখ্যা। এর রাজধানী কাবুল (৭৪০০০০ জনসংখ্যা)। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ হল কয়লা, লোহা, ক্রোমিয়াম আকর, তামা, সোনা ও রূপা— সম্পাদক।

এবং বুঝতে পারল যে এই সাহসী জনগণকে তারা তাদের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীনে রাখতে পারবে না।

রাজা ও সামন্তরা ভিন্নভাবে অগ্রসর হল, ১৮৭৯ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমীর ইয়াকুব খানকে ব্রিটেনের সাথে একটি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে প্ররোচিত করে। এবং বছরে ৬০০০০০ টাকা* অনুদানে তাকে পুরস্কৃত করে। তখন থেকে প্রায় চল্লিশ বছরের ওপর আফগানিস্তান ব্রিটেনের ওপর নির্ভরশীল ছিল, যদিও আফগান রাজারা দেশ শাসন করত।

যখন রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের শৃংখলের দুর্বলতম গ্রন্থি ভেঙে ফেলে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে, তখন সেই ঘটনা আফগানিস্তান সহ সমস্ত এশীয় রাষ্ট্রের ওপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। আমাদের জনগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তৃতীয়বারের মতো সংগ্রাম শুরু করেন এবং জাতীয় স্বাধীনতা (১৯১৯) অর্জন করেন।

আফগানিস্তান এখন তার অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে ও জাতীয় সার্বভৌমত্বকে সংহত করতে পারত। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জানত যে এটা হ'লে ভারতকে ধরে রাখা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। তারা রাজা আমানুল্লা খানকে নামিয়ে এনে তার জায়গায় তাদের বিশ্বস্ত সেবাদাস নাদির খানকে বসায়। রাজা নাদির ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দের নির্মমভাবে হত্যা করে ও আরও অনেক পৈশাচিক অত্যাচার চালায়। শেষে এক দেশপ্রেমিকের হাতে সে নিহত হয়। অবশেষে শাসকশ্রেণী অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে, তারা গণতন্ত্রের সমর্থক হিসেব জাহির করে (কিছু রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেয়) কিন্তু "জাতীয় শৃংখলার" আহ্বান জানায় এবং ধর্মঘট ও বিক্ষোভকে ধিক্কার জানায়, কারণ এগুলো জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে "শুভ নয়"। "জাতীয় শৃংখলা" বলতে তারা যা বোঝায় তা হল পুরোপুরি স্বৈরাচার।

যাইহোক, স্বেচ্ছাচারী শাসন বিশ্বে যে-সব পরিবর্তন হচ্ছে, সে-সব পরিবর্তন থেকে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুদয়, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙন ও বহু স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে যে-প্রভাব ও ভাবধারা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে, তা থেকে আফগানিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি।

---

* গ্রাণ্ডমাক-এর চুক্তি (১৮৭৯) আফগানিস্তানের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করে ও ব্রিটিশকে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণের অধিকার দেয়।

বিপ্লবী ও বিরোধী আন্দোলন এইসব বিকাশের দ্বারা প্রভাবিত হ'তে পারে এই ভয়ে সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রী শক্তিগুলো এমনকি বুর্জোয়া মতাদর্শ প্রসারে ও বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাবকে বাধা দিয়েছে, বুর্জোয়া পার্টি তো দূরের কথা। এর ফল স্বরূপ আফগানিস্তানে কোনো বুর্জোয়া আন্দোলনও গড়ে ওঠে নি, বুর্জোয়া মতাদর্শও গড়ে ওঠেনি। বিপ্লবী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বের পরিবর্তন লক্ষ্য করে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শে ক্রমান্বয়ে অনুপ্রাণিত হ'তে লাগল। আফগানিস্তানের সামন্তবাদী মতাদর্শ প্রলেতারীয় মতাদর্শকে রুখতে পারল না এবং শেষোক্ত মতাদর্শ আরও বেশি বেশি লোককে আকৃষ্ট করলো।

বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় সজ্জিত হ'য়ে বিপ্লবীরা স্বাধীনতার পর যে-অবস্থা সৃষ্টি হল সেই অবস্থার মূল কারণগুলো নির্ণয় করল। অবশ্যই আমাদের জাতীয় ছুটি আছে, জাতীয় পতাকা আছে ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও ছিল। তবুও দেশটা স্বাধীন ছিল না, এমনকি আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাও ছিল সীমিত। আমাদের জনগণ পরোক্ষভাবে উপনিবেশবাদের কবলে ছিল—তাঁরা শৃংখলের দ্বারা নয়, সিল্কের স্কার্ফের দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন। এর ফল হল: মাথাপিছু আয় ছিল পৃথিবীর যেসব দেশে খুব কম, তার অন্যতম (বছরে প্রায় ৬০ ডলার) এবং জনগণের উৎপাদনের বেশির ভাগটা সাম্রাজ্যবাদীরা নিয়ে নিত।

পশ্চাদ্গামিতা ও নিপীড়নের বিষণ্ণ বাস্তবতা জনগণ ও দেশ সম্পর্কে গর্বিত দেশপ্রেমিকদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল, যার জন্যে উপনিবেশবাদীরা কোনোদিনই তাদের প্রত্যক্ষ শাসনে আনতে পারে নি। ক্রমে বিপ্লবীরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, দেশের ভবিষ্যতের জন্য তাঁদের দৃঢ় সংগ্রাম করতে হবে, এটা সংগঠন ছাড়া সম্ভব নয়।

১৯৬৫ সালে জানুয়ারি মাসে আমরা আমাদের পার্টি প্রতিষ্ঠা করি। এর প্রস্তুতি করতে ১৮ মাস সময় লেগেছিল। আমাদের নেতা কমরেড নূর মহম্মদ তারাকি পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেন ও এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এক নতুন ধরনের পার্টি—শ্রমিকশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক মতাদর্শে গঠিত পার্টি—আফগানিস্তানে গঠন করতে হবে। তাঁর বাড়িতে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক কংগ্রেস থেকে পপল্স ডেমোক্রাটিক পার্টি অফ্ আফগানিস্তান (পিডিপিএ)-এর জন্ম ঘোষণা করা হয়। পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে, রাজা জাহির শাহের আমলের

সংবিধানের একটি ধারার সুযোগ আমরা নিই, এই ধারায় পার্টি গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ এটাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল।

পার্টি কাজে নেমে পড়ে। আমাদের সংগ্রামের প্রধান পদ্ধতিগুলো হল বিক্ষোভ প্রদর্শন ও রাজনৈতিক ধর্মঘট ও শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ প্রচার করা। আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ছুটির দিনগুলো পালন করি, যেমন মে-দিবস, যার দ্বারা জনগণকে সমবেত করা যায় ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রসার ঘটানো যায়।

পার্টির কাজ করার বেশ অসুবিধা ছিল। জাহির শাহ নিজেকে গণতন্ত্রী ব'লে আখ্যা দিতেন, এজন্য আমরা প্রকাশ্যে সভাসমিতি করতাম, কিন্তু আমাদের কমরেডদের সাজা দেওয়া হত, চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হত, জেলে পাঠানো হত এমনকি খুন করা হত, যদিও এর সামান্যই দেশের ভিতরে বা দেশের বাইরের লোকেদের জানা ছিল। জনগণের খুব কম অংশই জানত যে, পি ডি পি এ নামে একটি পার্টি আছে এবং এই পার্টিকে এই অবস্থায় কাজ করতে হচ্ছে।

কালক্রমে আমাদের কাজকর্ম জনগণ জানতে পারলেন, শেষপর্যন্ত পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর আন্দোলন পুরানো ব্যবস্থাকে উৎখাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি করল।

পুরানো পথেও যাওয়া যাবে না এবং ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনকে বাগে আনা যাবে না, এটা বুঝতে পেরে মহম্মদ দাউদের* নেতৃত্বে শাসকশ্রেণীর একটি অংশ ও তার পরিবার ক্যু সংগঠিত করে ও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘোষণা করে। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় যে, এই ক্যু প্রগতিশীল শক্তিগুলো ও আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে পরিচালিত।

দাউদ "বিপ্লবী" বুলি আউড়ে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল কর্মসূচী ঘোষণা করে—প্রগতিশীল শক্তিগুলো তা সমর্থন করে—যথা একটি যুক্ত ফ্রন্ট গঠন—আমরা প্রকাশ্যে তাতে যোগদানের কথা ঘোষণা করি। তার এই সুন্দর কথা ও "বিপ্লবী" কথার আড়ালে প্রতিক্রিয়াশীল অভিলাষ, গণতন্ত্রবিরোধী, জাতীয়তাবিরোধী লক্ষ্য ছিল। দাউদের পাঁচ বছরের রাজত্বের সামাজিক

---

* রাজার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭৩-এর ক্যু-এর পর তিনি দেশের নেতৃত্ব নেন, কিন্তু সামন্ত শোষ ব্যবস্থা বজায় রাখেন।

ও অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য কিছুই করা হয় নি। রাজতন্ত্রের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কাঠামোর পরিবর্তন হয় নি। অতীতের মতো নিপীড়কদের স্বার্থেই এই শাসনব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হয়। কর্তৃপক্ষ "বিপ্লব" ও "স্বাধীনতা" সম্পর্কে আর কোনো কথাবার্তা না-বলে বিপ্লব ও স্বাধীনতাকে দমন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

দাউদের শাসনব্যবস্থা রাজনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব করে বিক্ষোভ ও ধর্মঘট বেআইনী করে। "ন্যাশনাল রেভলিউশান পার্টি" ছাড়া সব দল বেআইনী করা হয়, যদিও এই দল ছিল বিপ্লববিরোধী ও জাতীয়তাবিরোধী, পরিস্থিতি আমাদের আগে থেকে সতর্ক করে দেয়। সাড়ে তিন বছর আধা-আইনী অবস্থায় থেকে পি ডি পি এ গণকার্যক্রমে নামে। আর একবার আমরা হ্যাণ্ডবিল ও টাইপ করা ইস্তাহার দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করি।

দাউদের ক্যু-এর পর সামরিক বাহিনীতে আমরা আমাদের কাজকর্ম বাড়াই। আমাদের পার্টি নেতৃত্ব এই কাজে সর্বদা বিশেষ মনোযোগ দেন। পার্টি ইউনিফর্ম পরিহিতদের রাজনৈতিক ও আদর্শগতভাবে শিক্ষিত ক'রে তোলে। বিরাট সংখ্যক অফিসার কৃষক ও শ্রমিক পরিবার থেকে আসায় এবং কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শাসকশ্রেণীর সাথে সামাজিক দিক থেকে যুক্ত না-থাকায় এই কাজ সহজ হয়েছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা বাধানিষেধ সহ সামরিক শৃংখলা মানতে রাজী ছিল না। একটি সামন্ত ভূস্বামীর ছেলের জেনারেল হওয়ার চেয়ে সরকারি বা কূটনৈতিক পদে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই বেশি ছিল। সে একটি মন্ত্রী হ'তে বা রাষ্ট্রদূত হ'তে চাইত এবং পশ্চিম ইউরোপ বা আমেরিকায় "ভালোভাবে" জীবনযাপন করা পছন্দ করত। সাধারণ পরিবার থেকে এই ধরনের বেশি অফিসার আসত না। তারা জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে বুঝত এবং পার্টির মতাদর্শ ও শৃংখলা মেনে নিয়ে পার্টিতে যোগ দিত। যেহেতু দাউদের শাসনব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় প্রতিক্রিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল, তাই সমাজে ও সামরিকবাহিনীতে ক্রোধ ও প্রতিবাদ দ্রুত বাড়তে লাগল।

জনগণ বিদ্রোহ করবার জন্য প্রস্তুত হল। তাদের জীবনযাত্রার মান দ্রুত কমতে শুরু করল। কাজের খোঁজে মানুষ তার পরিবারবর্গকে ত্যাগ করল। ১০ লক্ষেরও বেশি আফগান ইরানে চলে গেল। জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর বিরাট শ্রমশক্তিকে এইভাবে আমরা হারালাম। জনগণের চোখে কর্তৃপক্ষের মর্যাদা হানি ঘটল এবং জনগণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হল,

আর এর ফল হল জনগণ তাদের আদেশ অমান্য করতে শুরু করল। এই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে, প্রায় ১৩ বা ১৪ বছর ধরে গণসংগ্রাম পরিচালনা করে আমরা জনগণের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করলাম। আমাদের পার্টির ৫০০০০ সভ্য ও সমর্থক এই বিপ্লবের মুখে এক প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি হয়ে দাঁড়াল এবং ঐ শাসন ব্যবহাকে কাঁপিয়ে দিল। এই শাসন ব্যবস্থার পতনের আগে আমাদের কমরেডদের ওপর অত্যাচার ও সন্ত্রাস বাড়ানো হল। জনগণের সুসন্তানদের জেলে পাঠানো হল ও কাউকে কাউকে মেরে ফেলা হল।

আমরা বুঝলাম যে একই জিনিস পি ডি পি এ নেতৃত্ব পার্টি নেতা নূর মহম্মদ তারাকির জন্য অপেক্ষা করছে এবং সামরিক বাহিনীতে আমাদের কমরেডদের আগে থেকে সতর্ক করলাম ও বললাম যে, তাঁর গ্রেপ্তারকে তারা যেন দাউদচক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চিহ্ন হিসেবে দেখে। যখন পি ডি পি এ-র সি. সি.র সদস্যদের ও কমরেড নূর মহম্মদ তারাকিকে গ্রেপ্তার বা গৃহে অন্তরীণ করা হল, তখন পার্টি ও দেশের সামনে বিপদ স্পষ্ট হয়ে উঠল। গ্রেপ্তার একটি পরিষ্কার চিহ্ন হয়ে দেখা দিল। কমরেড তারাকির কাছ থেকে পাওয়া আদেশ ও পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্যতম পার্টি নেতা কমরেড হাফিজুল্লা আমিন পি ডি পি এ-র নেতৃত্বে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য আদেশ দেন। কাজটা এত সুসংগঠিত হয়েছিল যে প্রকাশ্য দিবালোকে জয় অর্জিত হল। এটাতে সামান্য সময়—১০ ঘন্টার কিছু বেশি সময় লাগে ও সামান্য ক্ষতি হয়। সাম্রাজ্যবাদী পত্র-পত্রিকার অভিযোগের বিপরীতে এটা কোনোমতেই সামরিক ক্যু ছিল না এবং এটা ছিল জনগণ ও সামরিক বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের সমর্থনে একটা বিপ্লব।

রেডিও মারফত বিপ্লবের সংবাদ শুনে আফগানিস্তানের হাজার হাজার মানুষ নতুন জনপ্রিয় সরকারকে সমর্থন জানাতে রাস্তায় বের হয়। বিপুল উৎপাহের সাথে জনগণ গণপ্রজাতন্ত্রী আফগান সরকারের ঘোষণাকে গ্রহণ করে। এই ঘোষণা ছিল জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য ও তার রণনীতিগত কর্তব্যকে সংহত করার লক্ষ্যে চালিত এক কর্মসূচী।*

---

* অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে সরকার নিম্নোক্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণা করেছেন :—গণতান্ত্রিক ভূমি সংস্কার করা, অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করা, রাষ্ট্রযন্ত্রকে গণতান্ত্রিক করা, গণতান্ত্রিক

আমাদের এই বিপ্লব এক নতুন ধরনের বিপ্লব। এই বিপ্লব প্রমাণ করে যে, যদি জনগণ প্রগতিশীল মতাদর্শ ও তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সংগঠনকে গ্রহণ করে, যদি শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের সুসন্তানদের পার্টি গঠিত হয় এবং যদি পার্টি দক্ষিণ ও "বামপন্থী" সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, যদি সে সামরিক বাহিনীতে প্রগতিশীল মতাদর্শ প্রচার করে, যদি সামরিক-বাহিনীর লোকেরা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্য থেকে আসে তবে জনগণের এই বিপ্লব জয়ী হয়। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী পার্টির দ্বারা আফগানিস্তানের বিপ্লব সম্পন্ন হয়। পি ডি পি এ-র কেন্দ্রীয় কমিটি বিপ্লবী পরিষদকে জাতীয় সমস্যা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। পরিষদ ও পরিষদের দ্বারা গঠিত সরকার পার্টির সি. সি-র নেতৃত্বে কাজ করছে। সাধারণভাবে বললে, সবচেয়ে ভালো পার্টি ক্যাডাররা সরকার চালাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাদেশিক গভর্নরদের কথা ধরা যেতে পারে। তারা পি ডি পি এ ও তার কেন্দ্রীয় কমিটিরও সদস্য। তারা নিজেরাই সবকিছু করছে না, প্রাদেশিক পার্টি কমিটির সহায়তায়, গভর্নরের সম্মতিতে সরকারি সংস্থাকে সরকারি পদে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব দিচ্ছে। সরকারি সংস্থার মাধ্যমে পার্টি তার নীতি কার্যকর করছে। সি. সি. বিভিন্ন সমস্যা সরকারের সামনে রাখছে, যা তারা আলোচনা করছে ও যথাযথ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

দেশের সামনে বহু কাজ রয়েছে। সেগুলো আমাদের বিপ্লবের চরিত্র দ্বারা ও এই ঘটনার দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে, যে এই বিপ্লবটা এমন একটা সমাজে সংঘটিত হয়েছে যে-সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থার আধিপত্য ছিল। সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হল, সামন্ত-

---

নীতির ভিত্তিতে জাতিসমস্যার সমাধান করা, নয়া-উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব শেষ করা; রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রতিবিপ্লবী ও গণতন্ত্র-বিরোধী উপাদান থেকে এবং জনগণ ও দেশের স্বার্থবিরোধী লোকের প্রভাব থেকে মুক্ত করা, সামরিকবাহিনীকে শক্তিশালী করা, আফগান জনগণ—শ্রমিক, কৃষক, অফিসার, শিল্পী, ছোট ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, যাযাবর নিম্ন ও মধ্যস্তরের অর্থনৈতিক ও পেশাগত দাবি পূরণ করা, নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করা, শিল্পে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা, মূল্য স্থির রাখা ও জনগণের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ রাখা, বিনাব্যয়ে সার্বিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা, বিনাব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বেকারত্ব নির্মূল করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া।—সম্পাদক

বাদকে যত দ্রুত সম্ভব নির্মূল করা ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তন আনা। এই স্তরের মূল সমস্যা হল জমি, কারণ ভূমিসংস্কার আমাদের বিপ্লবের প্রধান মর্মবস্তু।

কৃষি উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের উত্তরাধিকার একান্ত শোচনীয়। দেশে ১৪ মিলিয়ন হেক্টর চাষযোগ্য জমি আছে, কিন্তু অতীতে মাত্র ৩·৩ মিলিয়ন হেক্টর জমি চাষ করা হত। প্রায় অর্ধেক জমি সামন্ত-ভূস্বামীদের কবলে ছিল (যারা জনগণের ৫ শতাংশ), যারা জলসম্পদ, বীজ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিরও মালিক ছিল। গ্রামীণ জনতার ৩৬% ছিল জমিহীন, ছোট জোতের মালিক (চার হেক্টরেরও কম এক এক জনে) ছিল ৪৫%। এর সাথে ২ থেকে ৩ মিলিয়ন যাযাবরদের যোগ করা যেতে পারে; তারা খুব কঠিন জীবনযাপন করত।

এই অবস্থায় ভূমি সংস্কারই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কারের জন্য পথ পরিষ্কার করার প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপগুলোও সমান গুরুত্বসম্পন্ন। কৃষক-দের সংগঠিত করা ও তাদের স্বাধীন কার্যক্রম গড়ে তোলাই হল এই সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের বহু সমস্যা আমাদের আছে। এগুলোর সমাধান হল আরও গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আমাদের সংস্কার হচ্ছে কৃষকের স্বার্থে,ও তাদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভূমি সংস্কার।

কৃষি সম্পর্কিত পরিবর্তন আনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিপ্লবী রাষ্ট্র ৬নং ডিক্রি জারি করে যাতে সামন্তভূস্বামী ও সুদখোরদের প্রতি ভূমিহীন কৃষক ও ছোট কৃষকদের ঋণ মকুব করা হয়, গ্রামের শ্রমজীবীরা বন্ধক দেওয়া জমি ফিরে পায়, ১১·৫ মিলিয়নেরও বেশি ভূমিহীন কৃষক সুদের বোঝা থেকে মুক্তি পায়।

জনগণ ডিক্রিকে স্বাগত জানায়, কারণ এটা প্রমাণ করে যে আমাদের পার্টি হচ্ছে তাদের পার্টি ও আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে তাদের রাষ্ট্র যা তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করছে। একই সাথে এইসব পদক্ষেপ গ্রামীণ আফগানিস্তানে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র করে এবং কৃষকদের সংগঠিত করতে সাহায্য করে।

কৃষকদের পারস্পরিক সহায়তা ভাণ্ডার ও গ্রামীণ সমবায় গঠন করার দুটি সনদ আমরা গ্রহণ করেছি। এখন থেকে, কৃষকরা সেই ভাণ্ডার থেকে সাহায্য নিতে পারে ও যারা সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত তারা কৃষি ব্যাংক থেকে সাহায্য নিতে পারে।

জাতীয় সমস্যার সমাধানে বিপ্লব যথেষ্ট করছে। পাখতুন, তাজিক, উজবেক, হাজারা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সমানাধিকার আমরা ঘোষণা করেছি। এ-ব্যাপারে আমাদের পার্টির নীতি পূর্ববিদিত। সমস্ত রকমের জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে, মাতৃভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতি ব্যবহারের পক্ষে ও ধর্মীয় পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে আমরা চিরকাল আছি। এখন জনগণ দেখছেন যে, আমরা এই কর্মসূচী রূপায়িত করছি। পূর্বে উজবেকদের কোনো সংবাদপত্র ছিল না, এখন আছে। পি ডি পি এ কেন্দ্রীয় কমিটিতে ও সরকারে পাখতুন, উজবেক, তাজিক, হাজারা ও অন্যান্য জাতিগুলো কাঁধে কাঁধ দিয়ে কাজ করছে, তারা বড় বড় সরকারি পদে আসীন। গণমাধ্যমের দ্বারা আফগানিস্তানের জনগণের সংস্কৃতি প্রচারিত হচ্ছে।

আমরা বলেছি যে, ইসলামের নীতিগুলো আমরা শ্রদ্ধা করি ও ধর্মীয় আচার করতে কাউকে বাধা দেব না। ধর্মীয় ব্যাপারে আমরা নাক গলাতে চাই না। ধর্মীয় বিশ্বাসী লোকেদের সমর্থন আমরা পেয়েছি। তাদের নেতাদের মত, তারা বলে, যে, ৬নং ডিক্রি (কৃষকের ঋণ মকুব) একটি "সত্যিকারের ধর্মীয় কাজ", এবং মসজিদে প্রার্থনার সময়ে তারা একে সমর্থন করে। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার সাথে যুক্ত মুসলমান নেতারা তা করে না। আমাদের নীতি তাদের বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারে না, কারণ জনগণ তাদের দিকে নেই ও সরকারের প্রতি জনগণ ও সামরিকবাহিনীর পূর্ণ সমর্থন আছে, এবং এদের মধ্যে আমাদের পার্টির প্রভাব যথেষ্ট।

পরিশেষে বিপ্লবের সময় থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পর্কে দু-একটি কথা। ১৯৭৯ সালের প্রথম ভাগের শেষে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হবে, এবং শিল্পায়নের পরিকল্পনা চলছে। জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ায়, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চলছে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে কয়লার উৎপাদন বিশেষভাবে বেড়েছে এবং তেল ও গ্যাস উৎপাদনও বিশেষভাবে বাড়ছে। ১১০টি নতুন স্কুল আমরা খুলেছি এবং প্রায় ১ মিলিয়ন পাঠ্যপুস্তক আমরা প্রকাশ ও বিলি করেছি। ৩ মিলিয়ন আফগানের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার হয়েছে। খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম আমরা কমিয়েছি, নিম্ন বেতনের লোকেদের বেশি বেতনের ব্যবস্থা করেছি, কাজের সময় কমিয়েছি ও আরও চাকরি সৃষ্টি করেছি।

আমাদের মূল বিষয় হল শ্রমজীবী মানুষ, কারণ তাদের স্বার্থেই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। প্রায় ১৫ বছর ধরে আমরা ঘোষণা করেছি যে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, তার অগ্রগামী বাহিনী। আজ আমরা কাজের মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করছি।

বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম

হামিদ সফারি

সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, ইরানের পিপল্‌স পার্টি

ওয়ার্লড মার্কসিস্ট রিভিউ-এর* একটি লেখায় ইরানে গণ-আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের পার্টির মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়, অর্থাৎ যখন কমরেড এস্‌কান্দারি এই পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মিলিত হন তখন থেকে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের আবির্ভাব ঘটে। প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীল ও অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী যে-সামাজিক-আর্থনীতিক কৌশলবিধি এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করে তারই পরিণতি হিসেবে বিবিধ কারণের দীর্ঘ একটানা প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এমন প্রসারিত করেছে যা বিগত পঁচিশ বছরে দেখা যায় নি।

বিগত দশ-পনর বছর ধরে আর্থনীতিক সংস্কারগুলি নিয়ে শাহের ঢাক পেটানো সত্ত্বেও (বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকায় একে 'শ্বেত-বিপ্লব' আখ্যা দেওয়া হয়েছে) আমাদের সমাজের একটা মুষ্টিমেয় অংশ এতে লাভবান হয়েছে, অথচ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনধারণের অবস্থার অবনতি ঘটেছে। এর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে 'শ্বেত-বিপ্লব'—যার কেন্দ্রবিন্দু হল ভূমি সংস্কার। এর উদ্দেশ্য ছিল—আধা-সামন্ততান্ত্রিক গ্রামাঞ্চলে ধনতন্ত্রের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি এবং শাসকগোষ্ঠীর সামাজিক-আর্থনীতিক ভিত্তির কিঞ্চিৎ রদবদল করা। এই সংস্কারে বৃহৎ ভূসম্পত্তির মালিকানা লোপ করা হয় নি, সেটা সম্ভবও নয় কিংবা এতে গ্রামীণ গরিবরা জমিও পায় নি। আজ অবধি কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়তো একেবারেই ভূমিহীন হয়ে আছে নয়তো হয়েছে সামান্য পরিমাণ জমির অধিকারী। কিন্তু, শাহ ও তাঁর পরিবার-বর্গ সেনা ও পুলিস বিভাগের কুলীনরা, কম্প্রাডোর ও আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা বিশাল পরিমাণ ভূসম্পত্তির মালিকানা ভোগ করে। ধনতান্ত্রিক

---

* ইরাক এস্‌কান্দারি—ইরানের শাসন সঙ্কট? শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ১৯৭৮, নভেম্বর সংখ্যা।

ভূমি সংস্কারের সামাজিক-আর্থনীতিক পরিণতি হয়েছিল নিদারুণ—দারিদ্র্য, গ্রাম থেকে নগরে জনস্রোত (বছরে পাঁচ লক্ষ) এবং কৃষিতে ভাঙনের সঙ্কট। ৬৫ হাজার গ্রাম ধ্বংসপ্রায়, কৃষি উৎপাদনে কোনো অগ্রগতি নেই কিংবা তা নিম্নমুখী, আর একদা যে দেশ ছিল খাদ্য রপ্তানি শিল্পে সমৃদ্ধ, সে দেশে আজ গম, চাউল, মাংস ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী আমদানি অপরিহার্য।

দেশের আর্থনীতিক পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের জন্য কিংবা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর নির্ভরশীলতা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অথবা জনগণের জীবনের মান উন্নয়নকল্পে ইরানের প্রধান সম্পদ তেল ব্যবহার করা হয় নি। সৌদি আরবের পর ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বৃহত্তম তেল রপ্তানিকারী দেশ, ইরান বছরে দু-হাজার কোটি বা তারও বেশি পরিমাণ ডলার অর্জন করে। কিন্তু এই রাজস্বের সিংহভাগ ব্যয়িত হয়েছে প্রথমত সুবিশাল সেনাবিভাগের খরচ* বাবদ। লক্ষ্য—মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে মুখ্য সামরিক শক্তিরূপে পরিণত করা, সাম্রাজ্যবাদীদের, বিশেষ করে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর নিকট শাহের ভূমিকাকে "বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত" মিত্র হিসেবে জাহির করা এবং তৈল ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নয়া-ঔপনিবেশিক স্বার্থে ইরানকে আঞ্চলিক পুলিস প্রহরীরূপে দাঁড় করানো; দ্বিতীয়ত, এই রাজস্ব ব্যয়িত হয়েছে প্রযুক্তিগত "আধুনিকীকরণে" যা দেশের সামাজিক-আর্থনীতিক বাস্তবতা ও চাহিদা থেকে অনেক দূরে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৯৯৩ সালের মধ্যে ২০টি আণবিক শক্তি কেন্দ্র স্থাপন)। এর উদ্দেশ্য নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং সবশেষে, শাসনযন্ত্রের সমগ্র আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক রন্ধ্রগুলিতে যে-দুর্ভেদ্য জঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় রাজস্ব।

ইরানের অভ্যন্তরীণ নীতি সরকারের পুরোদস্তুর প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পুলিসী কায়দা ও **সাভাক**-এর ব্যাপক সন্ত্রাস, হত্যা ও নিপীড়ন, মানব অধিকারগুলির নিদারুণ অবমাননা, এবং কল-কারখানায়, আপিসগুলিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে **সাভাক** পরিচালিত তন্ত্রে বিভিন্ন শাখার **ব্যাপক** গোয়েন্দাগিরি—এসবই এই নগ্ন দমননীতির আরও জ্বলন্ত উদাহরণ। ১৯৫৩ সালে মোস্‌সাদ্দেক সরকারের পতনের পর থেকে ইরানে আইনত সক্রিয় কোনো প্রগতিশীল সংগঠনের অস্তিত্ব নেই। আমাদের

---

* শাহের পরিকল্পনাগুলো ১৯৮০-র মধ্যে ৩,০০০ ট্যাঙ্ক, ৭০০ বিমান ও ৬০টি নৌবহর সজ্জিত ৪০০,০০০ সৈন্যে সশস্ত্রবাহিনী গঠন করা।

পার্টির শত শত কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ঠেলে দেওয়া হয়েছে অশেষ যন্ত্রণার মুখে, নয়তো পাঠানো হয়েছে বন্দীশিবিরে।

যে-গণবিক্ষোভ এতদিন ধরে মানুষের মধ্যে ধূমায়িত হচ্ছিল শাসন-যন্ত্রের এই জনবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা নীতিই অবশেষে তার বিস্ফোরণ ঘটাল। যদিও এই লেখার সময় আন্দোলনের বর্তমান অশান্ত স্তরের সামগ্রিক বিশ্লেষণ করা কঠিন, তথাপি নিম্নলিখিত দিকগুলি এখানে সুস্পষ্ট।

—এই আন্দোলন বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্রের নৈতিক ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা প্রকট করে তুলেছে। রাজতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে দেশে আজ কার্যকর সামাজিক কোনো শক্তি নেই। শাহের স্বেচ্ছাচারে চল্লিশ বছর ধরে যে-শাসনযন্ত্র গড়ে উঠেছে তা সারা দেশব্যাপী বিক্ষোভের দরুন তাঁকে বাধ্য করেছে সরকারি রস্‌টাখিজ্‌ দলকেও বাতিল করতে। আর, এই শাসনব্যবস্থা বর্তমানে নির্ভর করতে পারে তার একমাত্র নিপীড়ন যন্ত্রগুলির উপর—সেনা ও পুলিসবাহিনীর উপর।

—বিষয়গত ও আত্মগত উপাদান থেকে উদ্ভূত ধর্মীয় প্রভাব সত্ত্বেও এই আন্দোলন মূলত সামাজিক এবং রাজনৈতিক। এর ভেতর সবচেয়ে সক্রিয় হল শিল্প শ্রমিক ও আপিস কর্মচারীরা এবং গ্রামীণ যুবশ্রেণী, তাদের সহযাত্রী ছাত্রদল ও বুদ্ধিজীবীরা। উচ্চমানের রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে এই সামাজিক গোষ্ঠীগুলি শুধু আর্থনীতিক দাবি পেশ করে নি, যার মধ্যে অনেকগুলি শাসকশ্রেণী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। বরং তারা পেশ করেছে আরও মৌলিক রাজনৈতিক দাবি, যেমন, সামরিক আইন বাতিল, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, বাক্‌স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জমায়েত ও দল গঠনের স্বাধীনতা; সাভাকের বিলোপসাধন; সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে সন্ধি ও চুক্তিসমূহ বাতিল কর এবং তাদের সামরিক ও বেসরকারি উপদেষ্টাদের দেশ থেকে বিতাড়ন।

—শিল্প শ্রমিকরা, বিশেষ করে তাদের সবচেয়ে সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত-বাহিনী তৈল শ্রমিকরা এবং আপিসকর্মী, শিক্ষকসহ অন্যান্য শ্রেণীর মানুষেরা তাদের দৃঢ় জঙ্গী মনোভাব প্রদর্শন করেছে। ১৯৭৮-এ অক্টোবর-নভেম্বর মাসের ধর্মঘটের শক্তিশালী ঢেউয়ে সুপরিস্ফুট শ্রমজীবী মানুষেরা শাসকগোষ্ঠী পরিচালিত শ্রমিকনেতাদের নাকচ করে দিয়েছে এবং তারা মাথা তুলে

দাঁড়িয়েছে তাদেরই শ্রেণী ও জাতির স্বার্থে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি নিঃসন্দেহে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রামের ভবিষ্যৎ বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

তাছাড়া ঘটনার মধ্যে দিয়ে উদঘাটিত হয়েছে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতাগুলি, যথা শহরের আন্দোলনের তীব্রতার তুলনায় কৃষকদের নিষ্ক্রিয়তা। এটা পরিস্ফুট হয়েছে জনগণের সম্মুখে দৃঢ় ও দক্ষ নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। এই সব ত্রুটি নিঃসন্দেহে ইরানের বহু অংশের গোড়া প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের ফলশ্রুতি।

নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে জেনারেল আঝ্হারীর নেতৃত্বে শাহ এক সামরিক সরকার কায়েম করে। এর থেকে এই স্বীকৃতি মেলে যে, রাজতন্ত্র নিছক অস্ত্রের জোরেই টিকে ছিল। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ-ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপই ছিল প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি, যাতে সংবাদের প্রচার হঠাৎ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরও কঠোরতার সঙ্গে জারি করা হয় সামরিক আইন। সুপরিচিত লেখক বেহ আঝিন্, অনেক প্রগতিশীল সাংবাদিক এবং কে. সনজাবী ও ডি. ফরউহার প্রমুখ বিরোধী জাতীয় ফ্রন্টের* নেতাদের কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করে।

সামরিক মন্ত্রিসভা গঠনের অর্থ এই নয় যে শাসন ব্যবস্থা নিজের অনুকূলে ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবিত করতে কিংবা চাপা, রাজনৈতিক উত্তেজনা থেকে মুক্তির জন্য অথবা শাহ-প্রদত্ত শর্তে সঙ্কট ঘোচাতে আর প্রয়াস চালায় নি। আমাদের পার্টি মনে করে, প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজনৈতিক শক্তিকে খাটো করে দেখা ভুল হবে, কেননা তাদের শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর সমর্থনের উপর এবং আমাদের এই অঞ্চলে তার মিত্রবর্গ—সৌদি আরব, মিশর, ইজরাইল ও অন্যান্য দেশের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। গত পাঁচ বছর ধরে ইরানকে যুক্তরাষ্ট্র হাজার কোটি ডলার পরিমাণের সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করেছে এবং এই সরবরাহ অদূর ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাবে—যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতিগুলির হিসাবে. ৯২,০০ কোটি ডলার। ইরানে ৮০,০০০ মার্কিন উপদেষ্টা রয়েছে, এর মধ্যে অর্ধেক নিযুক্ত আছে সামরিক চুক্তি অনুযায়ী। রাষ্ট্রপতি কার্টার কিছুদিন পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে ইরানে বর্তমান

---

* জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক শিবিরের রাজনৈতিক কয়েকটি দলের একটি প্রতিষ্ঠান।

সরকারের পতন ঘটলে যুক্তরাষ্ট্র "বিক্ষুব্ধ" হবে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা, রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ একজন কর্মচারী স্বীকার করেছেন যে "সমস্ত সম্ভাব্য আকস্মিকতা মোকাবিলা করার পরিকল্পনা রয়েছে" ওয়াশিংটনের।

আপাতদৃষ্টিতে, এসবই হল ইরানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সামরিক হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা। এতে নগ্নভাবে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করা হবে এবং এর পরিণতি হতে পারে সাংঘাতিক। লিওনিদ ব্রেজনেভের বিবৃতির জন্য আমাদের পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট কৃতজ্ঞ। এসম্পর্কে তাঁর দেশের অবস্থান এক বিবৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন 'যে কোনো শক্তির দ্বারা যে কোনো অজুহাতে এবং যে কোনো প্রকারে ইরানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে।'* বর্তমান সঙ্কটময় সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এভাবে বারবার সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপকারী মনোভাবকে প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ জানিয়ে তার নীতিগত অবস্থান জানিয়েছে।

জনগণের ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির এই যে উত্তেজনাপূর্ণ মুখোমুখি অবস্থান তা' একান্তই ইরানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সমগ্র দুনিয়ার নিকট এটা সুস্পষ্ট যে ইরানের জনগণ আমূল রাজনৈতিক এবং সামাজিক-অর্থনীতিক সংস্কারের জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। আর, পরিস্থিতির মধ্যে যে কোনো রদবদলই ঘটুক না কেন এই মূল উপাদানই আমাদের দেশের অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

২১শে নভেম্বর, ১৯৭৮

---

* প্রাভদা, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৭৮

গিকিং-এর নীতি সম্পর্কে সত্যি কথা

হোং চুওঙ

ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মাসিক পত্রিকা হক সান (কমিউনিস্ট পত্রিকা)-এর সহকারী প্রধান সম্পাদক

পার্টির শাখাগুলিকে শক্তিশালী করাই পার্টি গড়ে তোলার এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এদের শক্তি ও দক্ষতা লাভের ব্যাপারে পার্টি পত্রিকা কি সাহায্য করতে পারে? আমাদের অভিজ্ঞতা পরিমিত এবং এখনও সামান্য-করণের অপেক্ষায় আছে। তবু, আমরা কিছু বিবেচনাপ্রসূত বক্তব্য রাখতে চাই।

আমাদের মাসিক পত্রিকাটি পার্টি শাখাসমূহের নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ কর্মীদের শিক্ষার ব্যাপারেই প্রয়াস চালায়। আমরা তাদের সঙ্গে নিম্নোক্ত লাইনে সহযোগিতা করার চেষ্টা করি:

—যে মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতি সৃজনশীলভাবে ও স্বাধীন-ভাবে চিন্তা করা শেখায় সে-সম্পর্কে দক্ষ করে তোলা।

—নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার জন্য পার্টি লাইন আয়ত্ত করা, তাদের রাজনৈতিক কর্তব্য নির্দিষ্ট করা।

—তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং তাদের বৈপ্লবিক অভীপ্সাকে জোরদার করা ও তাদের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তাদের নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো।

যাতে পার্টির প্রতিটি নেতৃস্থানীয় কর্মী ও সাধারণ কর্মী দেশের পরিস্থিতি ও প্রতিটি বিশেষ স্তরে কমিউনিস্ট হিসাবে তাদের কর্তব্য বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্যই আমরা কাজ করে চলেছি। আমরা একে আমাদের অন্যতম প্রথম কাজ বলে মনে করি।

নতুন উন্নয়নলগ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান স্তরে আমরা কিভাবে আমাদের কাজকে সংগঠিত করি? আমাদের পত্রিকায় আমরা বর্তমান পরিস্থিতির কোন কোন দিকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিই?

তিন বছরেরও বেশি হয়ে গেল আমাদের জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি ও দেশের পুনঃসংযুক্তি সাধনের

ব্যাপারে পূর্ণ বিজয় অর্জন করেছে। বিগত এই সময়কালে আমরা অর্থনীতির পুনর্বাসনে ও অগ্রগমনে, সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনসাধনে ও সমাজতন্ত্র গঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিয়েছি। কিন্তু আমাদের অসংখ্য অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বৃহত্তম যে-অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তা হল আমাদের বিপ্লবের বিরুদ্ধে চীনা নেতৃবৃন্দের ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য কার্যকলাপ। তিন বছরের মতো হল, ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগানোর জন্য তারা কাম্পুচিয়ার বিরুদ্ধে এক শক্তিকে ব্যবহার করছে। আমাদের দেশের বিরুদ্ধে জাতীয় চৌরতা উস্কে দেবার জন্য, আমাদের অর্থনীতিকে ক্ষয় করা ও আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ে প্রস্তুত করার দিকে দৃষ্টি রেখে সম্প্রতি চীনা কর্তৃপক্ষ কৌশলী বা বাধ্যতামূলক উপায়ে জাতিগতভাবে চৌনক এমন ব্যক্তিদের ব্যাপক ভিয়েতনাম ত্যাগে প্ররোচনা যোগাচ্ছে। তারা ভিয়েতনামে অর্থনৈতিক সাহায্য পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে, সমস্ত বিশেষজ্ঞকে দেশে ফিরিয়ে নিয়েছে এবং চীনে অবস্থিত তিনটি ভিয়েতনামী দূতাবাস বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের দেশে তারা সবরকমের বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছে।

দু-দেশের মধ্যেকার ও পূর্ব সমুদ্র বরাবর সীমান্তে চীনা কর্তৃপক্ষের সামরিক ভীতি প্রদর্শনের সম্মুখী হতে হচ্ছে ভিয়েতনামকে। দিবারাত্রি তারা চীনে ও অন্যত্র ভিয়েতনাম বিরোধী মনোভাব উস্কাচ্ছে এবং ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ বাড়িয়েই চলেছে।

চীনের নেতারা ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে এমন শত্রুতামূলক নীতি গ্রহণ করলেন কেন? এর কারণ আমাদের বিদেশ নীতি ও আভ্যন্তরীক নীতিতে আমরা দৃঢ়ভাবে স্বাতন্ত্র্য মেনে চলেছি। এর কারণ পিকিং-এর নেতৃবৃন্দ যে-ব্লক গঠন করতে চায়, সেই তথাকথিত এশিয়াপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য যুক্তফ্রন্টে যোগদানকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। এর কারণ আমরা আবিচলভাবে এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি ও আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছি। এর কারণ আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছি।

তিরিশ বছরের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বদেশীয় প্রতিরক্ষা অন্তে শান্তিতে বসবাস করা এবং স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধি গড়ে

তোলার ব্যাপারে ভিয়েতনামী জনগণের আকাঙ্ক্ষা অন্য যে-কোনো মানুষ অপেক্ষা অধিক উৎসাহপূর্ণ। চীনা নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে বলে যে-কারোও চক্ষে ভিয়েতনামের পরাস্থাতকে অন্তর্ভাতীয় করতে ও তার গতিশীল গঠনকার্যকে ব্যাহত করতে চাইছে। তারা বেহায়ার মতো ভিয়েতনামের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অঞ্চলিক অখণ্ডতার উপর হস্তক্ষেপ করছে।

চীনের ভিয়েতনাম-বিরোধী চাল-চলন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সমগ্র বিশ্বে সার্বিক তারা যা করছে এটা সেই সার্বিক পরিকল্পনারই অংশ। 'আধিপত্যের বিরুদ্ধে' সংগ্রামী হবে নেতৃত্বের জাহির করে তারা যখন কদম বাড়াচ্ছে ঠিক তখনই চীনের এই নেতার সারা দুনিয়ায়, সর্বোপরি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহৎ শক্তির আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখছে। তাদের 'তিন দুনিয়া' তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তারা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হবার উদ্দেশ্যে এক দুনিয়া জোড়া রণনীতি প্রয়োগ করছে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোকে একত্রিত করছে, তথাকথিত তৃতীয় দুনিয়াকে ভুল পথে চালিত করছে এবং বিশ্ব বৈপ্লবিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করছে।

বৃহৎ শক্তিসুলভ সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি (এবং আপনাদের পাঠকবৃন্দও বলে) যে, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির সংগ্রামকে আরও উন্নতস্তরে উন্নীত করতে হবে, এই আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রধান শক্তি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগ্রামী বৃহৎ শক্তি সম্প্রসারণবাদ। যে-বৃহৎ শক্তি সম্প্রসারণবাদ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া তাদের স্বার্থ ও প্রভাব চাপাতে চায় তাদের বিরুদ্ধে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলিকে সংগ্রাম করতেই হবে। আমাদের অঞ্চলের বৈপ্লবিক শক্তিগুলোর উপর সরাসরি আঘাত হেনে বৃহৎ শক্তি সম্প্রসারণবাদী বিপক্ষের প্রতিবিপ্লবী ঝড়ো বাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে পৌঁছনোর সকল স্তরে জন্য চীনা নেতারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বেছে নিয়েছে, কারণ এই অঞ্চল আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সঙ্গমস্থল এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সম্পন্ন। এ-অঞ্চলের জনবসতি খুব ঘন এবং প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। খুব বেশি দিন হয় নি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখানে পরাস্ত হয়েছে ও ভিয়েতনাম ছাড়তে বাধ্য

হয়েছে। চীনের নেতারা মনে করেন যে, এ-অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা তাদের অনুকূল। তাঁরা এ-অঞ্চলের শত সহস্র অধিবাসীর রক্ত সম্পর্কের দুর্বলতা কাজে লাগাবার ফন্দি এঁটেছে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর অনুচরদের কার্যকলাপকে নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থে চলার জন্য ব্যবহার করছে।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতার প্রতীক ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে চীনের নেতৃবৃন্দ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তাদের আধিপত্য বিস্তারের সবচেয়ে বড় বাধা বলে মনে করে। এই জন্যই প্রতারণাপূর্ণ প্রবল কার্যকর করে এবং ভিয়েতনামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর ও সর্বাত্মক দুর্বলতার কাজ চালিয়ে ভিয়েতনামকে দুর্বল করার সর্বাধিক চেষ্টা তারা চালাচ্ছে।

দেশের জনগণ ও সেনানীদের জন্য আমাদের পার্টি নিম্নরূপ কর্তব্য স্থির করেছে: দেশপ্রেমকে উন্নত কর এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যকে বাড়িয়ে তোল; বহিরাগত আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্য রাখার ঐতিহ্যকে ও বৈপ্লবিক বীরত্বকে বর্ধিত কর; স্বাধীনতার গৌরবকে শক্তি সম্পন্ন কর; সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে যৌথ অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা কর; সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যে অগ্রগমনের বেগের দৃষ্টান্ত স্থাপন কর এবং প্রতিরক্ষা ক্ষমতা গড়ে তোল; অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটাও; শত্রুর যে-সব চক্রান্ত ভিয়েতনামকে দুর্বল করতে ও অন্তর্ঘাত চালাতে চায় তাকে খতম কর; দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধের সমাধান দর্শাও এবং তাতে জয়ী হও; রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাকে জোরদার কর, আগের তুলনায় বৃহত্তর আকারে যুদ্ধ এলে বা তাতে আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীদের পরাস্ত করার জন্য তৈরি হও।

আজ আমাদের জনগণের মূল-ধ্বনি হল 'সব কিছুই সমাজতান্ত্রিক গঠনের জন্য, সব কিছুই সমাজতান্ত্রিক দেশ রক্ষার জন্য।'

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, আমরা সমস্ত ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশ ও সকল প্রগতিশীলদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংহতির জন্য কাজ করে চলেছি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং সম্প্রসারণবাদ ও বৃহৎশক্তি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে লড়াই করছি। আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী দায়িত্বের প্রতি সম্মান জানিয়ে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল বিকাশ ও বিশুদ্ধতা সংরক্ষণে অবদান রাখা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও বিশ্বের সর্বত্র সমাজতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধীনতা জোরদার করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব।

এর অর্থ হল, নতুন আভ্যন্তরিক পরিস্থিতি ও তারা উদ্ভূত নরনারী নির্বিশেষে প্রত্যেক ভিয়েতনামবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন হবার ব্যাপারে পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্য ও সাধারণ কর্মীদের সাহায্য করাই আমাদের মাসিক পত্রিকা সবচেয়ে প্রথম কাজ হবে। পার্টির দক্ষতা উন্নয়নের জন্য, সরকারকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য, যৌথ অর্থনৈতিক পরিচালনার ব্যাপারে জনগণের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য, উৎপাদন তথা যুদ্ধের বৈপ্লবিক বীরত্বকে মহিমান্বিত করার জন্য আমরা, সম্পাদকরা পার্টির ও জনগণের সংগ্রামের প্রতিটি ইতিবাচক ঘটনা ও উপাদানকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি।

সেই সঙ্গে, ভিয়েতনামের জনগণের লক্ষ্য বিষয়ে চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে অবিচল আস্থা রাখার ব্যাপারে পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্য ও সাধারণ কর্মীদের উৎসাহিত করার জন্য আমাদের পত্রিকা-কর্মীদের আমরা চালিত করি। এখন আমাদের দেশ যে-কোনোও সময়ের তুলনায় অধিকতর শক্তি সম্পন্ন। আমরা সংযুক্ত রাষ্ট্র দেশের সেই সামরিক শক্তির অধিকর্তা যা শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসকদের পরাস্ত করেছে। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্য ও শৌর্যের বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্য আমাদের আছে। আমাদের পক্ষে আছে সর্বহারার এক নায়কত্বের নায় ও শক্তি, যৌথ অর্থনৈতিক পরিচালনার সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি আর আছে সঠিক সৃজনশীল ব্যাপক বিস্তৃত লাইন। পার্টির মধ্যে, জনগণের মধ্যে ও সেনাবাহিনীর মধ্যে আছে সাচ্চা ঐক্য। আমাদের দিকে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশের, তথা বিশ্বের সকল বৈপ্লবিক শক্তির সংহতির বল। আর এর অর্থ হল, আমরা জিতবই জিতব।

প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিনের শিক্ষা—মুক্তি ও স্বাধীনতার চেয়ে বেশি মূল্যবান আর কিছুই নাই'-এর প্রতি প্রশ্নাস্ত আমাদের জনগণ তাদের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডিক সংহতি রক্ষার জন্য সংগ্রামশীল।

বৃহৎ শক্তি সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী জনগণের সংগ্রাম শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের জনগণের সংগ্রামেরই অংশ। এই লড়াইয়ের জয় দুনিয়ার তিন বৈপ্লবিক ধারার অগ্রগতিকে বিস্তৃত করবে। এই সংগ্রামকে সাফল্যে পৌঁছে দেওয়া ভিয়েতনামী জনগণের আন্তর্জাতিকতাবাদী ও আন্তর্জাতিক কর্তব্য।

সমাজতত্ত্ব ও সমাজবিকাশ

অধ্যাপক বরিস গ্রুসিন
ডি. এস-সি. (দর্শন)

মনস্তত্ত্ব থেকে সমাজতত্ত্বে উত্তরণের বর্তমান যুগটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে চলেছে। এর ফলে বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের বহু ধারণার মধ্যে আমূলগত পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে এবং প্রকৃতির রহস্যের মধ্যে সমাজ ও চেতনার জগতে মানুষের আরও গভীর অনুপ্রবেশের এক অপূর্ব সম্ভাবনা উন্মুক্ত হচ্ছে। এটা প্রকৃতপক্ষে এমন একটা নতুন স্তরও বটে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যার বিকাশের উপাদান এবং এটা মানুষের সমস্ত ক্ষমতা বাস্তবসম্মতভাবে সুসংহতভাবে সংহত করার আসল পূর্বশর্ত।

এটা বিশেষ করে আরো প্রযোজ্য ইতিহাস সৃষ্টির সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে এবং মানব সমাজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সংগ্রামে। এটা না-বললেও চলে যে, আমাদের সময়ের বিভিন্ন ধরনের সমাজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে জড়িত রয়েছে। তাছাড়া সমাজ-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবনাগুলো এবং সমাজ গঠনকে সংগঠিত করার কাজে এগুলো বিবেচনা ও তার যথাযথ প্রয়োগ করার জন্যে সমাজের প্রকৃতি-বোধের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে চানিয়ার্ড আংশিক ও সামাজিক-দৃষ্টান্তের এক বাস্তবতাকে বাস্তবতাই বিভিন্ন ভিন্ন ধারণা সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানের উপর প্রয়োগ-কর্মের এই দাবি সত্ত্বেই সার্বজনীন এবং এটা প্রধান ও স্বাভাবিকভাবেই সমাজতত্ত্বকে সাড়া করে তোলে। আর এই সমাজতত্ত্বের কাজ হল বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সত্তার কাঠামো ও বিকাশের সমন্বিত অনুশীলন করা।

আজকের সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞান কি তার এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন? সে কি প্রয়োগ-কর্মের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত? ১৯৭৮-এর আগস্টে সুইডেনের উপসালায় অনুষ্ঠিত নবম বিশ্ব-সমাজতত্ত্ব কংগ্রেস থেকে

এ-সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। এখানে "সামাজিক বিকাশের পথাবরুদ্ধ" নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এটা ঠিক যে, বর্তমান সমাজতত্ত্বের প্রথম ও মৌল বৈশিষ্ট্য হল এর মধ্যে মার্কসবাদী সমাজতত্ত্ব ও বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের মতো দুটি বিরাট ও পরস্পর-বিরোধী ক্ষেত্রের অবস্থিতি এবং আরও বৈশিষ্ট্য হল দ্বিতীয়টির মধ্যে বিভিন্ন ধারণা, প্রত্যয়, তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলের বিস্ময়কর মিশ্রণ। বর্তমানে সমাজতত্ত্বের মধ্যে মার্কসীয় ধারা ছাড়াও নিম্নোক্ত বহুরকম চিন্তাধারা ও প্রবণতা রয়েছে: প্রত্যক্ষবাদী ও নব্যপ্রত্যক্ষবাদী[১], ক্রিয়ামূলক কাঠামোপন্থী[২] ও প্রয়োগবাদী[৩], ইন্দ্রিয়বাদী[৪], ফ্রাংকফুর্ট[৫] মত-সম্প্রদায়ের সদস্যরা, নৃতত্ত্ববাদী ও জৈব-সমাজতত্ত্বের প্রবক্তা ইত্যাদি। এই তথ্যটি বিজ্ঞানের সাধারণ পেশাগত ভাষার অভাবের মধ্যে বাস্তবভাবে প্রকাশ পায়। এর থেকেই এটা প্রতিপন্ন হয় যে, ঐসব মত-সম্প্রদায় ও প্রবণতার মধ্যে সুষ্ঠু আলাপ-আলোচনা চালানো কত কঠিন (কখনও কখনও এটা অনাতরুম্য)।

অবশ্য সমাজতত্ত্ব কখনই গণিত বা পদার্থবিদ্যার মতো নিরেট, সমধর্মী বিজ্ঞান নয়। এটা সব সময়েই বহুপ্রবণতাবিশিষ্ট—যার মধ্যে অনেকগুলো পরস্পর-বিরোধী ও পরস্পরকে খণ্ডন করে। কিন্তু তত্ত্বগত ধ্যানধারণার যেসব বৈচিত্র্য এখন পরিলক্ষিত হচ্ছে (যার মধ্যে রয়েছে প্রত্যয়হীনতা, নজিরবিহীন একগাদা পাঁচমিশেলী মিশ্রণ, বিভিন্ন মত-সম্প্রদায়ের প্রত্যয়-গুলোর একই সঙ্গে প্রয়োগ) সেগুলো যেন একটা চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। মার্কসীয় বিজ্ঞানের বাইরে বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে এমন কোনো প্রত্যয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না যাকে ভিত্তি করে কিছু সমাজবিজ্ঞানী একত্র হচ্ছেন।

অল্প কিছুদিন আগে, পঞ্চাশ ও ষাট দশকের গোড়ার দিকে অবস্থা খানিকটা অন্যরকম ছিল। অ-সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় মার্কিন সমাজবিজ্ঞান এবং তার কাঠামোগত ও কার্যকর বিশ্লেষণ পদ্ধতিই রাজত্ব করত। যে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পারিস্থিতিতে (যুদ্ধকালীন) ইউরোপীয় সমাজতত্ত্বের ঐতিহ্য লক্ষণীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল তার আংশিক পরিণতি। কার্যত, আন্তঃসম্পর্কবাদী ও তত্ত্বগত সমাজতত্ত্বের প্রাপ্ত ফসলের উপর মার্কিন বিশ্লেষকদের কর্তৃত্ব নির্ভর করত।

এটা ঠিক যে, কাঠামোগত ও কার্যকর বিশ্লেষণ পদ্ধতির সমারূঢ়তা বিশেষ করে প্রকাশ পেয়েছিল এর অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এবং এর

অনুপস্থিত বিষয়ের বিকাশের বিবরণ দেওয়া ও বিচার করার ব্যর্থতার মধ্যে। এগুলোই প্রকট হয়ে ওঠে, যার ফলে বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের মুখ্য প্রবক্তা হিসেবে কাঠামোগত কার্যকরবাদের দাবি সম্পর্কে প্রথম প্রশ্নের সৃষ্টি হয় (মার্কিন বিজ্ঞানীরাও এর মধ্যে ছিলেন) এবং তারপর ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পুনর্জাগরণ ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং মার্কসীয় বিজ্ঞানের সাফল্যের মধ্যে দিয়ে বরবাদ হয়ে যায়। যাইহোক, ১৯৬৬ সালে ইভয়ান-এ অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বিশ্ব-সমাজতন্ত্র কংগ্রেসে অনেক মার্কন, ফরাসি ও ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পশ্চিমী বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের "যৌক্তিক অখণ্ডতার" কথা অতীতের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। এমনকি ঐসময়েও আসন্ন "তত্ত্বগত সংকট" সম্পর্কে একটা সতর্কতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তাঁরা তাঁদের প্রস্তাবে উন্নত ধনতান্ত্রিক (সমস্ত অ-সমাজতান্ত্রিক দেশে) দেশগুলোতে কর্মরত সমাজতান্ত্রিকদের ঐক্যবদ্ধ করার মতো একটা উদ্ভাবন করার এবং তাঁদের কাজকর্মকে কম-বেশি একটা অভিন্ন তত্ত্বগত ও পদ্ধতিবিদ্যাগত ধারায় প্রবাহিত করার "জরুরী" প্রয়াসের উপর মনোযোগ দেওয়ার কথা উত্থাপন করেছিলেন।

প্রথমদিকে এই আত্মসমালোচনা যেন খানিকটা ফলপ্রসূ হয়েছিল। তাই ১৯৭০-এর ভার্না বিশ্ব-কংগ্রেসের পরে এটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে অনেক পশ্চিমী সমাজতান্ত্রিক, বিশেষ করে খ্যাতনামারা আধুনিক জগতের অত্যাবশ্যকতা পর্যালোচনা সামাজিক ঘটনা ও প্রক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা করার জন্যে এবং প্রবহমান বাস্তব পরিবর্তন সমূহের ঝোঁক ও বিকল্প প্রবণতাকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে মৌল সারবত্তাসম্পন্ন বড় বড় সমাজতান্ত্রিক প্রত্যয় ও ছকগুলো বিশদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

কিন্তু ঐতিহাসিক অর্থে বিচার করলে ঐসব প্রক্রিয়া অপরিবর্তনীয় হয়েই দাঁড়িয়েছে। যে-সংকট আসন্ন হয়ে উঠেছিল তা ভেঙে পড়েছে এবং এটা প্রথম স্পষ্ট হয়েছে যে, যে-বড় বড় তত্ত্বগত বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিকরা আরোগ্যের উপায় বলে খোঁজ করতেন তাঁরা তার সন্ধান পান নি। দ্বিতীয়ত, আধুনিক বুর্জোয়া সামাজিক চিন্তার মধ্যে নতুন বা পুরাতন এমন একটি তত্ত্বগত প্রত্যয়ও নেই যা কিনা অস্থায়ীভাবেও অ-মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিকদের মননশীল প্রয়াসকে সংহত করার একটা উপাদান হতে পারে।

মানব সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে এমন কোনো ধারণা নেই। তাই উপাসালা কংগ্রেসে পুঁজিবাদী দেশগুলোর বক্তারা বার বার এটা

স্বীকার করেন যে, তাঁরা দুনিয়ার বিশাল ধারার তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষম এবং "বিজ্ঞান" প্রত্যয়টির কোনো সংঘায়ত্তনক সংজ্ঞাও তাঁদের জানা নেই ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে 'হলে' কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সেখানকার প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ এই বাণীটিকে নিয়ে তাঁরা খুব ঠাট্টা-রসিকতা করেন: "মুক্তভাবে চিন্তা করা ভালো কিন্তু সঠিকভাবে চিন্তা করা আরও ভালো।"

এই পরিস্থিতির স্বাভাবিক পরিণতি হল সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার তত্ত্বগত মানের লক্ষণীয় অবনতি এবং বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের মধ্যে, বিশেষ করে এর ভাষা ও সমস্যা সূত্রায়নের পদ্ধতির মধ্যে, দৈনন্দিন চেতনাজাত ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির পদ্ধতির মধ্যে এই পরিস্থিতি প্রকাশ পাচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক জ্ঞানের এই ধরনের "অপেশাদারিত্বে"র সঙ্গে সমানতালে চলেছে পরিভাষাহীনতা, বাক্‌বিভূতি এবং বৈধ প্রত্যয় ও পদ্ধতির অনির্দিষ্টতা। আগেও এটা লক্ষ্য করা গিয়েছে। সে সময়ে এই প্রবণতার একটা ব্যাখ্যা খোঁজা হতো বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তুর দ্রুত প্রসার এবং উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত বহু ব্যক্তির সমাজতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত হওয়ার মধ্যে। এটা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পশ্চিমে এই প্রবণতা পশ্চাৎ সমাজতত্ত্বকেই প্রভাবিত করছে প্রতিষ্ঠাবান ও স্বীকৃত সমাজতাত্ত্বিকদের কাজকর্মের উপরে ছাপ ফেলছে।

সমাজতান্ত্রিক জ্ঞানের রাজ্যে এই তত্ত্বগত বিরোধের কারণ খুবই স্পষ্ট: অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মতো এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের চাইতে সমাজতত্ত্ব বর্তমান সামাজিক সম্পর্কের, তার সমস্ত বিরোধ ও সংঘর্ষের এবং নানারকম স্বার্থের সংঘাতের সঙ্গে সাথে। বিভিন্ন ভাবাদর্শের মধ্যে বর্তমান দুনিয়ার যে-বিভাজন লক্ষ্য করা যায়—সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের জটিল গঠনবিন্যাসের মধ্যে তার ছাপ মেলে।

এক সময়ে বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকরা "বস্তুনিষ্ঠতা", "পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি" এবং "বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের" দাবিতে এটা এড়িয়ে যেতেন যে সমাজতত্ত্ব কোনো না কোনোভাবে (সমাজ বা শ্রেণীর কাছে—অনু.) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কার্যত এখন আর এই মোহের কোনো অস্তিত্ব নেই। বিশেষ করে এটা আরও নেই সেইসব সমস্যা আলোচনার ক্ষেত্রে, যেগুলো শুধু তত্ত্বগতই নয়, স্পষ্টভাবেই সামাজিক-আর্থনীতিক তাৎপর্যসম্পন্ন।

জগতে যে-অসংখ্য সামাজিক শক্তি সক্রিয় রয়েছে তাদের স্বার্থকে প্রকাশ

করার মতো ভাবাদর্শের সংখ্যাও বহু। এর ফলেই সমাজতন্ত্রে বিভিন্ন তত্ত্বগত ভাবধারা ও ধ্যানধারণার ভাবাদর্শগত পরিচয় শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। মার্কসীয় ও বুর্জোয়া—এই দুই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশমান ধারার পাশাপাশি সমাজতন্ত্রে আরও অনেক "মধ্যবর্তী" ধারা আছে। এইভাবে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা ও কাঠামোর মধ্যে তথাকথিত বিচারমূলক সমাজতন্ত্র এখন যথেষ্ট বিকাশিত। এই সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমাজতন্ত্রের কয়েক প্রবক্তার সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা এখনও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা থেকে যথেষ্ট পেছিয়ে আছে।

বিজ্ঞান হিসেবে সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শগত বিভাজন এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। প্রথমত, এটা এখনও স্পষ্টতর হচ্ছে যে, মানবজাতির সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক পথ অগ্রগতির প্রবক্তাদের মধ্যে দুনিয়াজুড়ে যে-ভাবাদর্শের সংগ্রাম চলছে, সমাজতন্ত্র ক্রমশই সেই আসল রণক্ষেত্রের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

নয়া কাংগ্রেসের আলোচনা থেকে এটা দেখা যায় যে, যে সব দেশ ও সমাজ সম্প্রতিকালে ঔপনিবেশিক নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়েছে, তাদের বেশীর ভাগের কাছে বিশ্বের সমাজতন্ত্রের বাছে অত্যন্ত জরুরী সমস্যা। বুর্জোয়া বিশ্লেষকরা অসন্তোষের সঙ্গে বলেছেন যে, এশিয়া ও আফ্রিকার বহু উন্নয়নশীল দেশ প্রায়ই সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়ার পথ বেছে নিচ্ছে। ঐসব দেশ যাতে "ঐতিহাসিক ভাগ্যের" শিকার না হয়, তাঁরা তা ঠেকাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা বাস্তবতার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ বর্জন করে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অবস্থানকে বিকৃত দর্পণে প্রতিফলিত করছেন। কিন্তু এটাও একটি তথ্য যে, উন্নয়নশীল দেশের সমাজতান্ত্রিকরা ক্রমবর্ধমান হারায় ধনতান্ত্রিক বিকাশধারা সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছেন এবং তাঁদের দেশগুলোর ভবিষ্যৎ অগ্রগতির কর্মসূচী রচনার প্রয়াসে ব্রতী হচ্ছেন।

এই ধরনের সংঘাত থেকে এটা দেখা যায় যে, ভাবাদর্শগত সংগ্রামে কোনো আপসের স্থান নেই। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা "অভিন্ন" সমাজতন্ত্র সৃষ্টি করা, এবং দুনিয়ার সমস্ত সমাজতন্ত্রীদের কাছে গ্রহণযোগ্য মতাদর্শের কোনো তত্ত্বরচনা করার আহ্বানকে টরপেডো (torpedo) কিংবা সমাজতন্ত্র আর রাজনীতিবিদদের চাপ এড়াতে পারছে না—কিছু বুর্জোয়া 'পণ্ডিতের' এই অভিযোগকে আমরা অত্যন্ত স্থূল বলেই মনে করি। বিজ্ঞান ও ভাবাদর্শের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের ফলে আধুনিক সমাজতন্ত্রে

আমরা যে-বৈচিত্র্য, তত্ত্বগত প্রত্যয়গুলোর মধ্যে যে সামঞ্জস্যহীনতা দেখতে পাই তা নীতিগতভাবে কাটিয়ে ওঠা যায় না। এই পরিস্থিতিতে প্রচলিত তত্ত্বগত ও ভাবাদর্শগত প্রবণতাগুলোর বোনো একটিকে বেছে নেওয়ার কাজ বিশেষ দায়িত্বশীল কাজ। এটা সেসব গবেষক তাদের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে অবহিত হতে চান এবং যে সব প্রধান প্রধান সামাজিক শক্তি মানব সমাজের অগ্রগতির পন্থা সম্পর্কে সমাজতত্ত্বের কাছ থেকে জবাব পেতে চায়—তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এই প্রসঙ্গে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের একটি মৌল বৈশিষ্ট্য ও তথ্য প্রবণতার উল্লেখ করা প্রয়োজন: এটা হল বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের কাঠামোর মধ্যে মার্কসবাদের স্থান ও ভূমিকায় মৌলিক পরিবর্তন। সঠিকভাবে বলতে গেলে সমাজতত্ত্বে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবধারার গুরুত্ব, জনপ্রিয়তা ও প্রভাব প্রচণ্ড মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। দশ-বারো বছর আগে এটা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ও সম্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। এমনকি ভার্নাতেও ডেনিয়েল বেল-এর অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে লেখা ভাবাদর্শের অবসান বইটির মধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বইটিতে বলা হয়েছে উনবিংশ শতকীয় ভাবাদর্শগুলো, বিশেষ করে মার্কসবাদ, একটা মননশীল তন্ত্র (সিস্টেম) হিসেব তাজা নিঃশেষিত; এরা যে-প্রকৃত বিশ্ববীক্ষার দাবি করত তারও ভিত্তি নেই।

কিন্তু এখন থেকে নতুন নতুন, এমনকি আরও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বিশ্বের সমাজতত্ত্বে মার্কসবাদের অবস্থান শুধু প্রসারিত ও শক্তিশালীই হয় নি, নবম বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে মার্কসবাদ প্রকৃতপক্ষে প্রধান ও কেন্দ্রীয় বিচার মধ্যমণি হয়ে উঠেছিল। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই (ইতিবাচক বা সমালোচনার দৃষ্টিতে) মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করার চেষ্টা করেন। উপাসালার সভায় যেসব ভাষণ পঠিত হয়েছিল (বিভিন্ন সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে) যদি কেউ তার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এটা আবিষ্কার করবেন যে, মার্কসবাদ অন্যান্য তত্ত্বের চাইতে এগিয়ে আছে।

এই তথ্যটি মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে সন্তোষজনক। কিন্তু এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ও সাঠিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রথমত, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা চাই বিভিন্ন অ-মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের চিন্তাধারার মার্কসবাদের প্রতি এই আগ্রহের প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ; দ্বিতীয়ত

আকা চাই মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের আগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এই পরিস্থিতির কিছু ফলাফলের বিশ্লেষণ।

প্রথমটি জটিল প্রকৃতির ঘটনাবলী ও বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। এর সঙ্গে সম্পর্কিত হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত, যথাযথ পদ্ধতিবিজ্ঞানগত ও তত্ত্বগত গুণ এবং আধুনিক বিশ্বের বিকাশ ধারার সামাজিক-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ। বিশ্বে যেসব জটিলতম সামাজিক প্রক্রিয়া ও ঘটনা ঘটছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তার যথার্থ ব্যাখ্যা হাজির করতে সক্ষম। এর ফলেই বহু বিশ্লেষক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর সমাধানে অনিবার্যভাবে ও স্বাভাবিক কারণেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন।

এই সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এখন শুধু আর তত্ত্ব নয়। এটা নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার কর্মপন্থা। বহু দেশের মানুষ এখন এই সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী। পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশের জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের নেতৃত্বে আসীন কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলো তাদের বাস্তব কার্যক্রম বিবেচনা করার ক্ষেত্রে এই মতবাদের উপরই নির্ভর করে। তাই সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের দিকে রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকে বা অর্থনৈতিক বিকল্প হিসেবে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট বিশ্লেষকদের মধ্যে মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আর এক ধরনের, আর এক ধারার আগ্রহ দেখা যায়। এদের মধ্যে গোপনে বা প্রকাশ্যে এই মতবাদের বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক প্রভাব কে নষ্ট ও দুর্বল করার অভিসন্ধি রয়েছে। এ ধারাটি বরাবরই ছিল এবং বর্তমানে এর তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে (যেহেতু মার্কসবাদ বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে)। এ ক্ষেত্রে প্রধানত জড়িত রয়েছে বুর্জোয়া বা আরও ব্যাপকার্থে সমাজতন্ত্রবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভাবাদর্শ। এর সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল তত্ত্বের বিকল্প হিসেবে "নতুন" বক্তব্য হাজির করার এবং এর প্রকৃত আধেয়কে বিনষ্ট করার জন্যে হরেকরকম সংস্কারবাদী ও সংশোধনবাদী কার্যকলাপকেও যুক্ত করা উচিত।

মার্কসবাদের সর্বাত্মক জনপ্রিয়তার পটভূমিতে মার্কসবাদকে উপলব্ধি করার ও বিকাশ ঘটানোর ইচ্ছা থেকে শুরু করে একে বর্জন, আলোচনা ও বিকৃত করার প্রচেষ্টা পর্যন্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজতত্ত্বের প্রতি নানারকম দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করতে গিয়ে মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিকরা স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নটির সম্মুখীন হন: মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রতি এই ধরনের

ব্যাপক আগ্রহের ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা কী দৃষ্টিভঙ্গি নেবেন? অ-মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিকরা যে বিভিন্নভাবে মার্কসবাদের দিকে নজর দিচ্ছেন, তার প্রতিই বা তাঁরা কিভাবে সাড়া দেবেন?

এক অর্থে, মার্কসবাদের সমালোচকরা যখন একে বিকৃত ও সংশোধন করতে চান, তখন সেটা আসলে কোনো সমস্যা হয়। কারণ দীর্ঘদিন ধরে এ-সবের সমাধান রয়েছে। মার্কসবাদবিরোধিতার বিরুদ্ধে পাল্টা সমালোচনা এবং এদের ধ্যানধারণা ও যুক্তির স্বরূপ উদ্ঘাটনের মধ্যে দিয়েই সমাধান অর্জিত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মার্কসবাদীদের এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, তাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা শুধু প্রকাশ্যে হবে না, ছদ্মবেশের আড়ালেও সেটা ঘটবে এবং সেটা শুধু প্রকাশ্য শত্রুদের কাছ থেকেই আসবে না, মার্কসবাদের প্রতি যারা মৌখিক আনুগত্য দেখায় তাদের কাছ থেকেও আসতে পারে।

এই ভাবে সম্প্রতিকালে পশ্চিমী দেশে মার্কসবাদী সমাজতত্ত্বকে একটি প্রদীপের সঙ্গে উপমিত করা হচ্ছে। এটা যেন এমন একটা প্রদীপ যা ঘরের মাঝখানটা (সামাজিক বাস্তবতা) বেশ আলোকিত করে কিন্তু বিভিন্ন কোণগুলো অন্ধকারই থাকে। উপাসলা কংগ্রেসেও এটি শুনতে পাওয়া গেল। এক নজর মনে হবে এই উপমাটির মধ্যে কোনো গূঢ় অর্থ নেই। কারণ মার্কসবাদ সত্যিই এমন দাবি করে না যে, সমাজবিকাশের সমস্ত প্রশ্নের জবাব তার জানা আছে। কিন্তু উপমাটির মধ্যে কিছু অতিরিক্ত ইঙ্গিত আছে। সেই হিসেবে বুর্জোয়া বিশ্লেষকরা অন্যান্য তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদের সংযোজনের বিষয়টি বিচার করে একটি "সংযোজনের সূত্র" বের করেছেন। তাই এক পুরানো বন্ধু বলছেন, "মার্কসবাদ বহু বিশ্ব-দৃষ্টির মধ্যে একটি", "এ অন্যান্য তত্ত্বকে বাতিল করে দেয় না।" পরিশেষে এটা বলা হচ্ছে যে, মার্কসবাদ "সীমাবদ্ধ (এর বর্তমান অবস্থায়), এবং কে (জ্বলন্ত প্রদীপকে), কয়েক ধরনের "উত্তর-মার্কসবাদের" সাহায্যে সারিয়ে দেওয়া উচিত ও প্রয়োজনও বটে। এই "উত্তর-মার্কসবাদ" হল মার্কসীয় ধ্যানধারণা ও বিভিন্ন বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের একটা ওগাখিচুড়ি।

ধনতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটা অবস্থা থেকে আরও একগুচ্ছ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এইসব দেশের সমাজতত্ত্ববিদরা মার্কসের তত্ত্ব ও পদ্ধতির কাঠামোর বাইরে (অনেকগুলো সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে) কিছু সূত্র বেছে নেন এবং এর উপর ভিত্তি করে অথবা নিছক নামকাওয়াস্তে) নিজেদের

মার্কসবাদী হিসেবে দাঁড় করান। এইসব বাস্তব তথ্য মার্কসবাদ বিকৃতির সঙ্গে জড়িত এবং এর থেকেই মার্কসবাদের জালিয়াতির সূত্রপাত। এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে মার্কসবাদ খানিকটা পরিমাণে আপসের শিকার হয়।

এইসব "তত্ত্বগত" সূত্রে সামাজিক সমস্যার বাস্তবতা সম্পর্কে ধোঁয়া মনগড়া ধারণার প্রকাশ ঘটে। এদের প্রভাব সীমায়িত করতে হলে প্রাসঙ্গিক মূল পাঠ্যাংশের শুধু বিচারমূলক বিশ্লেষণ করলেই হবে না, তার চাইতেও বেশি কিছু করা চাই। এই পরিস্থিতিতে আধুনিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তুর উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এইসব বিষয়বস্তুর মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিজ্ঞান ও জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং বিশ্ব-প্রক্রিয়াগুলোর বস্তুনিষ্ঠ ও গভীর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ক্ষমতা, যথাসময়ে নতুন নতুন সমস্যার প্রতি বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিপাত, মানবজাতির সামাজিক-রাজনৈতিক বিকাশ সম্পর্কিত মৌল প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তরদান এবং গবেষণার ফলাফল বাস্তব কর্মে প্রয়োগ।

উপসালা কংগ্রেসে মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিকরা মার্কসীয় লেনিনীয় তত্ত্বের এইসব বৈশিষ্ট্য প্রাঞ্জলভাবেই তুলে ধরেন। কংগ্রেসের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ই প্রধানত এই কাজটির পথ সহজ করে দেয়। কারণ আলোচ্য বিষয়টি ছিল একান্তই মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের ঐতিহ্যানুসারী এবং এটা অতিসম্প্রতিকালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের প্রধান প্রধান সমাজতাত্ত্বিক ধারার কাছে অজ্ঞাত হয়েই ছিল।

অবশ্য এখনও অনেক সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে রয়েছে সেইসব সমস্যা যা বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নতুন নতুন ঘটনা বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত এবং এখনও যেসব সমস্যাকে মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের দ্বারা সমাধান করতে হবে—এইসব সমস্যার প্রতি নতুন ও সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে উন্নত সমাজতত্ত্বের সামাজিক কাঠামোর মতো সমস্যা, আর্থনীতিক ও সামাজিক বিকাশের মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়, সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা এবং যে ধারায় এটার আরও অগ্রগতি ঘটতে পারে, সংস্কৃতি ও চেতনার মান উন্নত করার উপায়, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বিকাশের পদ্ধতি, ইত্যাদি নিয়ে বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে যে গবেষণা চলছে সেক্ষেত্রে অনেক কিছু করার আছে।

আধুনিক গণতন্ত্র নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হলো গণতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন, অতি সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনসমূহের প্রকৃতি ও রূপ এবং গণচেতনার গঠন ও ভূমিকার নিয়ম সংক্রান্ত সমস্যাবলী।

মার্কসবাদী লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক বাস্তবতা ক্ষেত্রে পাস্ক কিছু প্রশ্নের এখনও জবাব মেলে নি। এইসব অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে যেসব দেশ ও সমাজ সম্প্রতিকালে ঔপনিবেশিক জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বাধীন বিকাশের পথ ধরেছে তাদের সমস্যা। এখানে মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিকরা যে-সমস্যাগুলোর সম্মুখীন তাহলো: এইসব সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক, নিয়ন্ত্রণতান্ত্রিক ও অনিয়ন্ত্রণতান্ত্রিক কাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্কের ধরনের সমস্যাবলী। এই ধরনের আরও কয়েকটি সমস্যা হলো রাষ্ট্রের অর্থনীতির ভূমিকা এবং "চিরাচরিত" ও "নতুন" সম্পর্কগুলোর মধ্যেকার বিরোধ।

আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন রকমের সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন স্তরের বিকাশ সমাজতন্ত্রের সামনে অনবরত নতুন নতুন সমস্যা এনে হাজির করছে। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র যে এইসব সমস্যার সমাধানে অক্ষম, উপসালার সাম্প্রতিক কংগ্রেস থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। একমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজবিজ্ঞানই সেটা করতে সক্ষম এবং সেটাই এর ক্রমবর্ধমান সাফল্য, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মর্যাদার ভিত্তি।

পাদটীকা

১ প্রত্যক্ষবাদী ও নব্য প্রত্যক্ষবাদী (পজিটিভিজম ও নিওপজিটিভিজম)— উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতকের আমূল-ভাববাদী দার্শনিক ধারা। এর কোনের বিশ্বাসীকার ক্ষমতা স্বীকার করেন না। এদের মতে, যেকোনো বিজ্ঞানের কাজ হলো ঘটনা বা তথ্যের বর্ণনা দেওয়া, ব্যাখ্যা

দেওয়া নয়। এরা একদিকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে উৎসাহী, আবার অন্যদিকে দর্শনের যেসব সিদ্ধান্ত প্রকৃতি বিজ্ঞানের তত্ত্বের কাঠামো অতিক্রম করে যায় এবং বুর্জোয়া সমাজের স্থায়িত্ব বিঘ্নিত করে, এরা সেসবের বিরোধী। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা কোঁৎ-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষবাদের অনেক রূপান্তর ঘটেছে। এর সাম্প্রতিক ধারাটি ভাষাতত্ত্বের সমস্যা, প্রতীকী ন্যায়শাস্ত্র, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাঠামো ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। এরা জ্ঞানতত্ত্বের সমস্যাকে কতকগুলো ছক বাঁধা বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চান।

নব্যপ্রত্যক্ষবাদ-এটা প্রত্যক্ষবাদের আধুনিক রূপ। নব্যপ্রত্যক্ষবাদীরা দর্শনের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও দর্শন যেসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান কেই এঁরা সত্যিকারের জ্ঞানের উৎস বলে মনে করেন। জ্ঞানের সাধারণ তত্ত্ব হিসেবে, একটা বিশ্ববীক্ষা হিসেবে দর্শনের ভূমিকা এঁরা স্বীকার করেন না। দর্শনের ভূমিকাকে এঁরা শুধু ভাষার বিশ্লেষণলব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখেন। সেই হিসেবে দর্শনের কাজ হল ভাষার অভ্যন্তরীণ কাঠামো বিশ্লেষণ করা; বিজ্ঞানের ভাষা, দার্শনিকদের ভাষা, সাধারণ লোকের মুখে ব্যবহৃত ভাষা অনুশীলন করাই দর্শনের কর্তব্য। এটাই এঁদের "ভাষাতত্ত্বের দর্শন।" এরই একটা শাখা হিসেবে গড়ে উঠেছে "গাণিতিক ন্যায়।"

ভাষাতত্ত্ব ও বিজ্ঞান এঁদের চিন্তার দ্বারা সমৃদ্ধ হলেও এটা মূলত দার্শনিক ভাববাদ। কারণ দর্শনের ভূমিকাকে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার ফলে ভাষা ও চিন্তার সঙ্গে বস্তু-জগতের সম্পর্ক এঁদের অধ্যয়নের বিষয় নয়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর এঁরা যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেটাও ধনতান্ত্রিক সমাজের খুব উপযোগী। কারণ পুঁজি ও তার উৎপাদনের স্বার্থে বাজার, কাঁচামাল, হিসাব ও প্রযুক্তির জন্যে এই ধরনের খুঁটিনাটি জ্ঞান আয়ত্ত করতে চায়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই দার্শনিকদের কদর খুবই বেশি। প্রত্যক্ষ ঘটনার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে সমাজ বিপ্লব (যা এখনও প্রত্যক্ষ নয়) ও সাম্যবাদী সমাজের সম্ভাবনা এই দর্শন অনুযায়ী বাতিল হয়ে যায়।

এঁরা বিশ্ববীক্ষার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকার ফলে বিজ্ঞানের কার্যত ধন-তান্ত্রিক উৎপাদনের স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

২ **ক্রিয়ামূলক কাঠামোপন্থী** (স্ট্রাকচারাল ফাংসনালিস্ট)-বুর্জোয়া সমাজ-বিজ্ঞানের একটি ধারা। বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়ের বাহ্যিক আন্তঃসম্পর্ক এঁদের অনুশীলনের বিষয়। বস্তুর সহজাত কার্যকারণ সম্পর্ক বর্জন করে এঁরা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেকার সম্পর্ককে ক্রিয়ামূলক সম্পর্ক বলে মনে করেন। এঁদের মতে বস্তু বা ঘটনার মধ্যে পরিবর্তনের কারণ হল বস্তুর বাহ্যিক সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন। সমাজের শ্রেণীগত বিভাজনে এঁরা বিশ্বাসী নন। তাই সমাজ এঁদের কাছে একটি অখণ্ড, আন্তঃসম্পর্কযুক্ত ব্যবস্থা। সমাজের বিভিন্ন উপাদান ও শক্তির ক্রিয়া এঁদের অধ্যয়নের বিষয়। সামাজিক পরিবর্তনের কোনো একক নির্ধারক শক্তি (যেমন শ্রেণী সংগ্রাম) এঁদের স্বীকৃতির বাইরে রয়ে গিয়েছে। এটাও মূলত প্রত্যক্ষবাদী চিন্তাধারা।

৩ **প্রয়োগবাদী** (প্রাগমাটিস্ট)-আধুনিক দর্শনের আত্মগত ভাববাদী ধারা। ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক থেকে এঁরা সত্যের মূল্য নির্ণয় করেন। যে তত্ত্ব বা চিন্তাধারা ব্যবহারিক জীবনে, কাজের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক, সেটাই সঠিক। ব্যবহারিক লাভ-লোকসানই যদি সত্যের নির্ণায়ক হয় তাহলে মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে সত্যের কোনো বস্তুগত অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই প্রয়োগবাদীর কাছে সত্য নিছক অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-নির্ভর। এই দিক থেকে সত্যের কোনো সার্বজনীন সত্তাও নেই—এক-একজনের কাছে সত্য এক-এক রকম।

৪ **ইন্দ্রিয়বাদী** (এম্পিরিসিস্ট)-এঁদের মতে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তর্কটা উঠেছিল বিজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রশ্ন নিয়ে। ডেকার্ট, স্পিনোজা ও লাইবনিজ বললেন বিজ্ঞানের শীর্ষদেশ হল গণিত, আর তার মূল হল বিশুদ্ধ বুদ্ধির যুক্তি। অপরপক্ষে লক, বার্কলি ও হিউম বললেন পদার্থবিজ্ঞানই আসল বিজ্ঞান। আর এই বিজ্ঞানের ভিত্তি হলো অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয় সংবেদ। এটাই ইন্দ্রিয়বাদের উৎস। যদিও দুটোই মূলত ভাববাদী ধারা, তবুও একপক্ষ নির্ভর করেন যুক্তির উপর, অন্য পক্ষ অভিজ্ঞতার উপর।

ইন্দ্রিয়বাদের আধুনিক রূপ হলো যৌক্তিক ইন্দ্রিয়বাদ, এই মতে অভিজ্ঞতা-

বহির্ভূত বস্তুজগতের সার্বভৌম সত্তা স্বীকৃত নয়। এর থেকেই বেরিয়ে এসেছে, লাজক্যাল সেমেনটিকস বা যৌক্তিক পদার্থবিদ্যা। ভাষাবিজ্ঞানের শব্দার্থতত্ত্ব, গাণিতিক ভাষাতত্ত্ব, যান্ত্রিক অনুবাদ এবং স্বয়ংক্রিয় তথ্য-প্রক্রিয়ার (সাইবারনেটিকস) ক্ষেত্রে এঁদের অবদান যথেষ্ট।

কিউবায় বিপ্লবী ক্ষমতার সাফল্য

জনগণের ক্ষমতা লাভের পর থেকে গত ২০ বছরে কিউবার চমকপ্রদ অগ্রগতি ঘটেছে। কিন্তু এর তাৎপর্য অন্তত সংক্ষেপে বুঝতে হলে কিউবার বিপ্লবপূর্ব অবস্থা স্মরণ করা দরকার।

বিগত ৫৭ বছর এই দ্বীপটিকে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি কিউবার আর্থ ব্যবস্থাকে কঠিন নাগপাশে বেঁধেছিল যা ৪০০ বছরের স্পেনের ঔপনিবেশিক শাসন পারে নি। মূল শিল্প, উৎকৃষ্ট কৃষিভূমি, খনিজ সম্পদ, রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক এবং বৈদেশিক-বাণিজ্য সবই সম্পূর্ণ মার্কিন পুঁজির কুক্ষিগত ছিল। মার্কিন কোম্পানিগুলো লক্ষ লক্ষ ডলার প্রতি বছর নিঙড়ে নিয়ে যেত। কিউবা এক ফসলী, চিনি উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল ছিল, শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী "কেন্দ্রগুলোর" কৃষিজাত দ্রব্য ও কাঁচা মাল যোগান দেওয়াই ছিল তার কাজ।

দেশের জনগণের প্রচেষ্টা, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য এবং আন্তর্জাতিক সংহতির ফলে ১৯৫৯ সালের বিপ্লবের পর থেকে তার সামাজিক আর্থব্যবস্থার লক্ষণীয় বিকাশ সাধনে সক্ষম হয়। বিপ্লবপূর্ব দেশে একতৃতীয়াংশ কর্মক্ষম জনশক্তি ছিল হয় বেকার, না হয় আংশিক বেকার। আজ আর এখানে বেকার বলে কেউ নেই। জনগণের ক্ষমতায় আসার পর এই কয় বছরে ১,৫০০,০০০ লোকের কাজের সংস্থান করা হয়েছে।

১৯৭৭ সালে মোট জাতীয় উৎপাদন ক্ষমতা (বাণিজ্য বাদে) শতকরা ৪ ভাগের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৭৮ সালের পরিকল্পনানুসারে শতকরা ৭·৪ ভাগ বেড়ে যাবার কথা।

যখন ১৯৭০-৭৬ সালের মধ্যে শিল্পোৎপাদন শতকরা ৭৫ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বহুমুখী রূপ পেয়েছে, তখন শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বছরে শতকরা ৬ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিউবার বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্পে বড় বড় সাফল্য

অর্জিত হয়েছে। ১৯৫৯ সাল থেকে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন বছরে শতকরা ৫'৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৬ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭,১৯৭,০০০,০০০ কিলো ওয়াট। ধাতুশিল্প এবং ভারী শিল্পের বৃদ্ধি তিন গুণের চেয়েও বেশি। অর্থনীতির একটি প্রধান শাখা নিকেল উৎপাদন ১৯৫৮ সালের তুলনায় আজ দ্বিগুণ সি. এম, এ দেশগুলোর সাহায্য নিয়ে ৩০,০০০ টন নিকেল তৈরির একটি ধাতু শিল্পের কারখানা আজ কিউবা তৈরি করতে পেরেছে।

বিপ্লবের আগে কিউবায় রাসায়নিক সার তৈরি একেবারেই হত না। আজ তা-ও বছরে ৬ লক্ষ টন উৎপাদন হচ্ছে।

দেশের প্রধান শস্য আখ চাষ ও চিনি হচ্ছে বিদেশ-বাণিজ্যের প্রধান পণ্য। এর উৎপাদনও ক্রমবর্ধমান। ১৯৭২-৭৩ সালে আখ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫,২৫৩,০০০ টন, ১৯৭৪-৭৫-এ তা হল ৬,৩১৪,০০০ টন, এবং ১৯৭৭-৭৮ সালে সেটা হয়েছে ৭,৩০০,০০০ টন। আখ কাটার যন্ত্র চালু হওয়ায় কায়িক শ্রম অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ১,৬০০,০০০ হেক্টার জমিতে আখ চাষ হয় এবং এই উৎপাদনের এলাকা মোট দ্বিগুণের বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মেশিন এবং রাসায়নিক দ্রব্যের সরবরাহ আজ কৃষিতে অপর্যাপ্ত।

বর্তমান বছরগুলোতে উদ্ভিজ ফসলের (আখ বাদে) পরিমাণ বছরে শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং ফল ও শাকসব্জি তোলার পরিমাণ ১০ মিলিয়ন লক্ষ টন ছাড়িয়ে গিয়ে জাতীয় ইতিহাসে এক নতুন নজির সৃষ্টি হয়েছে। কেবল তোলার পরিমাণ ১৯৫৮ সালের তুলনায় ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিম উৎপাদন ১৯৫৯ সালের তুলনায় ৬'৫ গুণ বেড়েছে। কিউবার মৎস্য-জীবীদের উন্নতিও বিশেষ লক্ষণীয়। রাষ্ট্র আজ মৎস্যজীবীদের জন্য সামুদ্রিক মাছ ধরার আধুনিক জাহাজ গড়ে তুলছে যা বিশ্বের সব রকম সমুদ্রেই মাছ ধরতে সক্ষম হবে। মাছ খাওয়ার পরিমাণ সাতগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৬ সালে ১১৪,০০০ টন হয়েছে যেখানে ১৯৫৯ সালে ছিল ২৭,০০০ টন মাত্র।

এ সময়ের সামাজিক উন্নতির অগ্রগতিও খুবই লক্ষণীয়। কিউবা আজ দক্ষিণ (লাটিন) আমেরিকান দেশগুলোর শীর্ষস্থানে উন্নীত হয়েছে। দশ বছর বয়সের বেশ জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ লেখাপড়া মোটেই জানত না, এবং ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের অর্ধেক শিশু স্কুলে যেতে পারত না। ১০,০০০ শিক্ষক বেকার ছিল। আর আজ কিউবা পৃথিবীর উচ্চতম জ্ঞানের

অন্যতম দেশ। নিরক্ষরতা চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হয়েছে, হাজারে হাজারে আধুনিক স্কুল আজ গড়ে উঠেছে। আজকের কিউবায় ৩,০০০,০০০ শিশু পরিণত। আজ কিউবার বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষার ১,৪০,০০০ হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষারত যা কিনা ১৯৫৯ সালের তুলনায় বেশ কয়েকগুণ। আজ কিণ্ডার গার্টেনে ১২০,০০০ শিশু পাঠরত (১৯৫৮ সালের পূর্বে স্কুল-পূর্ব শিক্ষায় ১,৬০০ শিশুর মাত্র ব্যবস্থা ছিল)। ১৯৭৮ সালে নতুন ১২০টি মাধ্যমিক স্কুল, বিনোদন কেন্দ্র, খেলা-ধূলোর স্কুল এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।

প্রকাশন শিল্পের বিকাশ আজ দ্রুত। ১৯৫৯ সালের আগে ১০ লক্ষ বইপত্র প্রকাশ করা হত। আর আজ ৩৭,০০০,০০০ বইপত্র প্রকাশ করা হচ্ছে। দেশে সিনেমা শিল্পের বিকাশ হচ্ছে।

বিপ্লব-পূর্ব যুগে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা খুবই দুর্বল ছিল এবং গরিবদের জন্য তার দ্বারও ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার প্রায় কোনো ব্যবস্থাই ছিল না এবং মহামারী সেখানে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। জনগণের শাসন এ-সব কিছুকেই উৎপাটিত করেছে। বর্তমানে দেশব্যাপী জাতীয় স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হয়েছে। আজ ১৯৫৮ সালের তুলনায় চিকিৎসা কেন্দ্র দ্বিগুণ। দেশব্যাপী ৩০০ হাসপাতালের মাঝে ৬০টি আজ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। ১৯৭৬ সালে হাসপাতালে বেডের সংখ্যা হল ৪১,০০০, ১৯৫৮ সালে ছিল ২৮,৫০০ মাত্র। এছাড়া ২৭টা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৪টা দাঁতের চিকিৎসা কেন্দ্র ১৯৭৮ সালে গড়ে ওঠার কথা আছে। আজ কিউবায় প্রতি ৮০০ জনে একজন ডাক্তার আছেন। প্রতিষেধক ঔষধ এবং স্বাস্থ্য রক্ষার প্রচার মাধ্যমে ছোঁয়াচে রোগের হাত থেকে বিপুল জনসংখ্যাকে বাঁচাতে পারায় মৃত্যুহার অনেক নিচে নেমে গিয়েছে। মৃত্যুহার, বিশেষ করে শিশু মৃত্যুহার, আজ অনেক কম, যার ফলে বাঁচার হার ৫৩ থেকে ৭০ বছরে উন্নীত হয়েছে।

কিউবার এই সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো, বিশেষ করে সোভিয়েতের সবিশেষ সাহায্যের ভূমিকা অসামান্য।

ম্যানুয়েল মেণ্ডেজ

শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ

কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি এবং কিউবার প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাস্ত্রোরুজের স্বাক্ষরিত এক অভিনন্দন-পত্রে বলা হয়েছে :

পত্রিকাটি বিশ বছর অতিক্রম করে যে-সাফল্য অর্জন করেছে তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই, এবং এটা লক্ষ্য করি যে এই পত্রিকা প্রত্যেক পার্টির স্বাধীনতা, পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতার নীতিকে একত্রে গ্রথিত করেছে। পত্রিকাটি কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যকে শক্তিশালী করার এবং সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলোর দ্বারা ঐ আন্দোলনের সংহতি গড়ে তোলার পক্ষে কাজ করে। বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলন বর্তমান যে-সব জটিল ও জরুরী সমস্যার সম্মুখীন, পত্রিকাটি সে-সম্পর্কে নীতিনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করে।

পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং স্বাধীনতা, সামাজিক প্রগতি, সমাজতন্ত্র ও বিশ্ব-শান্তির জন্য লড়াই করছে। পত্রিকা এইসব শক্তির সঙ্গে তার সম্পর্কের আরও উন্নতির আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমি আবার বলতে চাই যে, কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি নিশ্চিতভাবে পত্রিকাটির ইতিবাচক প্রভাব প্রসারিত করা ও বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করে যাবে।

মেকসিকান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একটি চিঠিতে বলেছে :

"বিশ বছর ধরে **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর নীতি, তাদের অভিজ্ঞতার প্রচার ও জাতিগুলোর প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ উদ্‌ঘাটনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের পার্টি পত্রিকাটির সঙ্গে সহযোগিতা করে যাবে এবং এর প্রচারের কাজে সাহায্য করবে। কারণ, আমরা মনে করি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবাদর্শগত মঞ্চ।

"আমরা আরও নিশ্চিত যে, যে-সমস্ত শক্তি সারা বিশ্বে শান্তি, দাঁতাত ও সামাজিক প্রগতির সংগ্রাম চালাচ্ছে, তাদের সাফল্যের আরও উল্লেখযোগ্য

চিত্র হাজির করার মধ্যে দিয়ে পত্রিকাটি উন্নত হতে থাকবে এবং শক্তিশালী হয়ে উঠবে।"

সংযুক্ত রাজনৈতিক জাতীয় ফ্রন্ট সংগঠনের (বর্তমানে ইয়েমেন সোশ্যালিস্ট পার্টি) জাতীয় ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটি ও ইয়েমেনের জনগণের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সাধারণ সম্পাদক আব্দেল ফত্তা ইসমাইল এক বার্তায় বলেন.

"পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর থেকে এখন বিশ বছর পূর্ণ হল। এই পত্রিকা বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তিগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান শক্তিস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার সমস্ত রকম নিপীড়ন শোষণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐ আন্দোলনের সাফল্যের দ্বারা এই সময় চিহ্নিত। ডব্লউ এম আর এ সব সাফল্যগুলোকে বিশ্লেষণ করেছে এবং তাদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য-গুলো তুলে ধরেছে। এইভাবে পত্রিকাটি সমাজতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর কোটি কোটি বিপ্লবী যোদ্ধাকে ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক সাহায্য দিয়েছে।"

গিনির গণতান্ত্রিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও গিনি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি আমেদ সেকুতুরে:

পত্রিকার বিংশতি বার্ষিকী উপলক্ষে আমি সানন্দে আপনাদের অভিনন্দন জানাই এবং উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবৈষম্য ও অন্যান্য সমস্ত ধরনের নিপীড়ন ও মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে আপনাদের অক্লান্ত সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করি। এই পত্রিকাটি গত বিশ বছর ধরে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। এই মহৎ আদর্শ রক্ষা এবং প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে পত্রিকাটি যে-প্রগতিশীল ও দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে আমরা তাকে যথেষ্ট মূল্য দিয়ে থাকি।

ডায়েরী

পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে **ডব্লিউ এম আর**-এর প্রধান সম্পাদক কনস্তান্তিন জারদভ পোল্যাণ্ড সফরে এলে পি ইউ ডব্লিউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক এডওয়ার্ড গিয়েরিক জারদভকে সংবর্ধনা জানান।

সেখানে তাঁরা পত্রিকাটির কাজকর্ম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এডওয়ার্ড গিয়েরিক পত্রিকাটির বিংশতিতম বার্ষিকী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক কর্মিবৃন্দকে অভিনন্দন জানান এবং পত্রিকাটির আরো সাফল্য কামনা করেন। তিনি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ মুখপত্র হিসেবে এই পত্রিকাটি সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেন। এবং বর্তমান রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক সমস্যাবলী আলোচনা সংগঠিত করার জন্য এর উদ্যোগের গুরুত্ব উল্লেখ করেন।

এই আলোচনাতে উপস্থিত ছিলেন পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক, জর্জি লুকাসজে উইচ এবং ঐ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য ও পত্রিকায় পোলিশ পার্টির প্রতিনিধি উয়েস্ল ক্লিসঝাক।

চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক গুস্তভ হুসাক, প্রাগে কনস্তান্তিন জারদভকে সংবর্ধনা জানান।

পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক, কমরেড হুসাককে বিশেষ করে পত্রিকাটির কাজকর্ম ও পরিকল্পনা এবং **ডব্লিউ এম আর**-এর যৌথ পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেন।

গুস্তভ হুসাক পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক কর্মীদের কাজ এবং মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার ও শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর বিপ্লবী অভিজ্ঞতার নির্যাস প্রচার করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। যে-যৌথ পদ্ধতিতে পত্রিকাটি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর মধ্যে মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছে তিনি তার প্রশংসা করেন।

চেকোস্লোভাকিয়া কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক পাভেল আউর্সপার্গও আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।

জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ডব্লিউ এম আর-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রোলাণ্ড বাউয়ার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকদের বুদাপেস্টে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে পার্টির সাংগঠনিক কাজ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়।

ডব্লিউ এম আর-এর সম্পাদকীয় পরিষদের সদস্য এবং পত্রিকায় বেলজিয়াম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি রবার্ট ফ্রান্সিস পার্টির বোর্ডের আমন্ত্রণে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানহিম কংগ্রেসে যোগদান করেন। কিউবার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পার্টির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান জোস এফ করনিয়াদো ডব্লিউ এম আর পরিদর্শনে আসেন। আলোচ্য-বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি ও পত্রিকার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা গড়ে তোলা।

চিরায়ত প্রশ্নের চিরায়ত উত্তর

লেনিনবাদী পার্টি গঠনের
তত্ত্বগত ভিত্তি ও কর্মপদ্ধতি
অমল দত্ত
মনীষা, কলকাতা
চার টাকা

কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন সম্পর্কে দেড়শো পৃষ্ঠারও বেশি একখানা বই লিখে ফেলা সহজ কথা নয়। সেদিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক নিঃসন্দেহে একটা বড় কাজ করেছেন। মার্কসবাদের সূচনাকাল থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা চলছে, এ-সম্পর্কে বিতর্কও কিছু কম হয় নি। স্বয়ং মার্কস তাঁর জীবনে অন্তত দু-বার—প্রথমে ১৮৪৮-এর বিপ্লবে কমিউনিস্ট লীগ প্রতিষ্ঠা করে ও পরে ১৮৬৪তে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পত্তন করে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। লেনিন তো পার্টি সংগঠনের বিষয়বস্তুকে সমাজবিজ্ঞানের একটা স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে দাঁড় করিয়ে গিয়েছেন।

তাই পার্টি সংগঠন সংক্রান্ত চিন্তার একটা সুদীর্ঘ ঐতিহ্য কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। এই বইয়ের লেখক প্রধানত সেই ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তাঁর আলোচনা সংগঠিত করেছেন। সংগঠনের তত্ত্ব ও কর্মের এত খুঁটিনাটি আলোচনা ও বিশ্লেষণ একখানা বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় না বললেই চলে। এক্ষেত্রে লেখকের নিষ্ঠা ও শ্রম আমাদের অনেকের কাছেই আদর্শস্থানীয়।

বইটির পরিপ্রেক্ষিত, পরিকল্পনা ও গণচেতনার স্তর সংক্রান্ত ছক দুটি নিঃসন্দেহে দায়িত্বশীল পার্টি কর্মী ও নেতাদের কাছে আকর্ষণীয় ও উপযোগী হবে। "কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাজের সমস্যা" অধ্যায়টি অত্যন্ত সুলিখিত ও সংগঠন সম্পর্কে লেখকের বিস্তৃত জ্ঞানের পরিচায়ক। আমাদের বাস্তব কর্মে এটি ব্যবহারযোগ্যও বটে।

যদিও বইখানি মূলত পার্টির কাজকর্মের উপযোগী করে লেখা কিন্তু লেখক কতকগুলো স্থায়ী তত্ত্বগত বিষয়ও এর মধ্যে নিয়ে এসেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বগত বনিয়াদের সঙ্গে পার্টির দৈনন্দিন কর্মের অন্তর্লীন অবিচ্ছিন্নতা তার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে। এইরকম একটি অধ্যায় হলো "কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সাতটি লেনিনবাদী নীতি।"

"পার্টির প্রোপাগাণ্ডা ও এজিটেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে লেনিন নির্দেশিত নীতি ও পদ্ধতি" অধ্যায়টি সুলিখিত ও লেখকের বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয়বহ। এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী প্রচার সম্পর্কে লেখকের আলোচনা একটা নতুন দিকে মোড় নিয়েছে। গণচেতনার স্তরবিন্যাসের যে-বিভাজন এখানে করা হয়েছে সেটা চেতনা নামক নৈর্ব্যক্তিক ধর্মটির পর্যায়ান্তর বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। এখানে লেখক গণচেতনার ৪টি স্তর দেখিয়েছেন। প্রথম স্তরে বিশেষ ঘটনাকেন্দ্রিক চেতনা, দ্বিতীয় স্তরে দৈনন্দিন ব্যবহারিক চেতনা, তৃতীয় স্তরে জনগণের শ্রেণীগত অবস্থানের চেতনা ও চতুর্থ স্তরে শ্রেণীগত অবস্থানের চেতনা। চেতনার পাপড়িগুলোকে এইভাবে মেলে ধরার ফলে গণচেতনার পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

"কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের ভূমিকা" অধ্যায়টিও অনেকগুলো বহু আলোচিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে।

গোড়াতেই উল্লেখ করেছি লেখকের সমগ্র আলোচনার বিষয়বস্তু ঐতিহ্যানুসারী—মার্কস-লেনিনের সূত্রে আবদ্ধ। আমাদের দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পার্টি গঠনের তত্ত্ব ও প্রয়োগের কোনো বিশিষ্টতা আছে কিনা লেখক সে-বিচারের মধ্যে যান নি। আমাদের পার্টিতে লেনিনবাদী সংগঠনের তত্ত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে আমরা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হই, গণতান্ত্রিক [illegible]কতা, মনোলিথিক পার্টি, পার্টি জীবনের শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে আমাদের [illegible] ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা কী, পার্টি সদস্যদের অধিকার

ও কর্তব্যবোধের মধ্যে কেন অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়—এগুলো আলোচনার মধ্যে আনলে বইটি আরও জীবন্ত হয়ে উঠত।

এর পরিবর্তে লেখকের কাছ থেকে আমরা পার্টি সংগঠনের একটি চিত্তায়ত, সার্বজনীন কাঠামো উপহার পেয়েছি। যা পেয়েছি তা অবহেলার নয়, কিন্তু যা পাই নি তার আক্ষেপ আমাদের রয়েই গেল।

একথা লেনিনই বলে গিয়েছেন যে, আইনী, আধাআইনী ও বে-আইনী পার্টির কাঠামো এক হতে পারে না। তাঁর আরও মত ছিল, অভিজ্ঞতাকে বিচার না করে অন্ধভাবে অনুকরণ করা অত্যন্ত ভুল। আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বয়স অর্ধশতক অতিক্রম করেছে। দেশীয় পরিস্থিতিতে লেনিনীয় নীতি প্রয়োগের সমস্যাগুলো আমরা এখনও সূত্রবদ্ধ করতে পারি নি। তাই তার সমাধানও আমাদের আয়ত্তের বাইরে রয়ে গিয়েছে। সমস্যাগুলো আমাদের যন্ত্রণার বিষয়, কখনও তা পারস্পরিক কলহের বিষয়। পার্টি সংগঠনের সমস্যাবলীর সার্বিক আলোচনা এখনও বাইবেলের সেই নিষিদ্ধ ফলের মতো। এই নিষিদ্ধতার অন্তরালে অনেক গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়—যা দূর করতে না পারলে পার্টির বিপ্লবী চরিত্র ভাস্বর হয়ে উঠবে না।

আমাদের দেশীয় পরিস্থিতিতে পার্টি সংগঠনের বিশিষ্টতার দাবি করছি বলে কেউ যেন মনে না করেন আমি লেনিনবাদী পার্টির সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলো অস্বীকার করছি। আমি মনে করি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সদস্যপদ দেওয়া, পার্টির ভাবাদর্শ ও সংগঠনের ঐক্য, দৃঢ় শৃঙ্খলা, পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও পার্টির নেতৃত্বে গণসংগঠন পরিচালনা ইত্যাদি সার্বজনীন বিষয়গুলো আমাদের পার্টিরও মূল বনিয়াদ হওয়া উচিত।

যে-কয়টি প্রশ্ন নিয়ে আমি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছি তার উল্লেখ না করলে বইটির উপর অবিচার করা হবে। যেমন তিনি বলেছেন, "উদ্বৃত্ত মূল্য শ্রমিকশ্রেণীই যে তৈরি করছে এটা সমগ্র পুঁজিবাদী অর্থনীতি চর্চা করে শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝতে হয়; এই বোঝার মাধ্যমেই তার বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ হয়।" বিপ্লবী চেতনার জাগরণ শুধু উদ্বৃত্ত মূল্য বুঝলেই সম্ভব হবে—এমন সহজ সমাধান আছে বলে মনে হয় না। শ্রমিকশ্রেণী যদি শুধু উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টিকারী একটা জীব হতো তাহলে হয়তো তা হতে পারত। কিন্তু সে শুধু তা নয়। যন্ত্রের সামাজিক বন্ধনে সে আবদ্ধ। তার শ্রেণীচেতনার জাগরণই একটি জটিল প্রক্রিয়া। সামগ্রিক কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের জগতে [illegible] দিয়ে কী করে তার পক্ষে বিপ্লবী চেতনা অর্জন করা সম্ভব?

তীয়ত, কমিউনিস্ট পার্টির মৌল কর্তব্য সম্পর্কে বইটিতে বিস্তারিত
লনা আছে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবিধান ও সংহতি স্থাপন কেন
মিউনিস্ট পার্টির মৌল কর্তব্য হবে না তা বুঝলাম না। আমাদের দেশে
আন্দোলনে ভেদ-বিভেদের পটভূমিতে শ্রেণীগত ঐক্য স্থাপনের প্রশ্নটি
ল কর্তব্য হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত।

তৃতীয়ত, মনোলিথিক বা 'একশিলাসদৃশ' পার্টির কথা লেখক বলেছেন
৮ পৃঃ)। শব্দটি নিয়ে পশ্চিমী দেশের বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে
তর্ক উত্থাপিত হয়েছে। সে বিতর্কে আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই।
স্তু একটা অনড়, নিষ্প্রাণ পাথরের চরিত্র একটি পার্টি কীভাবে অর্জন করবে
র ব্যাখ্যা লেখক দেন নি। সম্ভবত স্তালিন শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।
নোলিথিক সংগঠন বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন একটি একক ইচ্ছাশক্তির
র্টি, এই পার্টি তার বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সমস্ত ধারাকে ঐক্যবদ্ধ করে একটিমাত্র
াহ সৃষ্টি করে। এই ব্যাখ্যায় আপত্তির বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু
শিলার একক ইচ্ছাশক্তির কাঠিন্যের আঘাতে একটা পার্টি বশ্যতার শিকার
তে পারে তারও নজির আছে। আমি মনে করি শব্দটি যদি ব্যবহার
রতেই হয় তাহলে আলঙ্কারিক অর্থেই ব্যবহার করা উচিত। কমিউনিস্ট
র্টির ভাবাদর্শ নিশ্চয়ই একশিলা থেকে তৈরি—সেটা ডায়ালেকটিক ও
তিহাসিক বস্তুবাদ। পার্টির মধ্যে নানা চিন্তা, বিতর্ক, মতভেদ, মতৈক্য
তেই থাকে। চিন্তা ও উপলব্ধির ডায়ালেকটিক প্রক্রিয়া অবিচ্ছিন্ন অবিরল
য় চলে। তাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত না করতে পারলেই সংঘাতের
হয়। এক্ষেত্রে পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র কথাটি গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক।
নের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের এক প্রশস্ত বাতাবরণ সৃষ্টি
ছিল। বলশেভিক পার্টি ছিল ইতিহাস ও সমাজের যোগাযোগের মাধ্যম।
তে গণতন্ত্রের পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হলে জনগণের অভিজ্ঞতা কখনও সোচ্চার,
ও বা অস্ফুট আকারে পার্টির মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে না, তখন পার্টির
হাসিক দায়িত্ব বহনের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। সামাজিক অভিজ্ঞতার
াবে কেন্দ্রও হয়ে পড়ে শীর্ণ, রক্তশূন্য।

জীবদেহের সঙ্গে পার্টির তুলনা করা ঠিক নয়—কারণ জীবদেহের
কটাই চলে কেন্দ্রিক ক্রিয় পদ্ধতিতে—তার অধিকাংশ অভ্যন্তরীণ কার্য-
আমাদে ইতিবাচক অগোচরেই ঘটে। আর পার্টি হল শ্রেণীচেতনার

সেরা ফসল। আলঙ্কারিক অর্থে গ্রহণ করলে মনোলিথিক নামক এই শব্দটিকে বাংলায় দৃঢ় ও সমধর্মী বলতে পারি।

চতুর্থত, লেখক অনেকটা জায়গা নিয়ে ঐক্য ও শৃঙ্খলার প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন। বিষয়টি কমিউনিস্ট পার্টিতে অত্যন্ত জীবন্ত সমস্যা। আলোচনা থেকে মনে হল ঐক্য ও শৃংখলার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে। "ঐক্য ও শৃঙ্খলা—একটি আর একটির পরিপূরক—এরা ডায়ালেকটিক ঐক্যের সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।" (১০৭ পৃঃ)। ডায়ালেকটিক ঐক্য থাকলে দ্বন্দ্বও থাকা উচিত। সেটা কী? আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে একটা সংঘাত সৃষ্টি হয়। লেখক শৃঙ্খলার অনেকটা লেনিনের নির্দেশ ও টেকনিক্যাল বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখেছেন। সমস্যাটা দাঁড়ায় এই রকম: লেনিন বলেছেন ভালো কথা আমি মানতে পারছি না। এই-ভাবেই পার্টি সদস্যদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার সঙ্গে শৃঙ্খলার লড়াই শুরু হয়। তাই সমস্যাটা শুধু পার্টি সদস্যদের সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা নয়। স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধের বুর্জোয়া ভাবই এই সমস্যার উৎস। তাই "মতাদর্শ ও রাজনীতিতে ঐক্য এবং পার্টি সংগঠনে শৃঙ্খলা" (১০৮ পৃঃ)—লেখকের এই রকম উপস্থাপনা আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা থেকে খানিকটা যান্ত্রিক বিভাজন বলেই মনে হল। বিষয়টি ডায়ালেকটিক এইখানেই: আমার স্বাধীনতার মধ্যে শৃঙ্খলা চাই, যে শৃঙ্খলা আমার সমগ্র সত্তাকে বিপ্লবী কর্মে নিয়োজিত করে, সেই সচেতন শৃঙ্খলা বোধের সঙ্গে স্বাধীনতার কোনো বিরোধ নেই। বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্রে পার্টিতেও স্বাধীনতার ভিত্তিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার ধারণা আসলে false consciousness. তাই বুর্জোয়া ভাবাদর্শের স্বর্গের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে পার্টির মর্তলোকে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এই-ভাবে সাংগঠনিক শৃঙ্খলার প্রশ্নটি সংগঠনের সীমা অতিরিক্ত হয়ে যায়।

লেখক পরিশিষ্টে শাখার কর্মপদ্ধতি আলোচনা করেছেন। অনেক আলোচনা সেখানে আছে কিন্তু শহরের বিভিন্ন পাড়ায় পার্টি সংগঠন (যা আমাদের দেশে অত্যন্ত ব্যাপক) কীভাবে গড়া যায় ও শক্তিশালী করা যায় তার কোনো উল্লেখ নেই। অথচ বিষয়টি খুবই জরুরী; তাই বইটিতে "চিরায়ত ও সমকালীন উত্তর পাওয়া যাবে" বলে প্রকাশকের দাবির সঙ্গে একমত হতে পেল না। কিন্তু যা পাওয়া গেল তারই-বা মূল্য কম কী?

সুনীল।

Vol. 7, No. 1 SANTI SWADHINATA
January, 1979 SAMAJTANTRA

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র পত্রি
নিয়মাবলী

গ্রাহক সংক্রান্ত

প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : দশ টাকা।

বছরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া
ডাক খরচ আমাদের।

এজেন্সি সংক্রান্ত

৫ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া
কমিশনের হার শতকর
পত্রিকা ভি.
ডাক খরচ